

কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে।

ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং

ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান

বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে

ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে

দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান

ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র

উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের

কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা

সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায়

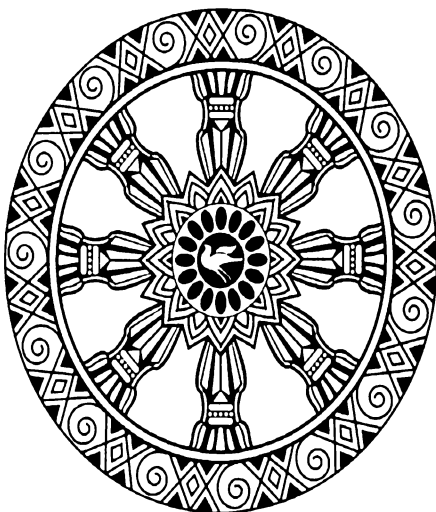
ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!

জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Rahul Bhikkhu

চুল্ল গ্রন্থ বংশ



অনুবাদক :
ভদন্ত সম্বোধি ভিক্ষু

Cūḷa Ganthavamsa
Translated by
Rev. Sambodhi Bhikkhu

- প্রথম প্রকাশ : বনভন্তের ১ম পরিনির্বাণ-বার্ষিকী
উপলক্ষে, ২৫৫৬ বুদ্ধবর্ষ
১৪১৯ বাংলা, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ ।
- প্রকাশনায় : সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাবৃন্দ ।
- সহযোগিতায় : আনন্দমিত্র স্থবির
প্রজ্ঞারত্ন স্থবির
করুণাবংশ স্থবির
সুভূতি ভিক্ষু
- স্বত্বাধিকারী : গ্রন্থকার

উৎসর্গ

বর্তমান বাংলা-ভারত এ উপমহাদেশের তথা আমাদের সকলের
দুঃখ-মুক্তির পথ প্রদর্শক, লোকোত্তর গুরু, মহাজ্ঞানী, মহাত্যাগী,
শ্রাবকবুদ্ধ, মদীয় উপাধ্যায় পরম পূজ্য অর্হৎ শ্রীমৎ সাধনানন্দ
মহাথেরো (বনভন্তে) মহোদয়

এবং

যিনি আমাকে বিদর্শন ভাবনার সঠিকপথ অনুকরণ করিয়েছেন
পাহাড়তলী অরণ্য বিদর্শন ভাবনা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা, প্রাজ্ঞ-
বিদর্শনাচার্য পণ্ডিত, পরম কল্যাণমিত্র প্রয়াত ভদন্ত প্রজ্ঞাজ্যোতি
মহাথের, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁদের প্রতি এক্ষুদ্র গ্রন্থ বংশটি
উৎসর্গ করছি।

প্রণত

ভদন্ত সম্বোধি ভিক্ষু

ভূমিকা

রাঙামাটি রাজবন বিহার হতে আয়ুস্মান সম্বোধি ভিক্ষু আমার কাছে তার অনুবাদ কৃত ‘ক্ষুদ্র গ্রন্থ বংশ’ গ্রন্থটির ভূমিকা লিখার অনুরোধ জ্ঞাপন করেছেন। সুমহান পবিত্র ত্রিপিটক সংশ্লিষ্ট বিবিধ পর্যায়ের অনুবাদ পূজ্য বনভন্তের দীক্ষা এবং আমার শিক্ষাপ্রাপ্ত ভিক্ষুগণ হতে ইদানিং প্রকাশিত হতে দেখে আমি সত্যিই আনন্দিত। তবে তৃপ্ত হতে পারতাম যদি তারা পূজ্য বনভন্তে এবং আমার আকাজক্ষায় একটি অনুবাদক সংঘ গঠন পূর্বক সংঘবদ্ধভাবে অনুবাদ কর্মে নিয়োজিত হতেন। এতে তাদের এসকল অনুবাদ হয়ে উঠতো মূলের ছবছ প্রতিভূ অথবা মূলের সঠিক অর্থ-প্রকাশক। তাদের অনুবাদকৃত প্রতিটি বাক্যে শব্দ-শৃঙ্খলা হয়ে উঠতো পাঠকের কাছে মূল পিটকে ধারণকৃত প্রতিটি বুদ্ধবাণীর বিশ্বস্ত বাহক। এতে করে পাঠকের অর্থ অনুধাবণ ও ধারণ ইচ্ছাও হতো কণ্টকমুক্ত।

পূজ্য বনভন্তে এ প্রসঙ্গে আমাদের সবাইকে বলতেন, ৫০/৬০ জনের একটি সুদক্ষ অনুবাদক দল প্রয়োজন হবে, নির্ভূলভাবে ত্রিপিটক অনুবাদ করতে। আমার এক শ্রীলংকান বন্ধু ভিক্ষুও জানতে চেয়েছিলেন, আমাদের অনুবাদ কর্মগুলো সংঘবদ্ধভাবে হচ্ছে কি-না। ইহা একান্তই সত্য যে, আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন ভাষা এই পালি-প্রাকৃতটি বর্তমানে কোনো দেশে কথ্য ভাষারূপে বিদ্যমান নেই। শুধুমাত্র পালি পিটকীয় ও তৎ সংশ্লিষ্ট টিকা, অট্টকথাপি গ্রন্থের পঠন-পাঠনের মধ্যোই ইহার চর্চা এখন সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় এককভাবে, এজাতীয় গ্রন্থসমূহ অনুবাদে হাত দেয় খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। পালি ভাষায় বিধৃত গ্রন্থসমূহের অনুবাদ বিষয়ে এই ঝুঁকিটিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় না আনলে একসময়ে “তিন নকলে আসল খাস্ত” এই প্রবাদটিই বাস্তবে রূপ পেয়ে বসেছে। অর্থাৎ বঙ্গ-ভাষা-ভাষী তখন ত্রিপিটকের বুদ্ধবচন বলতে যা পাবেন, তা প্রকৃত বুদ্ধবচন নহে, অন্য কিছু।

‘চূলগ্রন্থ বংশো’ এর অনুবাদের ভূমিকা লিখে দিতে এক্ষণে অনুবাদক আমার কাছে অনুবাদের যেই অংশটি পাণ্ডুলিপি রূপে পাঠানো হয়েছে, তার কিছু অংশ মূলের সাথে মিলায়ে দেখতে গিয়ে উপরোক্ত শংকা আমার বৃদ্ধি পেয়েছে।

সে যা-ই হোক, ‘চূলগ্রন্থ বংসো’ তথা ক্ষুদ্র গ্রন্থ বংশ অনুবাদক মাত্র কয়েক লাইন হলেও আমার লেখা পাওয়ার যেই জরুরী তাগিদ আমার কাছে প্রেরণ করেছেন, আমিও নিজের সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় ততটুকু আলোচনাতেই আপন মন্তব্য-সীমা রাখতে এক্ষণে প্রয়াসী হলাম।

‘চূলগ্রন্থ বংস’ তথা ক্ষুদ্র গ্রন্থ বংশ গ্রন্থটিতে মূলত বুদ্ধবাণী বাহক সমগ্র ত্রিপিটকের অবকাঠমোটি কীভাবে নির্মিত হয়েছে, সে প্রসঙ্গে একটি সুন্দর পরিচ্ছন্ন বর্ণনা-বিশ্লেষণ প্রদান করা হয়েছে। সেই সাথে বিভিন্ন পরিচ্ছেদে বিবৃত হয়েছে। এ সকল বুদ্ধবাণী কীভাবে আচার্য, শিষ্য, অনুশিষ্য পরম্পরা শিক্ষা ও ধারণ করা হয়েছে।

এতে করে প্রতিপাদ্য গ্রন্থটি হয়ে উঠেছে সমগ্র ত্রিপিটকের একটি প্রতিবিম্ব এবং ইতিহাসিক দলিল বিশেষ। বিষয়টি অনুধাবণে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি কয়টি লক্ষ্যনীয়-গ্রন্থটির আলোচনা গুরুতেই বলা হলো :

“হোতি একবিধং য়েব, তিবিধং পিটকেন চ।

তঞ্চ সৰ্বম্পি কেবলং, পঞ্চবিধং নিকায়তো ॥”

অর্থাৎ ‘ত্রিপিটক’ পিটক হিসেবে একপিটক মাত্র। আর সেই সেই পিটক এর জন্য শুধুমাত্র ‘পঞ্চবিধ-নিকায়’ হতে।

এই বক্তব্য হতে ইহা সুস্পষ্টভাবে বোধগম্য যে, বিনয়, সুত্ত, অভিধর্ম এই তিনটি খণ্ডে বিভক্ত বিশাল ত্রিপিটক সাহিত্যে জন্য দাতা মূলত ‘সুত্তপিটক’ ভুক্ত পাঁচটি নিকায় গ্রন্থ—সেই পাঁচটি নিকায়গ্রন্থ হচ্ছে— ১, দীর্ঘ নিকায়, ২. মধ্যম নিকায়, ৩. সংযুক্ত নিকায়, ৪. অঙ্গুত্তর নিকায় এবং ৫. ক্ষুদ্র নিকায়

অতঃপর বলা হলো—

“অঙ্গতো চ নববিধং, ধম্মক্খঙ্কগণনতো।

চতুরাসীতি সহস্‌স, ধম্মক্খঙ্ক পভেদনন্তি ॥”

অর্থাৎ এই পিটক অঙ্গ হিসেবে শ্রেণী বিন্যাস করতে গিয়ে নয়টি অঙ্গে বিভক্ত হয়েছে। সেই নয়টি অঙ্গ যথাক্রমে—১. সুত্ত, ২. গেয়্য, ৩. ব্যাকরণ, ৪. গাথা, ৫. উদান, ৬. ইতিবুত্তক, ৭. জাতক, ৮. অদ্ভুতধম্ম, এবং ৯. বেদল্য।

আর ধর্ম-স্কন্ধ গণনায় ইহারা হয়ে থাকে চুরাশী হাজার ধর্মস্কন্ধ কীভাবে? বলা হয়েছে—এই চুরাশিহাজার ধর্মস্কন্ধের বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান

এখানে সম্ভব নহে বিধায় অতি সংক্ষেপে প্রণালী বশে তার প্রকাশ এভাবে করতে হলো—

একবথু-এক ধর্মস্বাক্ষ, এক নিদান-এক ধর্মস্বাক্ষ, এক প্রশ্ন এক ধর্ম-স্বাক্ষ, এক-প্রশ্নোত্তর একধর্ম স্বাক্ষ। এই প্রণালীতে ত্রিপিটক বিধৃত সমগ্র বুদ্ধবচনকে গণনা করলে তার সংখ্যা দাঁড়াবে চুরাশিহাজার।

‘পারাজিকা অট্ঠকথা’ গ্রন্থের বাহির নিদান বর্ণনা পর্বেও অনুরূপভাবে সমগ্র ত্রিপিটকের শ্রেণী-বিন্যাস দেখা যায়।

‘চুল গ্রন্থ বংস’ গ্রন্থে উপরোক্ত ‘পিটকত্তয় বংস দীপকো’ পরিচ্ছেদ সমাপ্তির পরে উল্লেখ করা হয়েছে। ‘গ্রন্থকারক আচার্য দীপকো পরিচ্ছেদো’ অর্থাৎ সমগ্র বুদ্ধবচনকারী সেই ত্রিপিটক গ্রন্থ কীভাবে ধারণ করা হলো, সেই প্রসঙ্গে আলোচনা। এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলা হলো—তিন প্রকার আচার্য তথা শিক্ষক দ্বারা এই বুদ্ধবাণী ধারণ করা হয়েছে। তাঁরা হচ্ছেন—১. প্রাচীন আচার্য, ২. অর্থকথা আচার্য এবং ৩. গ্রন্থকারক আচার্য।

প্রাচীন আচার্য বলতে কাদেরকে বুঝায়? বলা হয়েছে—‘প্রথম সঙ্গায়নের ৫০০ ক্ষীণাসব ধর্ম-সংগ্রাহকগণ, দ্বিতীয় সঙ্গায়নের ৭০০ ক্ষীণাসব ধর্ম-সংগ্রাহকগণ, তৃতীয় সঙ্গায়নের একহাজার ক্ষীণাসব ধর্ম-সংগ্রাহকগণসহ মহাকাচয়ন প্রমুখ দুইহাজার দুইশত অবশিষ্ট আচার্যকে প্রাচীন আচার্যরূপে গণ্য করা হয়। এ সকল প্রাচীন আচার্যগণকে আবার অর্থকথা আচার্যরূপেও গণ্য করা হয়ে থাকে।

গ্রন্থকারক আচার্য বলতে কাদেরকে বুঝায়? বলা হয়েছে—মহাঅর্থকথিক প্রভেদে অনেক আচার্যকে গ্রন্থকারক আচার্য নামে অভিহিত করা হয়।

এভাবে মহাকাচয়ন প্রমুখ কোন আচার্য কর্তৃক কোন্ কোন্ গ্রন্থ রচিত হয়েছে—সে বিষয়ে নাতিদীর্ঘ বর্ণনা অতি-সুশৃঙ্খলভাবে অত্র ‘চুল গ্রন্থ বংস’ গ্রন্থে বর্ণনা উপস্থাপন করা হয়েছে। ফলে সমগ্র ত্রিপিটক ধর্ম গ্রন্থের পরিচয়সহ তৎ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় গ্রন্থসমূহের নাম ও ইহাদের রচয়িতাগণের নাম-পরিচয় পেতে হলে অত্র ‘চুল গ্রন্থ বংস’ তথা ক্ষুদ্র গ্রন্থ বংশ পরিচিতি নামক গ্রন্থটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ বলতে হবে।

আয়ুস্মান সম্বোধি ভিক্ষু এই গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ করে বঙ্গ-ভাষী পাঠকগণকে বুদ্ধবাণীর ধারক বিশাল ত্রিপিটক সাহিত্যের পরিচয় তুলে ধরার ক্ষেত্রে—‘বিন্দুর মাঝে সিঞ্চু’ প্রদর্শন তুল্য এক অনবদ্য দায়িত্ব পালন করলেন। তাই তাঁর এই মহতী প্রয়াসকে জানাই আন্তরিক সাধুবাদ। তার অদম্য উৎসাহ ইতিমধ্যে আমাদেরকে বেশ কয়টি পালি পিটকীয় গ্রন্থের অনুবাদ সে আমাদেরকে দিতে সক্ষম হলো। তাই সে আমাদের ধন্যবাদার্থ। আশাকরি ভবিষ্যতে কেনো সুপণ্ডিত-দক্ষ অনুবাদক তার মতো অনুবাদকের এ সকল অনুবাদকে আশ্রয় করে আরো উন্নতমানের সংস্করণ তৈরীতে যদি অবতীর্ণ হন, তখন সেই অনুবাদককে বর্তমান অনুবাদকের কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করতে হবে।

পরিশেষে আমি আয়ুস্মান সম্বোধিসহ অপরাপর তরুণ অনুবাদকগণকে আবারো আকুল আবেদন জানাবো তারা যেন সংঘবদ্ধ দায়িত্ব নিয়ে প্রথমে একটি গ্রন্থের পরিচ্ছেদ ভাগ অনুযায়ী অনুবাদের দায়িত্ব নিয়ে, আনুবাদ শেষে একে অন্যের অনুবাদ অংশটি পুনঃপুন মূলের সাথে মিলায়ে দেখে শুদ্ধিকর্ম সম্পাদন করুক। এমনটি হলেনই অনুবাদের বিরক্তিকর এক ঘেঁয়েমিতা জনিত অবসাদ মুক্ত হওয়া যেমন সহজ হবে, সেই সাথে সমগ্র অনুবাদটি হয়ে উঠবে মূলের সাথে বিশ্বস্ত এবং ঝর-ঝরে।

আমি নিজে এই সহযোগিতা না, পাওয়ার কারণে আমার অনুবাদের যাবতীয় ত্রুটির জন্যে বিজ্ঞ পাঠকের নিকটে ক্ষমা প্রার্থী। পবিত্র সুমহান বুদ্ধবাণী বঙ্গভাষীদের তুলে ধরার ক্ষেত্রে অনুবাদকগণ নিঃসঙ্গতার এই অভিশাপ হতে দ্রুত মুক্তি লাভ করুন—এই কামনায়, বর্তমান লেখার এখানেই ইতি টানছি—

ভবতু সর্ব মঙ্গলম!

২৫৫৬ বুদ্ধবর্ষের

পৌষ পূর্ণিমা

১৩, পৌষ, ১৪১৯ বাংলা

২৭, ডিসেম্বর ২০১২ খৃ:

প্রজ্ঞাবংশ ভিক্ষু

অধ্যক্ষ : সুপ্রাচীন বৌদ্ধতীর্থ

রাং-উ রাংকুট, রাজারকুল,

রামু, কক্সবাজার।

মুখবন্ধ

একবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক মনের ছোঁয়াই অনেক পরিবর্তন ঘটছে দেশ, সমাজ এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থার। এভাবে ধর্মীয়ভাবে মানুষের মন-মানসিকতারও পরিবর্তন ঘটে চলছে। জড়বাদী বৈজ্ঞানিকতার কারণে মানুষের যে কোনো ভোগ্যবস্তু সহজলভ্য হয়ে পড়েছে। একদিকে ভোগ্যবস্তু ভোগ করার জন্য নানা ধরণের অকুশল কর্মে মানুষ লিপ্ত হচ্ছে। এই ভোগের জন্য তাঁদের মন চিত্ত স্থির নেই। চাঞ্চল্য মন দমনের কোন চেষ্টাই চলছে না। অনেকে কীভাবে চাঞ্চল্য মন দমিত হবে সেটাও আবার জানেন না। তারা বৈজ্ঞানিক যান্ত্রিকতায় জীবন উৎসর্গ করে দিয়ে একসময় জীবনলীলা সংবরণ করেন। জ্ঞানবান মাত্রেই সেই ভোগ, মোহ, তৃষ্ণায় লিপ্ত না হয়ে প্রকৃত দুঃখ মুক্তির অনুসন্ধান করেন।

আমি ‘রসবাহিনী’ বইটি অনুবাদ করার সময় তখন সেই পালি রসবাহিনীতে ‘মহাবংশ’ গ্রন্থটিতে ‘বিস্তারিত বর্ণনা’ উপমাটি দেওয়া হলো। তখন মহাবংশ বইটি অধ্যয়ন করলাম। সেখানে গ্রন্থবংশের একটা তালিকা দেখলাম। যেমন- মহাবংশ, শাসনবংশ, চুল্লগ্রন্থবংশ। এভাবে সব বংশ জাতীয় গ্রন্থসমূহ একসাথে লিপিবদ্ধ হলো দেখলাম। এর মধ্যে মহাবংশ পুস্তকটি অনুবাদ করেছেন ড. শুভ্রা বড়ুয়া এবং সাধন কমল চৌধুরী। শাসনবংশ অনুবাদ করেছেন বহু গ্রন্থের প্রণেতা পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির। তখন আমি ‘বনভন্তের বিশ্রামাগার কুটিরে নিচে লাইব্রেরিতে গিয়ে কম্পিউটার থেকে ষষ্ঠ সঙ্গায়নের Softwar টি খুলে অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে বংশ জাতীয় অধ্যায়ে প্রবেশ করে চুল্ল গ্রন্থ বংশ বইটি দেখলাম। দেখে সেই পালি সংস্করণ বইটিতে চোখ বুলালাম। দেখলাম যে, গ্রন্থটি ক্ষুদ্র হলেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে নিহিত রয়েছে। তাই এই পালি বই নিয়ে গিয়ে খাগড়াছড়ি জেলার গড়গয়াছড়ি ক্ষান্তিপুর্ন বনবিহারে বর্ষাবাস অবস্থানকালে বঙ্গানুবাদের কাজ আরম্ভ করি।

আলোচ্য গ্রন্থের নাম ‘চুল্ল গ্রন্থ বংশ’ অর্থাৎ ‘ক্ষুদ্র গ্রন্থ বংশ’টি পালি ভাষায় রচনা করেছেন আচার্য নন্দ প্রজ্ঞা। ত্রিপিটক গ্রন্থ এবং বুদ্ধ ধর্মের ইতিহাস জানার জন্য এখানে শাসন বংশ গ্রন্থ হতে কিছু বিষয় পর্যালোচনা করা হলো।

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংগীতির বিবরণ এবং মোঙ্গলিপুত্র তিস্‌সের অধিনায়কত্বে নয় স্থানে ধর্মদূত প্রেরণের কথা বিনয় পিটক, অর্থকথা, মহাবংস, দ্বীপবংশ প্রভৃতিকে অনুসরণ করে লিখা হয়েছে। গ্রন্থকার মহাশয় নয়স্থানের মধ্যে সুবর্ণভূমি, যোনকলোক, বনবাসী, অপরাস্ত, মহিংসক মণ্ডল ও মহারাষ্ট্র প্রভৃতি ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত ও প্রতিবেশীরূপে কল্পনা করেছেন।

বুদ্ধের পরিনির্বাণের ২৩৫ বৎসর পর সম্রাট অশোকের সহায়তায় শ্রদ্ধেয় মোঙ্গলি পুত্রতিস্‌স মহাথের প্রেরিত ধর্মদূত সোণ, উত্তর প্রমুখ থেরগণই ঐ রাজ্যে ভারতীয় ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন। তখন এই দেশের নাম ছিল সুবর্ণভূমি। তার রাজধানীর নাম ছিল সুধর্মপুর বা সন্ধর্মপুর। শ্যামের অধিবাসীরা দাবী করেন যে, ব্যাংককের পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণে যেখানে ‘নগোর পথোম’ শহর ও চৈত্য বিদ্যমান তাই সুবর্ণভূমির রাজধানী। পালি ও প্রাকৃত ভাষায় এটি প্রথম নগর যাতে ভারতীয়েরা সর্বপ্রথম উপনিবিষ্ট হয়েছিলেন।

তৃতীয় সংগীতির পর পালি ভাষায় বুদ্ধধর্ম নানাস্থানে প্রচারিত হয়েছিল। তখন যে-সকল সম্প্রদায় উপেক্ষিত হলেন তাঁরা নিরুৎসাহ হলেন না। তাঁরা সংহতভাবে শক্তি সংগঠন করতে লাগলেন। সম্রাট কণিক্কের সময় পালি ভাষার বৌদ্ধ সাহিত্য সংস্কৃত ভাষায় পরিবর্তিত হলো।

পালি ভাষার বৌদ্ধ সাহিত্যের নাম হলো থেরবাদ। থের শব্দের অর্থ স্থবির, প্রাচীন (Elder)। সুতরাং থেরবাদ প্রাচীন বৌদ্ধমত। আর সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্যের নাম হলো সর্বাঙ্গিবাদ; এটি আধুনিক বা নবীন বৌদ্ধমত। খ্রিষ্টধর্মের রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্টদের সাথে তাদের তুলনা চলে; যদিও বৌদ্ধদের মধ্যে তদ্রূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না। থেরবাদীরা রক্ষণশীল আর নবীনরা হলেন উদার। বৌদ্ধসাহিত্য ছন্দসেবা সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তর সম্বন্ধে রক্ষণশীল বিনয়ে আপত্তি থাকলেও শেষ পর্যন্ত প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদার সময় ত্রিশরণ ও কর্মবাক্য আবৃত্তি নিগ্রহীত ও ম-কারান্ত হিসেবে উভয় ভাষায় উচ্চারণের বৈধতা স্বীকৃত হয়েছিল।

সিংহল, ব্রহ্ম ও শ্যামে প্রচলিত পালি ভাষার বৌদ্ধমতকে কেউ কেউ ‘হীনযান’ বলেন, চীন, জাপান, তিব্বত প্রভৃতি দেশে প্রচলিত সংস্কৃত বৌদ্ধমতকে ‘মহাযান’ আখ্যা দেন। মনীষী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়

বলেন : “আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে যতদূর বুঝতে পেরেছি, আমার মনে হয় নামকরণ উল্টা হয়েছে। বুদ্ধোপদিষ্ট মূল ধর্মের আভাস যদি কোথাও থাকে তা পালি শাস্ত্রেই থাকা সম্ভব, আর হীনযান মত যদি সেই শাস্ত্র সম্মত হয়, তা হলে ঐ মতটি আদিম ধর্মের অনুযায়ী হওয়া সম্ভব। এরই নাম মহাযান হওয়া সম্ভব বোধ হয়।” (বৌদ্ধধর্ম, ১৫৯পৃ.)

সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্যে বহু মৌলিক গ্রন্থ রচিত হয়। ফলে তা সৌত্রান্তিক, বৈভষিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক সম্প্রদায়ে বিভক্ত হলো। মাধবাচার্যের সর্ব দর্শন সংগ্রহ বৌদ্ধদের এই চারি মত সংগৃহীত হয়েছে। সম্ভবত পালি সাহিত্যে তখন ভারতে সুলভ ছিল না। পরবর্তীকালে এই চতুর্বিধ বৌদ্ধ মত স্বদেশে এবং থেরবাদ অধ্যুষিত বহু বিদেশে প্রচারিত হলো।

খ্রিষ্টীয় ৩য়, ৪র্থ শতাব্দে যোগাচার ও মাধ্যমিক সম্প্রদায় সম্মিলিত হয়ে ‘মহাযান’ নাম গ্রহণ করলেন এবং অপর সম্প্রদায়দ্বয়কে নাম দিলেন ‘হীনযান’। মহাযানীরা সম্যকসম্বুদ্ধ হয়ে আত্ম-পর মুক্তির প্রচেষ্টা করতেন। আর হীনযানীরা শ্রাবকবুদ্ধ হয়ে আত্মমুক্তির প্রয়াসেই সন্তুষ্ট থাকতেন। তাই তাঁদের মতভেদের কারণরূপে বলা হয়। বস্তুত যাদের ‘হীনযান’ বলা হয় তাঁরা তা স্বীকার করেন কি না, কোনো প্রমাণ নেই। থেরবাদ এই উভয় যানের আদিম অবস্থা এবং উভয় মতের মূল উৎস তথায় দেখা যায়।

খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত মহাযান দার্শনিক চিন্তাধারা উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেছিল। কালক্রমে তার অধঃপতন ঘটে। তন্ত্রযান, মন্ত্রযান, কালচক্রযান, সহজযান প্রভৃতিতে পরিণত হয়ে উক্ত চার সম্প্রদায় স্বাতন্ত্র্য হারাণ এবং মূল ধর্ম হতে বহুদূরে সরে পড়ল। এই সকল মতও রাজাদের সহায়তায় সর্বত্র প্রচারিত হলো। এক সময় বঙ্গদেশ হতে জাভা, সুমাত্রা, কাষোড়িয়া, শ্যাম ও ব্রহ্মদেশে তা প্রচারিত হলো। উত্তর ব্রহ্মের অরিমর্দন, শ্রীক্ষেত্র প্রভৃতি নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। তখন হতে এই নগর সমৃদ্ধ হতে থাকে। বহু চৈত্য ও বিহার তার শোভা বৃদ্ধি করেছে। ৯৩০ অব্দে নির্মিত আনন্দ চৈত্যের দেয়ালে দশ অবতারের চিত্র অঙ্কিত আছে। তাদের নবম স্থানে গৌতম বুদ্ধ। অবতারবাদ বাংলাদেশেই প্রথম প্রচলিত হয়।

রাজা অনুরুদ্ধ বা অনিরুদ্ধ একাদশ শতাব্দের মধ্যভাগে (১০৪৪-৭৭খ্রি.) অরিমর্দনপুরের সিংহাসন লাভ করেন। তখন এটি উন্নত সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ছিল। এই সময়ের সংস্কৃত ভাষায় কিছু শিলালিপি তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে।

তন্মধ্যে দ্বিবিধ এরূপ :

(১) “যে ধর্মা হেতু প্রভবা হেতুং তেয়াং তথাগতোহ্যবদত্,
তেয়াংচ যো নিরোধো এবং বাদী শ্রী অনিরুদ্ধ দেব।”

(২) “ওম্ দেয়ধর্মাং সচ্চদান পতিমহার্ অনিরুদ্ধ দেবস্য।”

তথাকার অব্যেদান ও কুব্যোবিক বিহারে দেওয়ালে অঙ্কিত অধিকাংশ চিত্রাবলী থেরবাদ ও বজ্রবাদ সম্প্রদায়ের জাতক ও দেবদেবীর চিত্র; তাতে অবলোকিতেশ্বর, মঞ্জুশ্রী, তারা, মৈত্রেয়, হয়গ্রীব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, গণেশ প্রভৃতি দেবদেবীর চিত্র দেখা যায়। এতে কেউ কেউ মনে করেন যে, অরিমর্দন নগরে হিন্দু ধর্মাবলম্বীও ছিলেন। বস্তুত সেই তান্ত্রিক যুগে হিন্দু, বৌদ্ধ একাকারই হয়েছিল। ফলে বৌদ্ধদের ন্যায় হিন্দুদের মধ্যেও কালী, দুর্গা, শিব প্রভৃতি অবৈদিক দেবতার পূজার্চনা প্রবর্তিত হলো। আসামের কামরূপের পার্শ্বে হাজোতে হয়গ্রীবমূর্তি আছে, তিব্বতের বৌদ্ধেরা তার পূজা করেন। চট্টগ্রামের দেবাং পাহাড়ে অষ্টম শতাব্দীর গণেশ মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছিল, তা মহাযানী বৌদ্ধেরা পূজা করতেন। তখন হয়গ্রীব, হস্তীগ্রীব প্রভৃতির ন্যায় অনেক দেবতা বৌদ্ধদের পূজালাভ করতেন। “করুণ ব্যূহের দ্বিতীয় অংশে দেখা যায়, বোধিসত্ত্ব শিব ও উমাকে ষড়াক্ষরী বিদ্যাদান করছেন এবং মন্ত্র দিতেছেন :

“ওম্ মনিপদ্মে হ্রম্, শূলে শূলে শূণ্যে স্বাহা।”

“তাহাদের মতে আদি বুদ্ধ ছিলেন স্বয়ম্ভু।”

(The Indian Historical quarterly. Vol.XXV No.4)

নেপালে স্বয়ম্ভুনাথ বুদ্ধ ও পশুপতিনাথ শিব সম্বন্ধে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। তথাকার ভক্তপুরে একই মন্দিরে বুদ্ধ ও শিব পাশাপাশি ভক্তদের শ্রদ্ধার্ঘ্য গ্রহণ করছেন। চট্টগ্রামের চাকমা রাজাদের কালীমন্দির ও শিব পূজা দেখে কেউ কেউ তাঁহাদের অবৌদ্ধ মনে করতেন। বস্তুত থেরবাদ ধর্মমত গ্রহণের পূর্বে বাংলার সকল বৌদ্ধরা নানা দেবদেবী পূজায়

অভ্যস্থ ছিলেন। এই তান্ত্রিক মত বাংলা ও আসামের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রসারিত হয়। তান্ত্রিক হেবজের উদ্যোগে বাংলাদেশ হতে জাভা, কম্বোডিয়া পর্যন্ত ঐ মত প্রচারিত হয়েছিল।

খ্রিষ্টীয় অষ্টম, নবম শতাব্দীতে মহাযান মত সিংহলেও পরিদৃষ্ট হয়। তথায় কয়েকখানা তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। তন্মধ্যে একটা এরূপ : “ওম্ তারে ওম্ তুতারে তুরে স্বহা।” কিন্তু তথায় এই মত বেশি দিন স্থায়ী হয় নি। পূর্ববঙ্গের বৌদ্ধদের প্রাচীন বিবাহমন্ত্রে তারা দেবীর উল্লেখ দেখা যায়, “ওম্ তারা মহাতারা পূর্ব তারা.....তারা ত্রিংশ বরে স্বহা।” অধুনা থেরবাদের প্রভাবে তা পরিবর্তিত ও পালি ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে।

বাংলার বৌদ্ধদের মধ্যে প্রাচীনকাল হতে এক স্মরণীয় মন্ত্র চলে আসছে “বুদ্ধো বোধ্যেয়ং, মুক্তো মোচেয়ং, তীন্নো তারেয়ং” অর্থাৎ আমি বুদ্ধ হয়ে পরকে প্রবুদ্ধ করব, মুক্ত করব এবং উত্তীর্ণ হয়ে পরকে ত্রাণ করব। তা মহাযানদের আচার্যগণকে ব্রহ্মদেশে ‘আরি’ বা আৰ্য এবং পূর্ববঙ্গে রাউরী বা পূজারি বলা হতো। অরিমদন নগরে তাঁরা সংখ্যায় অনেক ছিলেন। তাদের ধর্মমত তন্ত্র ও বজ্রযান মিশ্রিত। থেরবাদীরা তাঁদের নাম দিয়েছেন ‘শ্রমণকুন্তক’ অর্থাৎ কৃত্রিম শ্রমণ। শ্রমণকুন্তকের ভার্যার প্রসঙ্গে মনে হয় তাঁদের কেউ কেউ ভোগী লামা ছিলেন। এরূপ বিবাহিত ধর্মগুরু নেপাল, ভুটান, সিকিম, কোরিয়া, জাপান প্রভৃতি মহাযান অধ্যুষিত দেশে বর্তমানেও দেখা যায়। পক্ষান্তরে ব্রহ্মচারী হয়তো অনেক ছিলেন। এই সময় বজ্রযানের অনাচার সংশোধনের নিমিত্ত বাংলার অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞান তিব্বতে গমন করেছিলেন। তদ্রূপ ব্রহ্মদেশের অরিমদন নগরে সম্ভবত এই মতের অধঃপতন ঘটেছিল।

রাজা অনিরুদ্ধের রাজত্বের প্রথম ভাগে সুধর্মপুর হতে ভদন্ত অরহন্ত থের অরিমদন নগরে আগমন করেন। তিনি তন্ত্রযান ও বজ্রযানের অসারতা প্রমাণ করলেন। রাজা সন্তুষ্ট হয়ে বুদ্ধের প্রকৃত ধর্ম কোথায় পাওয়া যাইবে তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করলেন। রাজা মনোহারি দূতকে বুদ্ধের ধাতু, ধর্মগ্রন্থ ও ভিক্ষুসংঘ দিলেন না, বরং অরিমদন নগরের লোকদের আচরণে নিন্দা করলেন। তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে রাজা অনিরুদ্ধ ১০৫৭ সালে সুধর্মপুর অভিযান করে রাজা মনোহারিকে বন্দী করে আনলেন। সেই সঙ্গে

বত্রিশ হাতির উপর সজ্জিত করে সর্বজ্ঞের ধাতু, ত্রিপিটক গ্রন্থরাজি ও শীলবান ভিক্ষুদেরকে নিয়ে আসলেন। ত্রিরত্নের পূর্ণতা সাধিত হওয়ায় সৌর্য-বীর্যের দ্যোতক অরিমন্দন নগরের নাম রাখা হল ‘পুন্নগাম’, পরে উচ্চারণ ভেদে তা পুগাং (Pugan), পাগানে পরিণত হল।

রাজা অনিরুদ্ধ প্রজাদের সাথে থেরবাদ ধর্ম গ্রহণ করলেন। যুদ্ধজয় করে পরাজিতের ধর্মমত গ্রহণের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। এক ফরাসী পণ্ডিত এ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন : “যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয়ী ব্রহ্মরাজ বুদ্ধির ক্ষেত্রে পরাজিত হলেন।”

রাজা অনিরুদ্ধ সিংহল হতে ত্রিপিটক গ্রন্থ এনে থাটনের ত্রিপিটকের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পুস্তকালয়ে স্থাপন করলেন। তাঁর সুদৃঢ় সংগঠন প্রয়াসের ফলে থেরবাদ সমগ্র উত্তর ব্রহ্ম, শ্যাম, কম্বোডিয়ায় বিদ্যুদ্বিগ্ধে প্রচারিত হলো। এই সময় আরাকানেও থেরবাদ প্রতিষ্ঠিত হলো।

চোল, পাণ্ডু রাজাদের আক্রমণে শতাব্দীকাল হতে সিংহলে বুদ্ধধর্ম লুপ্ত প্রায়। তখন মহামহিন্দ থের প্রভব আচার্য পরম্পরা বিচিহ্ন ও ভিক্ষুণী সংঘ অন্তর্হিত হয়।

রাজা বিজয় বাহু ১০৫৭ অব্দে এদেরকে দমন করে পুলস্তিপু্রে রাজধানী স্থাপন করেন। তখন সিংহলে উপসম্পদার গণপূরক (quorum) ভিক্ষুর অভাব হওয়ায় তিনি রাজা অনিরুদ্ধের নিকট দূত প্রেরণ করলেন এবং আরাকান হতে ভিক্ষুসংঘ এনে সিংহলে নূতন সংঘ প্রতিষ্ঠা করলেন। অনুরাধাপুরের জীর্ণ বিহারগুলি সংস্কার করে নবীন মহাবিহার বংশ প্রতিষ্ঠা করলেন।

ব্রহ্মদেশের ইতিহাস পাঠে জানা যায় রাজা অনিরুদ্ধ পূর্ববঙ্গের পাটিকেরা পর্যন্ত স্থায়ী রাজ্য বিস্তার করেন। এবং তীর্থ ভ্রমণ উপলক্ষে তিনি চট্টগ্রাম আগমন করেন। এই সময় বঙ্গদেশের সাথে পার্শ্ববর্তী ব্রহ্মদেশের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বৈবাহিক সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল।

রাজা অনিরুদ্ধ সর্বজ্ঞের ধাতু প্রতিষ্ঠা করে ‘সেজিগোন’ মহাচৈত্য নির্মাণ করেন। ধাতু নিধানের দরুন তার খ্যাতি সর্বত্র বিস্তৃত হয়। চৈত্যর চতুর্পার্শ্বে তেত্রিশ দেবমন্দির আছে। তাদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে রাজা বলেন : “যদি লোকেরা সন্ধর্মের নিমিত্তে না আসে তবে তাদের

পুরাতন দেবতাদের নিমিত্ত আসুক, এই প্রকারে তারা ধীরে ধীরে সত্য পথে উপনীত হবে।”

ব্রহ্মের রাজধানী পাগানে ধর্মীয় শিক্ষার নিমিত্ত অতঃপর সংস্কৃতির পরিবর্তে পালি ভাষা প্রবর্তিত হলো। ভদন্ত অরহন্ত থের সংঘরাজ পদে বৃত্ত হলেন। তাঁর ধর্মীয় নেতৃত্বে পরবর্তী রাজারাও থেরবাদের উন্নতি সাধন করেন।

অরহন্ত থেরের পর সংঘরাজ পছন, উত্তরাজীব সদ্ধর্মের উন্নতি সাধন করলেন। উত্তরাজীব থের শ্রামণের ছপদকে সঙ্গে লইয়া সিংহলে ভ্রমণে গিয়েছিলেন। তিনি ফিরে এলেন। কিন্তু ছপদ তথায় শিক্ষা ও উপসম্পদা লাভ করে দশ বৎসর পরে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর সঙ্গে এলেন বঙ্গদেশের তাম্রলিপ্তের সীবলী থের ও লঙ্কার রাহুল থের। তাঁরা সকলেই বিদ্বান, চরিত্রবান, ধর্মানুকূল জীবনযাপন করায় জনসাধারণ তাঁদের জীবদ্দশায় ব্রহ্মদেশে সিংহল-সংঘ প্রতিষ্ঠিত হলো।

অনিরুদ্ধ উত্তরাধিকারী রাজা কেন্জিথা (১০৮৪-১১১২খ্রি.) পিতার ন্যায় ভক্তিমান পুরুষ ছিলেন। তিনি স্বৈজীগন চৈত্য ও আনন্দ বিহার সম্পন্ন করলেন। অবৈদান ও কুবোবিক চৈত্য নির্মাণ করলেন। বুদ্ধগয়ার মন্দির সংস্কার সাধন করলেন। তৎপর রাজা অলংসিথু (১১১২-৬৭খ্রি.) নরপতি সিথু, চম্বা, (১২৩৪-৫০) প্রভৃতির সহায়তায় ব্রহ্মের সর্বদিকে উন্নতি হলো। চম্বা ধর্ম প্রয়াণ রাজা ছিলেন। প্রবাদ আছে, তিনি সমগ্র ত্রিপিটক অর্থকথা, টীকাসহ নয়বার অধ্যয়ন করেছেন। তিনি ভিক্ষুদের ধর্ম শিক্ষা দিতেন। অন্তপুরবাসী মহিলাদের শিক্ষার নিমিত্ত তিনি পালিভাষায় ‘পরমার্থবিন্দু’ ও ‘শব্দবিন্দু’ রচনা করেন। রাজা সম্মুতি, অনিরুদ্ধ ও চম্বা একই প্রবাহের অন্তর্গত বলে লোকে মনে করতেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে (১২৮৭খ্রি) সম্রাট কুবলয় খান পাগান সিংহাসন অধিকার করেন। পাগানের পতনের পর ব্রহ্মের অখণ্ডত্ব বিনষ্ট হয়। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে ব্রহ্মদেশে কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

এই সময় হংসবতীর রাজা ধর্মচেতীর (১৪৭২-৭৯) চিত্রদূত ও রামদূত অমাত্যসহ মহাসীবলী ও মোগ্গল্লান থেরের নেতৃত্বে ২২ জন ভিক্ষু লঙ্কা প্রেরণ করেন। তাঁরা তথাকার কল্যাণী নদীর ‘উদকোক্ষেপ সীমায়

‘উপসম্পদা লাভ করে ফিরে আসেন। এবং পেণ্ডেতে ‘কল্যাণী সীমা’ প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রহ্মে আবার সিংহল-সংঘ প্রতিষ্ঠিত হলো।

১৫২৭ অব্দে রাজা শ্রী হেস্‌বা আভার সিংহাসন গ্রহণ করেন। তিনি বহু চৈতের গুপ্ত সম্পদ হরণ করেন, ধর্মগ্রন্থ বিনষ্ট করেন, তৌংভলু পাহাড়ে প্রায় তিন হাজার ভিক্ষুকে ষড়যন্ত্র করে হত্যা করেন। ব্রহ্মের ইতিহাসের বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি এতবড় আঘাত আর হয়নি। ব্রহ্মের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সভ্যতায় বুদ্ধধর্ম এত দৃঢ়মূল ও বিস্তৃত ছিল যে তথাপি নষ্ট হয়নি।

রাজার অত্যাচার অসহ্য হলে এক অধিকারী তাঁকে হত্যা করে ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষা করলেন। তৎপর তংগু বংশের মহাশ্রী জেয়্যাসূর (১৪৮৬-১৫৩১) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ধর্মভীরু ছিলেন, দেশে অনেক বিহার নির্মাণ করেন। তখন হতে ব্রহ্মদেশকে কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা চলে। তাঁর পুত্র (১৫৩৯) বিনায়ুদ্ধে পেণ্ড হস্তগত করেন। তাঁর উত্তরাধিকারী বপি নৌঙ (১৫৫১-৮১) সমগ্র ব্রহ্মদেশকে একধর্ম, একসংস্কৃতি ও একসূত্রে আবদ্ধ করলেন। এমনকি সান, অযোধ্যা, কম্বোজ রাজ্যেও তিনি আধিপত্য বিস্তার করেন। সম্রাট অশোকের ন্যায় তিনি ঘোষণা করলেন যে, “আমার রাজ্যে পশুবলি নিষিদ্ধ হলো।”

শ্রী মহাসীহসূর সুধম্ম রাজার সময়ে (১৬৪৮) একাংশ ও উভয়াংশ পারুপণ সম্বন্ধে ব্রহ্মভিক্ষুদের মধ্যে এক বিবাদ আরম্ভ হয়। এই ধর্মীয় বিবাদ প্রায় শতবর্ষ পর্যন্ত চলতে থাকে। গুণাভিলঙ্কার এবং অতুল থের একাংশ পক্ষে ছিলেন। অপর পক্ষে ছিলেন বুদ্ধাঙ্কুর, কল্যাণ, মুনীন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি থেরগণ। রাজাদের পোষকতায় সময়ে এক এক পক্ষ প্রবল হয়। উভয় মতের সমর্থনে গ্রন্থাদি রচিত হলো। শেষ পর্যন্ত রাজা বোধিফার (১৭৮১-১৮১৯) সময়ে এই বিবাদ চিরতরে মীমাংসিত হয়। উভয়াংশ আবৃত করে পারুপণই বিনয়সম্মতরূপে স্বীকৃত হয় এবং রাজ্যময় রাজাদের ঘোষিত হয়।

এই দীর্ঘকালের মধ্যে এই বিবাদ অপরাণ্ড দেশে সীমাবদ্ধ থাকেনি। ব্রহ্মের সর্বত্র, শ্যাম, কম্বোজদেশে পারুপণ মতভেদ প্রসারিত হয়।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হতে প্রায় শতকে বৎসর সিংহলে বুদ্ধধর্মের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়ে। পর্তুগীজদের প্ররোচনায় রাজা ধর্মপাল

পাত্র-মিত্রসহ ইশাই ধর্ম গ্রহণ করেন। ভিক্ষুরা কোন আশ্বাস দিতে পারলেন না। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি বুদ্ধধর্ম ধ্বংস করতে প্রবৃত্ত হলেন। বিহার, চৈত্য লুণ্ঠিত হলো, গ্রন্থাগার ভস্মীভূত করল, ভিক্ষুগণ নিঃশেষ হলেন।

তঁারা উত্তরাধিকারী রাজা বিমল সিংহ শূর আরাকান হতে ভিক্ষু আনয়ন করে সংঘ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিহারাদির সংস্কার আরম্ভ করেন। কিন্তু বিধর্মীর অত্যাচার ও রাজাদের স্বৈচ্ছাচারে নিষ্পেষিত হয়ে তা স্থায়ী হতে পারেনি। ১৭৩৪ সালে রাজা শ্রী বিজয়রাজ সিংহ সিংহাসন লাভ করেন। তিনি ভিক্ষু আনয়নের নিমিত্ত শ্যামদেশে দূত প্রেরণ করলেন। দূত জাকার্তা পৌঁছলে রাজার মৃত্যু হয়। তখন তাঁর শ্যালক কীর্তিশ্রী রাজসিংহ (১৭৪৭-৭৮) সিংহলের রাজা হন। জনপ্রিয়তার নিমিত্তে তিনি বুদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। সিংহল ভিক্ষু শূন্য।

এই সময় শরনংকর শ্রামণের নামক এক মেধাবী তরুণ বৌদ্ধ সংঘের পুন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর পরামর্শানুসারে রাজা ১৭৫০ সালে শ্যামদেশে দূত প্রেরণ করেন। শ্যামের রাজা ধার্মিক (Phra Borom-kote) রাজধানী অযোধ্যাতে তাঁদের সংবর্ধনা করলেন। তথাকার সংঘরাজের নির্দেশে উপালী মহাথেরসহ দশ জন ভিক্ষু সিংহলে প্রেরিত হলেন। তাঁরা তথায় ১৭৫৬ সালে শরনংকর প্রমুখ অনেককে উপসম্প্রদা প্রদান করেন। অতঃপর শ্যামোপালী নিকায়ের প্রতিষ্ঠা হলো। শরনঙ্কর থের এই সম্প্রদায়ের সংঘরাজ নির্বাচিত হলেন।

একাংশ পারুপণ প্রথা এরূপে শ্যাম হতে সিংহলে প্রবর্তিত হলো। ব্রহ্মরাজ বোধিফার সময় যখন ঐ বিবাদ মীমাংসিত হয় তখন ব্রহ্মের ন্যায় শ্যাম, কম্বোজ ও সিংহলে উভয়াংশে পারুপণ প্রথা প্রচলিত হলো। কিন্তু সিংহলে শ্যাম নিকায়ের এক শাখা আজ পর্যন্ত একাংশের পারুপণ দৃঢ়ভাবে ধরিয়ে নিলেন।

রাজা বোধিফার সময় অষ্টাদশ শতকে সিংহলের অস্বগহবন্তে প্রমুখ ছয় জন প্রতিনিধি ব্রহ্মের রাজধানী অমরপুরে আগমন করেন। তাঁরা সংঘরাজ জ্ঞানাভিবংশ মহাস্থবিরের উপাধ্যায়ত্বে তথায় উপসম্পদা গ্রহণ করেন। দুই বৎসর ধর্ম-বিনয় অনুশীলন করে ১৮০২ সালে নূতন উপসম্পন্ন জ্ঞানবিমলতিষ্য থের প্রমুখ প্রতিনিধিগণ কয়েকজন শাসন হিতৈষী ব্রহ্ম

মহাথেরসহ সিংহলে প্রত্যাভর্তন করেন। তাঁরা যে ভিক্ষুসংঘ প্রতিষ্ঠা করলেন, তাই সিংহলের ‘অমরপুর নিকায়’।

১৮২৫ সালের সমীপবর্তী সময়ে ব্রহ্মের সুধর্ম বংশ হতে শ্যামের ‘ধর্মযুক্তিক নিকায়’ প্রতিষ্ঠিত হয়। সুপ্রাচীন ও সুপ্রচারিত মহানিকায়ের তুলনায় ক্ষুদ্র হেতু ইহা চুল নিকায় নামে পরিচিত। রাজপুত্র মংকুট তার বিশুদ্ধ আচারে প্রসন্ন হয়ে উপসম্পদা গ্রহণ করেন। তাঁর নাম রাখা হলো বজ্রজ্ঞান থের। তিনি মাতৃভাষাসহ পালি, সংস্কৃত, ফরাসী ইংরেজী ভাষায় সুশিক্ষিত। সংঘরাজ-পদে বৃত্ত হয়ে তিনি শ্যাম ও কাম্বোজ দেশের বুদ্ধশাসন সুশোভিত করেন। যথোক্ত মহানিকায় শ্যামদেশে দীর্ঘকাল প্রবর্তিত থাকলেও এর আচার্য পরম্পরা সুষ্ঠু জানা যায় না। ব্রহ্মদেশে তা মহাযানরূপে খ্যাত। শ্যামদেশের ঐতিহাসিকেরা বলেন এটি থেরবাদ ও মহাযানের সংমিশ্রণ। শ্যামে ও ব্রহ্মের শান প্রদেশে কোনো কোনো ভিক্ষু সিদ্ধ নাগার্জুনের তান্ত্রিক চিকিৎসা প্রণালীতে এখনোও খ্যাতিমান। সম্ভবত এই কারণেই ধর্মযুক্তিক নিকায়ের উৎপত্তি হয়। অবশ্য নূতনের প্রভাবে পুরাতন নিকায় অনেকাংশে সংশোধিত হয়েছে।

সোণ-উত্তর থের প্রভাব পরিশুদ্ধ আচার্য পরম্পরা নিঃসংশয়ে আজ পর্যন্ত বিদ্যমান। অপরাণ্তের ইতিবৃত্তে তা বিবৃত হয়েছে। বর্তমান জগতে এটিই একমাত্র থের তরঙ্গ, যা সম্যক সম্বুদ্ধ হতে নিরবিচ্ছিন্নভাবে চলে এসেছে।

ব্রহ্মদেশে অরহন্ত, উত্তরাজীব, ছপদ থেরদের শিষ্য পরম্পরা প্রায় আটশ বৎসর পর্যন্ত শাসনের ভার বহন করেছেন। রাজা মিন্‌ডন মিনের সময় এর সুধর্ম ও শ্বেজিং নিকায়রূপে বিভক্ত হয়। সুধর্ম বংশ সমগ্র ব্রহ্মে; শ্যাম, কাম্বোজে ধর্মযুক্তিক নামে; সিংহলে অমরপুর ও রামাওঁও নিকায় নামে প্রসারিত হয়েছে। শ্বেজিং বংশ প্রভব ‘দ্বার নিকায়’ নিন্ন ব্রহ্মে শাসন উজ্জ্বল রেখেছে। সম্প্রতি তার একটি শাখা সিংহলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১৮৩৬ সালে সিংহলের তদানীন্তন রাজধানী কেঙিনগরে শ্যামোপালী বংশের ভিক্ষুগণ অশ্বগিরি বিহারসংঘ ও পুষ্পারাম সংঘ নামে দুই ভাগে বিভক্ত হয়। তৎপর একে অপরের বিরুদ্ধে অন্তিম আপত্তির দোষারোপ করে পত্রিকাদি প্রকাশ করতে থাকেন। উভয় পক্ষের অভিযোগের বিষয় বিনয়ের সাথে তুলনা করে বেমতোট শ্রীঅর্থদর্শী মহাস্থবির শ্যাম রাজ্যের

ধর্মযুক্তিক সংঘ লঙ্কাদ্বীপে এনে শাসনশুদ্ধির সংকল্প করেন। তজ্জন্য এক আবেদন পত্র শ্যাম দেশে প্রেরিত হয়। সেই সঙ্গে হিক্কডুবে শ্রীসুমঙ্গল মহানায়ক স্থবির দোডম্ পহল শ্রীদীপংকর মহাস্থবিরকে এক পত্র দেন। এটির দুই গাথা নিম্ন রূপ :

“মন্তেস্তি এতরহি যে যতয়ো পসিদ্ধা,
সিক্খায় গারবযুতা পটিপত্তি কামা;
হুত্বান তে বহু বিধা ইধ গুঘ গুঘা,
আচিন্ন কপ্পকলুসস্স পবাহনায়।
সঙ্গম্ম তে ইধ ময়াপি চ মন্তয়ত্তি,
সঙ্গম্ম যুক্তিক নিকায়িক সুদ্ধিমেকং;
গণ্হাম নো ইতি পবন্তু কথা বসেন,
সঙ্কেপতো ইধ লিখামি হি তং পবত্তিং।

এরূপে বাদ বিবাদের বিষয়সমূহ জেনে পূর্বোক্ত শ্রীঅর্থদর্শী মহাথের এর সুশিক্ষিত শিষ্য শ্রীশরনংকর স্থবির স্বীয় উপসম্পদা সম্বন্ধে সংশংযাপন্ন ও অতিশয় উৎকর্ষিত হলেন। যার জন্য পার্থিব ভোগ-বিলাস বিসর্জন দিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করা হলো সেই বিনয়াকুল উপসম্পদা যদি জীবনে প্রতিষ্ঠিত না হলে তবে আর কৃত্রিম বেশ ধারণের প্রয়োজন কি? পক্ষান্তরে গৃহী জীবনযাপন ও তাঁর অভিপ্রেত নহে। তিনি অমরপুর নিকায়ে গিয়ে শ্রামণের হলেন। তথায় সীমা সঙ্কর সম্বন্ধে এক বিবাদ হয় যার মীমাংসার জন্য বিবাদমান উভয় পক্ষকে ব্রহ্মদেশের আশ্রয় নিতে এবং তথায় পুনঃ শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়েছিল।

আচার্য পূর্ণাচারের দেহত্যাগের পর চট্টগ্রামে উদকোক্ষেপ সীমায় কোনো শ্রদ্ধা প্রব্রজিতের উপসম্পদার সময় সীমা সঙ্কর দোষ ঘটে। ভুল ধরা পরার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ব্রহ্মদেশের মৌলমেনে গিয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করতে হয়। গম্ভীর বিনয়ে বিচক্ষণতাই শাসন শুদ্ধির সহায়।

সেই সময় বুদ্ধ শাসনের শ্রীবৃদ্ধিকামী বহু সৎপুরুষ এক সভায় সম্মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত করেন যে, মহাবিহারে ভিক্ষু পরম্পরা অবিচ্ছিন্নভাবে

আজ পর্যন্ত ব্রহ্মদেশে বিদ্যমান। সুতরাং তথায় গিয়ে উপসম্পদা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হলো। তদনুসারে শীলস্কন্ধ ও ধর্মদর্শী ভিক্ষু, ধর্মপাল ও সুমঙ্গল শ্রামণের এবং দুইজন সেবকসহ আয়ুস্মান শরনংকর আচার্যদের সন্দেশ পত্র নিয়ে ২৪০৪ বুদ্ধাব্দ আশ্বিন মাসে ব্রহ্মের উদ্দেশে জলপথে যাত্রা করলেন। তাঁরা ভারতের তদানীন্তন রাজধানী কলিকাতা নগরে কুশিনারাবাসী ভিক্ষুদের বিহারে উপনীত হলেন।

এই সময় কুশিনগর আবিষ্কৃত হয়নি। অনেকের ধারণা ছিল যে চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ পাহাড়ই কুশিনগর। দ্রোণ ব্রাহ্মণ তথায় সর্বজ্ঞের শারীরিক ধাতু বিভাগ করেছেন। তথাকার প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি তার সাক্ষ্য বহন করছে।

কলিকাতায় মহানগর বিহার বাঙালী বৌদ্ধদের দ্বারা এর কয়েক বছর পূর্বে নির্মিত হয়। এই বিহারের জন্য উপযুক্ত ভিক্ষুর প্রয়োজন হলে চট্টগ্রামের তদানীন্তন ভিক্ষু নেতা সূদন মহাস্থবির মহোদয় তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র চন্দ্র মোহন ভিক্ষুকে কলিকাতা প্রেরণ করেন। তিনি এই বিহারে অবস্থান করে বিদ্যানুশীলন করতেন। তখন মি. পাল নামক এক ইংরেজ অফিসার কলম্বো হতে বদলী হয়ে কলিকাতা আসেন। তিনি বৌদ্ধধর্মে অনুরাগী ও পণ্ডিত ছিলেন। শ্রদ্ধেয় চন্দ্র মোহন তাঁর নিকট ধর্ম-বিনয় অধ্যয়ন করতেন। একদিন তিনি প্রাতিমোক্ষে দেখতে পেলেন—“যদি কোন ভিক্ষু জ্ঞাতসারে বিংশতি বৎসরের কম বয়স্ক লোককে উপসম্পদা প্রদান করে, তবে সেই উপসম্পদা কর্মে-গণ-পূরক ভিক্ষুদের ‘দুকুট’ আপত্তি ও উপাধ্যায়ের ‘পাচিভিয়’ আপত্তি হয়।”

(প্রাতিমোক্ষ ৬৫ম শিক্ষাপদ)।

উক্ত বিষয় অবগত হয়ে তিনি সাহেবকে জানালেন যে, ১৭ বৎসর বয়সে তাঁর উপসম্পদা হয়েছে। পিতৃব্য সূদন মহাস্থবিরের নিকট ভিক্ষুর প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি শিক্ষা করলে তাঁকে সমারোহে উপসম্পদা দেয়া হয়। তখন এদেশে উপসম্পদার বয়সের বিচার করা হতো না। সাহেবের আলোচনায় তিনি বুঝতে পারলেন যে সত্যই তিনি উপসম্পন্ন নন। তিনি বিচলিত হলেন। প্রকৃত উপসম্পদা লাভের মানসে তিনি স্বদেশ হয়ে আরাকান যাত্রা করলেন। যথাসময় তিনি তথাকার প্রাদেশিক ‘সংঘরাজ’ শ্রীমৎ সারমিত্র মহাস্থবিরের বিহারে উপনীত হলেন। সংঘরাজের নিকট

তিনি বাংলার ভিক্ষুসংঘ কর্তৃক তথায় তিনি নূতন উপসম্পদা লাভ করলেন। তখন তাঁর বয়স ২৪ বৎসর। (১৮৬০খ্রি.) কয়েক মাস পর কলিকাতার পথে স্বদেশে উপনীত হলে তিনি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন। তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। এতে আত্মীয়েরা মনে করলেন যে, তাঁর আর ভিক্ষুজীবন সহ্য হবে না। সুতরাং তিনি গৃহী হতে বাধ্য হলেন।

আরোগ্যলাভের পর তিনি স্বীয় পিতার নিকট কিছু কাল কবিরাজী শিক্ষা করলেন। বর্ষাশেষে পুনঃ কলিকাতা এসে তিনি চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করলেন। এই সময় কলিকাতায় সিংহলের ভিক্ষুরা এসে পৌঁছলেন। মণি কাঞ্চনের সংযোগ ঘটল। তিনি ব্যবসা ছেড়ে পবিত্র উপসম্পদার নিমিত্ত সেই ভিক্ষুদের সঙ্গী হলেন।

তৎ সম্বন্ধে ‘কথিকাবত’ এ উল্লেখ আছে যে, কুশিনারা নিবাসী ‘চন্দ্র’ নামক উপাসকসহ তাঁরা বঙ্গনগর হতে স্টিমারে যাত্রা করলেন এবং যথাসময়ে ব্রহ্মের রাজধানী মান্দালয়ে উপনীত হলেন।

“জম্বুদীপং গতা তথা কোসিনারো উপাসাকো,
চন্দমানোসি সদ্ধালু পব্বজ্জায় অপেক্খকো,
সব্বেতে একতো হত্তা মরম্মরট্ঠমুপগমুং।”

সেই সময়ে তাঁরা সমগ্র ব্রহ্ম ভিক্ষুসংঘের প্রধান, ত্রিপিটকধারী, সচ্চরিত্র, আয়ুস্মান জেয়্যধর্মাভিমুনিবর জ্ঞান কীর্তি শ্রীপ্রবর সংঘরাজ মহাথের মহোদয়ের আশ্রয়ে সংঘরাজারামে অবস্থান করেন। ধর্মরাজ মিন্ ডন মিন মহোদয় তাঁদের জন্য একজন দোভাষী ও সেবক নিযুক্ত করলেন। সেবকের মাধ্যমে রাজা বিদেশাগত ভিক্ষুগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করলেন।

আগন্তুকগণ সন্দেশপত্র ও উপহার দিয়ে সংঘরাজকে তাঁদের অভিলাষ নিবেদন করলেন। চার মাস পর ২৪০৫ বুদ্ধাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে সংঘরাজের উপাধ্যায়ত্বে ৭৬ জন মহাস্থবিরের সহযোগিতায় বিপুল সমারোহে তাঁদের ছয় জনের প্রব্রজ্যা ও অভিনব উপসম্পদা কার্য সমাধা হলো। তাঁদের নূতন নাম ও উপাধি মণ্ডিত করা হলো।

“ইন্দাসভাদিকং নামং সরনঙ্কর নামিনো,
পুন্নচারোতি পঞ্ঞত্তিং চন্দনামস্ দাপয়ে।”

পরবর্তী বর্ষাবাস পর্যন্ত তাঁরা পরিয়ত্তি, প্রতিপত্তি ও প্রতিবেদ সন্ধর্মের অনুশীলন করে পরমানন্দে তথায় অতিবাহিত করলেন। এই বৎসর আশ্বিন মাসে তাঁরা সিংহল যাত্রার অভিলাষী হলেন। ব্রহ্মদেশের ‘শাসন বংশ’ ও অভিধর্মের ‘বিধিবিম্ব’ পালি ভাষায় সঙ্কলন করে সন্দেশপত্রসহ সঙ্গে লইলেন।

“ব্রহ্ম ভাষায় লিখিতং শাসনবংশ সংযুতং,
পালিয়ারোপেত্বান সন্দেসে পিচ আদিয়া।”

তাঁরা সিংহলাভিমুখে যাত্রা করলেন। রেঙ্গুনের ইংরেজ পৌর প্রধানের সাহায্যে পেগু নগরে উপনীত হলেন। তথাকার অরণ্যবাসী শীলবান দেড়শ জন মহাস্থবিরের সম্মিলিত সভায় কল্যাণী সীমায় তাঁরা দল্হী কর্ম নামক ‘পুনঃ শিক্ষা’ গ্রহণ করলেন। তৎপর ইংরেজ কর্মচারীর রক্ষণাবেক্ষণে স্টিমার যোগে মাদ্রাজ হয়ে সিংহলে গমন করলেন। এই ছয় জন ভিক্ষু সিংহলের ভিক্ষুদের সাথে ধর্ম ও আমিষ সম্ভোগ না করে স্বতন্ত্র রহিলেন। তাঁরা সংখ্যায় পুষ্ট হয়ে ‘রামাঞ নিকায়’ নামে অভিহিত হলেন। এই নিকায় শিক্ষায়, চরিত্রে, সাধনায় ক্রমশ উন্নতির পথে অগ্রসর হলো।

গৌরবের বিষয় যে, এটির প্রথম প্রতিষ্ঠাতাগণের মধ্যে বঙ্গের সুসন্তান আচার্য পূর্ণাচার ধর্মধারী মহাথের অন্যতম। তিনি সিংহলের বিজয়ানন্দ পরিবেণে অবস্থান করে স্বনিকায়ে উন্নতি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম-বিনয়ে, পালি-সিংহলী ভাষায় প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। পাঁচ বৎসর পর তিনি স্বীয় জন্মভূমিতে ফিরে আসেন।

“রামাঞঞ বংসে আদিম্হি উপসম্পজ্জিত্বা আগতো
লঙ্কায়ং পঞ্চ বস্সানি বসিত্বা সাসনোদয়নং।
ইচ্ছন্তো সকরট্ঠস্মিং পুন্নাচারোতি বিস্সুতো,
থেরো তথ উপগত্ত্বান বহু কিচ্চমকারযি।”

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দে বাংলার বীর সন্তান বিজয় সিংহ লঙ্কা জয় করে তার সিংহল নামকরণ করেন। পঞ্চদশ শতকে পণ্ডিত রামচন্দ্র কবিভারতী সিংহলে গিয়ে ‘ভক্তি শতকম্’ রচনা করেন। তজ্জন্য তিনি ‘সম্মুদাগম চক্রবর্তী’ রাজদত্ত উপাধি লাভ করেন। তারা যেমন বাংলার গৌরব, সেই

রূপ ঊনবিংশ শতকের আচার্য পুন্যচার সিংহলের এক বিশুদ্ধ নিকায় প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম হয়ে বাংলার গৌরব বৃদ্ধি করলেন।

অষ্টম শতাব্দে চট্টগ্রামে তান্ত্রিক আচার্য সিদ্ধিপাদ জন্মগ্রহণ করেন। দশম শতকে সিদ্ধাচার্য তুল্যপাদ বা প্রজ্ঞাভদ্রের জন্ম হয়। তিনি তদানীন্তন বিদ্যাকেন্দ্র পণ্ডিত বিহারে অবস্থান করে বজ্রযান ও সহজযানের বহু গ্রন্থ এবং একটি দোহাকোষ রচনা করেন। মগধের আচার্য নরতোপ তাঁর শিষ্য। তিব্বতের লাল টুপিয়া সম্প্রদায়ের মূল উৎস চট্টগ্রাম। মহাপুরুষদের জন্ম ও সাধনাক্ষেত্র হওয়ায় চট্টগ্রাম তীর্থক্ষেত্রের গৌরব অর্জন করেছিল। পূর্বসূরিদের উত্তর সাধকরূপে তাঁদেরই শোণিত ধারায় ১৮৩৬ সালে জন্মগ্রহণ করে আচার্য পূর্ণাচার ব্রহ্মও সিংহলে খ্যাতিমান হলেন এবং স্বদেশে প্রকৃত থেরবাদ প্রতিষ্ঠা করলেন।

সংঘরাজ সারমিত্র

শ্রদ্ধেয় চন্দ্র মোহন ভিক্ষুর নিকট বঙ্গদেশের বৌদ্ধধর্ম ও ভিক্ষুসংঘের বিবরণ শুনে আরাকান প্রাদেশিক সংঘরাজ সারমিত্র মহাথের স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার উদ্দেশ্যে তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে সশিষ্যে চট্টগ্রাম আগমন করেন। শ্রদ্ধেয় রাধারাম মহাস্থবিরের সহিত চন্দ্র নাথ তীর্থে তাঁদের মিলন ঘটে। এটা ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দের ঘটনা। তথা হতে তাঁরা চক্রশালা পরিদর্শন করে মহামুনি মেলায় উপস্থিত হন।

মহামুনি পূর্ববঙ্গের প্রধান বৌদ্ধ তীর্থ। বিষুব-সংক্রান্তি উপলক্ষে তথায় দুই সপ্তাহব্যাপী মেলা বসে। এই সময় প্রত্যেক বৌদ্ধ গ্রামের লোক সম্মিলিত হয়। এতে বৌদ্ধদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ ও ধর্মোন্নতি সম্পর্কিত আলোচনা চলে। এবার সংরাজের শুভাগমনে জনগণের উৎসাহ অধিকতর বৃদ্ধি পেল। বহু সভার অধিবেশন হলো। সভার আলোচনায় জানা গেল যে, বিনয়-বিধান অনুসারে বিশ বৎসর অপূর্ণ ব্যক্তিকে উপসম্পদা দিলে তিনি ভিক্ষু হন না। সেরূপ অভিক্ষু গণপূরক, থেকে কোনো পূর্ণ বয়সকে উপসম্পদা দিলেও তাঁরও ভিক্ষুত্ব লাভ হয় না। তখন সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হলো, বাংলার ভিক্ষুরা নূতন উপসম্পদা গ্রহণ করে দেশে বিনয়সম্মত প্রকৃত ভিক্ষুসংঘ প্রতিষ্ঠা করবেন। যথাসময়ে উপসম্পদা উৎসবের আয়োজন হলো। কিন্তু কতিপয় মহাস্থবির তাঁদের

মর্যাদাহানির ভয়ে উৎসবে যোগদান করলেন না। এমনকি পথপ্রদর্শক ও দোভাষী রাধারাম মহাস্থবিরও সরে পড়লেন।

শ্রদ্ধেয় জ্ঞানালঙ্কার প্রমুখ সাত জন ভিক্ষু প্রথম দিন নূতন উপসম্পদা গ্রহণ করলেন। অতঃপর আরও অনেকে সশিষ্যে উপসম্পদা গ্রহণ করলেন। বজ্রযান ও সহজযান পাবিত পূর্ববঙ্গ কয়েক শতক (১৪৫৯-১৬৬৬) পর্যন্ত পার্শ্ববর্তী আরাকানের অধীন থাকায় থেরবাদের প্রতি আকৃষ্ট হলেও প্রকৃত উপসম্পদা এত দিনে প্রতিষ্ঠিত হলো। মহাযানদের শেষ নিদর্শন পার্বত্য চট্টগ্রামে ‘রাউরী’ শ্রেণির ধর্মগুরু এখনো বিদ্যমান। সমতলের অবস্থা হয়তো কিছুটা উন্নত ছিল। সংঘরাজ এক বৎসর মহামুনিতে অবস্থান করে ভিক্ষুদের শিক্ষা দিলেন। নব গঠিত ভিক্ষুসংঘের নাম হলো ‘সংঘরাজ নিকায়’। আচার্য সারমিত্র এই নিকায়ের প্রথম সংঘরাজ।

এভাবে বাংলাদেশে মধ্যে থেরবাদ বৌদ্ধদের নবজাগরণ সৃষ্টি করেছেন সারমেধ মহাস্থবির। এর পর হতে বাংলাদেশে মহাত্যাগবান ভিক্ষুসংঘ আবির্ভূত হওয়ার কারণে সৃষ্টি হলো ত্রিপিটক বই বঙ্গানুবাদের কাজ। সেজন্য প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির মহোদয় নিজে রেঙ্গুনে প্রেস প্রতিষ্ঠা করে বাংলা-ভাষাভাষীদের অনেক ত্রিপিটকীয় বই উপহার দিয়ে গেছেন। তাঁরও ইচ্ছা ছিল সম্পূর্ণ ত্রিপিটক বই বঙ্গাঙ্করে চাপানো। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানীদের বোমার আঘাতে সমস্ত প্রেস ধ্বংস হয়ে যায়। তার পরও বাংলা ত্রিপিটকীয় সাহিত্য তাঁর অবদান অপরিসীম।

এর পর ঊনবিংশ শতাব্দীতে বুদ্ধধর্ম নবজাগরণের অগ্রদূত পরমপূজ্য বনভন্তে প্রায় সময় বলতেন, ত্রিপিটক ছাড়া বুদ্ধের শাসন উন্নতি করা যাবে না। কিন্তু এখানে তো প্রতিরূপদেশ নেই, প্রতিরূপদেশ হলে সবকিছু পারা যেত। বৌদ্ধ সরকার, বৌদ্ধ রাজ্য সুখ হতো। যেখানে রাজা অবৌদ্ধ হলে সেখানে কিছু পারা যায় না। অপ্রতিকূল বিধায় বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হয়। যদি বৌদ্ধ সরকার হতো বুদ্ধধর্ম আরো উন্নতি করা যেতো। পুরো ত্রিপিটক সেজন্য আমি সংরক্ষণের জন্য চেষ্টা করছি। কারণ ত্রিপিটকেই বুদ্ধের উপদেশ পাওয়া যাবে। এগুলো অনুশীলন করে যদি চুপ করে থাক, তাহলে অর্হৎ হতে পারবে। ত্রিপিটক পড়ে যদি এখানে ওখানে বলাবলি কর তাহলে নির্বাণ যেতে পারবে না। তাই তোমরা পড়ে ওই অনুযায়ী

আচরণ কর। তাহলে দুঃখ হতে মুক্ত হতে পারবে। তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ ত্রিপিটক যাতে বঙ্গানুবাদ হয়। সেজন্য রাজবন বিহারে বনভন্তের অন্তর্বাসী শিষ্যগণ চেষ্টা করে অনেক পিটকীয় বই উপহার দিয়ে গেছেন। কিন্তু দুঃভাগ্যের বিষয় বিগত ৩০ জানুয়ারি শ্রদ্ধেয় বনভন্তে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন পরিনির্বাণে। তবুও তাঁর আমাদের মাঝে রেখে গেছেন তাঁর সৃষ্টিশীল কমকাণ্ড উপদেশ বাণী, যা আমরা কোনো দিন ভুলতে পারবে না।

এবার চুল্ল গ্রন্থ বংশে সঙ্গীতি সম্পর্কে আলোচনা হওয়ার প্রেক্ষিতে কোথায়, কখন কীভাবে সঙ্গীতি হয়েছিল এর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হলো।

বুদ্ধধর্মের ইতিহাসে বৌদ্ধ সঙ্গীতিসমূহ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এ সঙ্গীতিতে বৌদ্ধ পবিত্র ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটক সংকলিত হয় এবং পর্যায়ক্রমে ত্রিপিটকের পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধতা রক্ষা করা হয়। সঙ্গীতি হলো বৌদ্ধ পবিত্র ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটক সম্পর্কীয় প্রতिसম্মিদিপ্রাপ্ত অর্হৎ কিংবা অভিজ্ঞ ভিক্ষুদের সম্মেলন বা ধর্মীয় সভা। এ সভা কয়েক মাস থেকে বৎসরাধিককাল স্থায়ী হতো। ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ হতে বর্তমানকাল অবধি মোট ছয়টি মহাসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। তাদের মধ্যে প্রথম তিনটির অধিবেশন বসে ভারত, চতুর্থটি সিংহলে অর্থাৎ শ্রীলংকায় এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠ সঙ্গীতির অধিবেশন বসে বার্মায় বা বর্তমান মায়ানমারে। এ সমস্ত সঙ্গীতিতে সমস্ত ত্রিপিটক পঠিত ও সংগৃহীত হয়। তৃতীয় সঙ্গীতি পর্যন্ত স্মৃতিবিপুল অর্হৎগণ বিনা লিপিতে স্মৃতি দর্পণেই এই ত্রিপিটক বুদ্ধ-বাণী রক্ষা করেন। চতুর্থ সঙ্গীতিতে সিংহল রাজ বট্টগামনীর নির্দেশে সমগ্র ত্রিপিটক তালপত্রে লিখিত হয়। পঞ্চম সঙ্গীতিতে তৎকালীন বার্মার রাজা মিণ্ডনমিনের নির্দেশে ৭২৯ খানা মার্বেল পাথরে সমগ্র ত্রিপিটক খোদিত করা হয়। ১৯৪৫-৫৬ সালে ব্রহ্মদেশে যে ষষ্ঠ বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতির অধিবেশন বসে তাতে সমগ্র ত্রিপিটক আবৃত্তি ও টেপে রেকর্ড করা হয়। নিম্নে ছয়টি মহাসঙ্গীতির বিবরণ দেয়া হলো।

প্রথম মহাসঙ্গায়ন : বিনয় চুল্লবর্গের বিবরণ অনুসারে বলা যায়—প্রথম সঙ্গায়ন আহবান বুদ্ধধর্মে সর্বদিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এ সঙ্গায়নে ভগবান তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধের পরিনির্বাণের পরপরই বুদ্ধবাণীসমূহ প্রথম

সংগৃহীত হয়। তৎকালীন ভারতের অন্তর্গত মগধরাজ অজাতশত্রুর পৃষ্ঠপোষকতায় রাজগৃহের (বর্তমানে রাজগির) বৈভার পর্বতের সপ্তপর্ণী গুহা দ্বারে ৫৪৫ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে প্রথম সঙ্গীতির অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনের সমস্ত কার্য অর্হৎ মহাকশ্যপ স্থবিরের নেতৃত্বে সম্পন্ন হয়। উক্ত সম্মেলনে বুদ্ধের প্রধান সেবক আয়ুষ্মান আনন্দসহ পাঁচশত অর্হৎ স্থবির উপস্থিত ছিলেন। আয়ুষ্মান মহাকশ্যপ প্রশ্নকর্তা নির্বাচিত হন এবং আয়ুষ্মান আনন্দ ও উপালি যথাক্রমে ধর্ম ও বিনয় আবৃত্তির জন্য নির্বাচিত হন। যে সমস্ত বুদ্ধ-বচন মহাশ্রবির উপালি আবৃত্তি করলেন তা ‘বিনয়’ নামে অভিহিত হয় এবং যে—সমস্ত বুদ্ধবচন আনন্দ আবৃত্তি করলেন তা ‘ধর্ম’ নামে পরিভাষিত হলো। এভাবে সংগৃহীত বুদ্ধ-বাণী তখন ‘ধর্ম-বিনয়’ নামে অভিহিত হয়। এ মহাসঙ্গীতির যাবতীয় কার্য সম্পাদন করতে সাত মাস সময় অতিবাহিত হয়।

ভগবান তথাগতের পরিনির্বাণের তিন মাস পরে এরূপ একটা মহাসঙ্গীতি আহবানের প্রধান কারণ ছিল ‘সুভদ্র’ নামক এক বৃদ্ধ দুর্বিনীত ভিক্ষুর অসৌজন্যমূলক উক্তি। তিনি বুদ্ধের পরিনির্বাণে খুশী হয়ে ক্রন্দনরত ভিক্ষুদের এই বলে শান্ত করেন যে, বুদ্ধ তাঁদের নানা ব্যাপারে ‘এটা উচিত’ ‘এটা উচিত নয়’ ইত্যাদির দ্বারা সকলকে উত্ত্যক্ত করে তুলতেন। এখন সেই মহাশ্রমণের অবর্তমানে তাঁরা সুখে দিন কাটাতে পারবেন। কারণ কোনো ভিক্ষু তাঁদেরকে বিনয় সম্পর্কীয় ব্যাপারে আর উত্ত্যক্ত করতে পারবে না। এই কথা শুনে আয়ুষ্মান মহাকশ্যপ প্রমুখ শ্রদ্ধাবান ভিক্ষুরা বুদ্ধ শাসনের ভবিষ্যৎ পরিহানির বিষয় ভেবে অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে উঠেন। তাঁরা চিন্তা করলেন যে বুদ্ধের মরদেহ বর্তমান থাকতেই যদি ভিক্ষুদের মধ্যে এরূপ ধারণার সূত্রপাত হয়, তবে অচিরে বুদ্ধশাসন লুপ্ত হয়ে যাবে, তাই ধ্যানী ও প্রবীণ ভিক্ষুবৃন্দ বুদ্ধশাসনকে চিরস্থায়ী করবার মানসে সঙ্গায়নের উপযোগিতা উপলব্ধি করেন এবং রাজা অজাতশত্রুর সহায়তায় এ মহাসঙ্গীতির আয়োজন করা হয়।

দ্বিতীয় মহাসঙ্গায়ন : বিনয় চুল্লবর্গে এই দ্বিতীয় মহাসঙ্গায়নের বর্ণনা দেয়া আছে। ভগবান সম্যক সম্মুদ্রের পরিনির্বাণের একশত বৎসর পরে মগধের রাজা কালাশোকের আমলে আয়ুষ্মান যশ স্থবিরের অনুপ্রেরণায় বৈশালীর বালুকারামে দ্বিতীয় সঙ্গায়ন অনুষ্ঠিত হয়। সাতশত অর্হৎ ভিক্ষুর

অংশগ্রহণে এ সঙ্গীতি আট মাসব্যাপী স্থায়ী হয়। সঙ্গীতিকারক সমস্ত ভিক্ষুই ত্রিপিটকে পারঙ্গম ছিলেন। সেই সময় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অর্হৎ রেবত স্থবির। প্রথম সঙ্গায়নের ন্যায় ধর্মমণ্ডল প্রস্তুত করায় আয়ুত্মান মহাকশ্যপ স্থবিরের প্রণালী মতে এ সঙ্গীতিতে বুদ্ধের ধর্ম-বিনয়ের সঙ্গায়ন হয়।

সঙ্গীতি আহবানের প্রধান কারণ ছিল বৈশালীর বজ্জী পুত্রিয় ভিক্ষুরা বিনয়বহির্ভূত 'দসবখুনী' বা দশটি অধর্মবাদ প্রচলন করলে ভিক্ষুসংঘে এক ঘোরতর বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তা নিরসনের জন্যে আর এক সম্মেলন আহবানের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সেই দশবখুনী নিম্নরূপ :

১। সিঙ্গিলোন কল্প : শিংয়ের মধ্যে লবণ জমা রেখে ব্যবহার করা। ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষের ৩৮ নং পাচিত্তিয় নিয়মানুসারে ভিক্ষুদের খাদ্য-দ্রব্য জমা করে রাখা চলে না।

২। দ্ব্যঙ্গুল কল্প : দুপুর ১২টার পর সূর্যের ছায়া দুই আঙ্গুল পশ্চিমে গেলেও ভোজন করা। ৩৭ নং পাচিত্তিয় নিয়মানুসারে দিবা মধ্যাহ্নের পর ভিক্ষুরা খাদ্য গ্রহণ করতে পারেন না।

৩। গামাত্তর কল্প : ভোজনের পরও গ্রামে গিয়ে দ্বিতীয়বার আহার গ্রহণ করা। এটা প্রাতিমোক্ষের ৩৫নং পাচিত্তিয় নিয়মের ব্যতিক্রম। এরূপ করা উচিত নয়।

৪। আবাস কল্প : উপোসথাগার বা সীমাঘরের বাহিরে বিহারের অন্য কোনো স্থানে বিনয়-কর্ম সম্পাদন করা। এটা করলে 'সীমা ও আবাস' সম্পর্কীয় নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়।

৫। অনুমতি কল্প : সাময়িকভাবে কোনো নিয়ম গ্রহণ করার পরে সংঘের অনুমতি লওয়া। স্বভাবত কোনো কিছু পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করতে হলে পূর্ব থেকে সংঘের অনুমতি নিতে হয়, পরে নিলে হবে না; এর দ্বারা সংঘ নিয়ম ভঙ্গ করা হয়।

৬। আচিন্ন কল্প : চিরাচরিত নিয়ম পালন করা অর্থাৎ আচার্য কিংবা উপাধ্যায় এরকম আচরণ করেছেন, আমিও করব। এরূপ নিয়ম হলে চলবে না, ওটা ধর্ম ও বিনয়সম্মত হওয়া চাই।

৭। অমথিত কপ্প : বিকালে ঘোল ভক্ষণ করা। অর্থাৎ যে দুক্ষে দুক্ষত্ব নষ্ট হয়ে দধিত্ব প্রাপ্ত হয় নি। ৩৭ নং পাচিতিয় অনুসারে নিষিদ্ধ।

৮। জলোগিং পাতুং কপ্প : তাড়ি পান করা। প্রাতিমোক্ষের ৫১নং পাচিতিয় কোন প্রকার মাদক দ্রব্য সেবন ভিক্ষুদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

৯। অদসকং নিসীদনং কপ্প : বুলযুক্ত কম্বল ব্যবহার করা। প্রাতিমোক্ষের ৮৯নং পাচিতিয়ায় ভিক্ষুদের আস্তরণ তৈরীর নিয়মানুসারে এটা নিষিদ্ধ।

১০। জাতরূপ রজতং কপ্প : সোনা, রূপা অথবা টাকা রূপে ব্যবহৃত কোনো কিছু গ্রহণ করা। গ্রহণ করলে প্রাতিমোক্ষের ১৮নং নিস্সগিয় নিয়ম ভঙ্গ করা হয়।

উপরোক্ত দশ প্রকার নীতি বিনয়সম্মত নয় এ সিদ্ধান্ত সঙ্গীতি মণ্ডপে ঘোষণা করা হয়। এ ছাড়াও পুনরায় ধর্ম-বিনয় আবৃত্তি করা হয় এটিও পূর্বের ন্যায় সংগৃহীত ও অনুমোদিত হয়।

তৃতীয় মহাসঙ্গায়ন : পালি সাহিত্য ও বৌদ্ধ দর্শনের ইতিহাস রচনার জন্য তৃতীয় সঙ্গায়ন অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। এখানে শুধু বিবিধ প্রকার বিনয় সম্পর্কীয় মতভেদের বিষয় আলোচিত হয় এবং বিরুদ্ধ মতাদর্শ বিশ্লেষণ করে খণ্ডন করা হয়। ঐ সঙ্গীতির অপর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো এর অব্যবহিত পরেই বুদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য দেশ-বিদেশে ভিক্ষুসংঘ প্রেরণ। যে-সমস্ত দেশে প্রচারক প্রেরিত হয়েছিল তাদের মধ্যে কাশ্মীর, গান্ধার, মহারাত্রি, বার্মা, শ্রীলঙ্কা এবং মধ্য এশিয়ার দেশসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া এই মহাসঙ্গীতির অন্য একটি প্রধান বিশেষত্ব হলো : বুদ্ধবাণী ধর্ম এবং বিনয়কে ত্রিপিটকরূপে রূপ দান করা।

খ্রিস্টপূর্ব ৩২৬ অব্দে সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে রাজধানী পাটলিপুত্রের আশোকারামে এ তৃতীয় সঙ্গায়ন অনুষ্ঠিত হয়। মোগ্গলিপুত্র তিস্স স্থবিরের সভাপতিত্বে এক হাজার প্রতिसম্ভিদাপ্রাপ্ত ত্রিপিটকজ্ঞ অর্হৎ ভিক্ষুর অংশগ্রহণে নয় মাস কালব্যাপী এ মহাসঙ্গায়নের কার্য পরিচালিত হয়েছিল। প্রথম সঙ্গীতিতে মহাকশ্যপ স্থবির, দ্বিতীয় সঙ্গীতিতে রেবত স্থবির এবং তৃতীয় সঙ্গীতেও মোগ্গলিপুত্র তিস্য স্থবিরের নেতৃত্বে সঙ্গায়নের

কার্য সমাধা হয়েছিল। প্রথম, দ্বিতীয় সঙ্গীতির ন্যায় বুদ্ধের উপদেশ ও কথোপকথন তৃতীয় সঙ্গীতিতে পুনঃ আলোচিত ও স্থিরকৃত হয়। অধিকন্তু উপদেশ ও আদেশানুসারে ধর্ম ও বিনয় পিটক ও অভিধর্ম পিটক এই তিনটি পৃথক পৃথক পিটকে বুদ্ধবাণী সংকলিতও সংগৃহীত হয়। সুতরাং এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়, ত্রিপিটক হলো মূল বৌদ্ধধর্মের প্রামাণিক গ্রন্থসমূহের একটি বিশেষ সংস্করণ।

তৃতীয় সঙ্গীতির অধিবেশন আহবান সম্রাট অশোকের রাজত্বের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কলিঙ্গ যুদ্ধের বিভীষিকা দর্শনে সম্রাট অশোকের মনে যে তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি হয়, এটাই কালক্রমে তাঁকে বুদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করে। এর অব্যবহিত পরে নিগ্রোধ শ্রামণের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। নিগ্রোধ শ্রামণের সৌম্য ব্যবহার তাঁকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করে। বিশেষত আমন্ত্রিত হয়ে এসে রাজ সিংহাসনে গিয়ে উপবেশন করায় নিগ্রোধ শ্রামণের প্রতি সম্রাটের শ্রদ্ধা দ্বিগুণ বেড়ে যায় এবং নিজের সর্বস্ব ত্রিরত্নের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে তিনি বুদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। এর পর হতে সম্রাট অশোক বৌদ্ধ সংঘের হিতসাধনে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি নিগ্রোধ শ্রামণের সাথে সাক্ষাৎ না হওয়ার আগে ষাট হাজার ব্রাহ্মণদের নিত্য ভোজন দিতেন। সেই ব্রাহ্মণদের বিশৃঙ্খল কার্যকলাপ দেখে তাদের বহিষ্কার করে ষাট হাজার ভিক্ষুর নিত্য আহারের ব্যবস্থা করেন। দেশে বহু সংঘারাম ও বিহার নির্মাণ করেন। সিদ্ধার্থ কুমারের জীবনের সাথে জড়িত সমস্ত তীর্থস্থানসমূহ পরিদর্শন করে প্রতিটি স্থানে বিশালকায় স্তূপ নির্মাণ করায় এতে শিলালিপি খোদিত করায়ে দেন। ঐ সমস্ত শিলালিপিতে তাঁর আদেশসমূহ লিপিবদ্ধ করেন। বর্তমানে বহু স্থানে সেই শিলালিপিসমূহ আবিষ্কৃত হয়েছে। ঐ সমস্ত লিপি হতে জানা যায় তিনি সকল সম্প্রদায়ের প্রজাদের মঙ্গলের জন্য সর্বদা সচেষ্টি থাকতেন। সকল সম্প্রদায়ের প্রজারা সমানভাবে ধর্মীয় সুযোগ সুবিধা ভোগ করত তাঁর সাম্রাজ্যে। এভাবে সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মর্যাদা বহুলাংশে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হলে তা দেখে অনেক অভিক্ষুও সুযোগ সুবিধা আদায়ের জন্যে নিজে নিজে পাত্র চীবর গ্রহণ করে ভিক্ষু বলে পরিচয় দিতে শুরু করল। তাঁরা অসদুপায় অবলম্বন করে কোনো কোনো স্থানে বিহার ও চৈত্য দখল করে বাস করতে থাকে। তাঁরা ধর্মকে অধর্ম এবং অধর্মকে ধর্ম বলে প্রকাশ করতে লাগলো। এতে ধার্মিক ও বিনয়ী ভিক্ষুরা

শক্তিত হয়ে উঠলেন। দেখতে দেখতে দুর্নীতিপরায়ণ ও মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ ভিক্ষুদের সংখ্যা এতো বৃদ্ধি পেতে লাগলো যে, ধর্মবাদী ও বিনয়ী ভিক্ষুরা তাদের উৎপাতে দিক্‌বিদিক চলে যেতে লাগলেন। অশোকারাম বিহারে বহু বৎসর ধরে উপোসথ, প্রবারণা, উপসম্পদা প্রভৃতি বিনয় কর্ম সম্পাদন বন্ধ ছিল। এ সংবাদ যখন সম্রাট অশোক শুনতে পেলেন তখন তাঁরই ব্যবস্থাস্বরূপ এ মহাসঙ্ঘায়নের আয়োজন। মোগ্গলিপুত্র তিষ্য স্থবিরের পরামর্শে সম্রাট অশোক সমস্ত ভিক্ষুদেরকে এক স্থানে উপস্থিত করায় এক একজন করে পর্দার অন্তরালে নিয়ে গিয়ে বুদ্ধ ‘কোন মতবাদী’ জিজ্ঞাসা করলেন। বিধর্মী মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ ভিক্ষুরা কেউই এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেননি। কেবল ধার্মিক ভিক্ষুরা এক বাক্যে বললেন যে—বুদ্ধ বিভাজ্যবাদী। এতে অশোক বুঝতে পারলেন যে, কোন্ ব্যক্তি প্রকৃত ভিক্ষু এবং কোন্ ব্যক্তি প্রকৃত ভিক্ষু নয়। সম্রাট তখন অভিক্ষুদের শ্বেতবস্ত্র পরিধান করায় সংঘ হতে বহিষ্কার করে দিলেন। বহুদিন পর আবার সংঘ রাহুগ্রাস হতে মুক্তি পেয়ে মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় দীপ্তি পেতে থাকে। তৎপর বিশুদ্ধসংঘ একত্রিত হয়ে অশোকারাম বিহারে উপোসথ কার্য সমাপ্ত করলেন। এভাবে সংঘের মধ্যে বিশুদ্ধতা লাভ হলো।

চতুর্থ মহাসঙ্ঘায়ন : খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে সিংহলরাজ বট্টগামনীর আমলে সিংহলের আলোক বিহারে চতুর্থ মহাসঙ্ঘায়ন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম সঙ্ঘায়নের ন্যায় ৫০০ পণ্ডিত ভিক্ষু এ সঙ্গীতিতে অংশ গ্রহণ করেন। মাননীয় রক্ষিত স্থবির এ সঙ্গীতির নেতৃত্বে নিযুক্ত হন। এ সঙ্গীতির একটা বিশেষত্ব হলো, অপর তিনটি সঙ্গীতির ন্যায় বুদ্ধবাণী পাঠ ও অনুমোদন করার সাথে সাথে ত্রিপিটকের অর্থকথাও সংকলিত হয়। এ সঙ্গীতি আহবানের প্রধান উদ্দেশ্য হলো যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত মানুষের বস্ত্রবাদী ভাব প্রবণতা ও সংসার মুখিতা নিরুদ্ধ করা। সঙ্গীতি অবসানে সমস্ত ত্রিপিটক ও এর অর্থকথা তালপত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়। প্রত্যেকটি পুঁথি লিপিবদ্ধ করার পূর্বে পুনঃপুন এর খাঁটিত্ব ও যথার্থতা সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। এটাই বর্তমান পালি ত্রিপিটক।

মতান্তরে উল্লেখ্য যে, সম্রাট কনিষ্কের রাজত্বকালে পুরুষপুর বা জালন্ধরে একটি সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। আধুনিক পণ্ডিতদের মধ্যে কেউ কেউ সেটাকে চতুর্থ সঙ্ঘায়ন বলে অভিহিত করেছেন। তবে ঐ সঙ্গীতির

সাথে থেরবাদ সংঘ ও ত্রিপিটক সংকলনের কোন সম্পর্ক নেই। সেজন্য সম্ভবত থেরবাদী কোনো গ্রন্থে ঐ সঙ্গীতির কোনো উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের ভ্রমণ বৃত্তান্তেও এর উল্লেখ আছে। সম্রাট কনিষ্ক বুদ্ধধর্মের স্থায়ী মঙ্গল আনয়নের উদ্দেশ্যে তাঁর গুরু পার্শ্ব এর পরামর্শ চাইলে গুরু তাঁকে সঙ্গীতি আহ্বান করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। পরামর্শ অনুসারে কার্য হলো। সম্রাট সমস্ত সম্প্রদায়ের পণ্ডিত ভিক্ষুদের আহ্বান করে জালন্ধরে এক বৃহৎ সভার অনুষ্ঠান করেন। উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের মধ্য হতে পাঁচশত পণ্ডিত ভিক্ষু সঙ্গীতিকারক নির্বাচিত হন। সম্রাট কনিষ্ক এ ভিক্ষুদের অবস্থানের জন্যে একটি সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে এটা ‘কুণ্ডলবন বিহার’ নামে পরিচিত হয়েছিল। এ সঙ্গীতিতে ত্রিপিটক সংকলিত হয় নাই; ত্রিপিটকের অর্থকথা সংগৃহীত হয়েছিল তাও সংস্কৃত শ্লোকে। এ স্থলে যে—সমস্ত অর্থকথা সংগৃহীত হয়, এদেরকে ‘বিভাষা শাস্ত্র’ বলে। এ শাস্ত্র তিন ভাগে বিভক্ত। (১) উপদেশ বিভাষা শাস্ত্র (২) বিনয় বিভাষা শাস্ত্র ও (৩) অভিধর্ম বিভাষা শাস্ত্র। প্রত্যেকটি বিভাষা শাস্ত্র এক লক্ষ শ্লোকে সমাপ্ত।

পঞ্চম মহাসঙ্ঘায়ন : পঞ্চম সঙ্ঘায়ন ব্রহ্মদেশে (মায়ানমার) ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে রাজা মিণ্ডনমিনের রাজত্বকালে মান্দালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এই সঙ্গীতিতে পূর্বোক্ত চারটি সঙ্গীতির ন্যায় ত্রিপিটক আবৃত্তিও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ত্রিপিটকে অভিজ্ঞ পাঁচ শতাব্দিক ভিক্ষুর অংশগ্রহণে এই সঙ্গীতি সফলভাবে সমাপ্ত হয়। এই পঞ্চম সঙ্গীতির অবসানে ত্রিপিটক গ্রন্থসমূহ মান্দালয় হিলে ৭২৯ খানা মার্বেল প্রস্তরে খোদিত হয়।

ষষ্ঠ মহাসঙ্ঘায়ন : ষষ্ঠ সঙ্ঘায়ন ব্রহ্মদেশের রাজধানী রেঙ্গুনে খ্রিস্টীয় ১৯৫৪ সালে মে মাসে অনুষ্ঠিত হয়। এ সঙ্গীতি দুই বছর স্থায়ী হয়। এ সঙ্গীতিতে থেরবাদী প্রায় রাষ্ট্র থেকে বিশেষত সিংহল, বার্মা, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, ভারত, বাংলাদেশ থেকে অনেক ভিক্ষু প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। পঞ্চম সঙ্গীতির ৮৩ বছর গত না হতে একই ব্রহ্মদেশে অপর একটি মহাসঙ্ঘায়নের অধিবেশন আহ্বান করা সত্যিই বিস্ময়কর। এটা সম্ভবপর হয়েছিল একমাত্র স্বাধীন ব্রহ্ম সরকারের ঐকান্তিকতায় এবং সার্বিক সহযোগিতায়। রেঙ্গুনের অনতিদূরে বিশ্বশান্তি প্যাগোডার সন্নিকটে একটি বিস্তীর্ণ স্থান জুড়ে ষষ্ঠ মহাসঙ্গীতি বসবার জন্য নূতন প্রাসাদ নির্মাণ

করা হয়। বিশ লক্ষ ডলার ব্যয়ে প্রায় ১৪ মাস ধরে নির্মাণকার্য চলে এবং ষাট হাজার বর্মী স্বেচ্ছাসেবক এতে স্বেচ্ছাশ্রম প্রদান করেন। এর নাম দেওয়া হয় ‘মহাপাষণ গুহা’। প্রথম সঙ্গীতিতে স্থাপিত সপ্তপর্ণী গুহার নিয়মেই এটা নির্মিত। এই গুহাতে একটি বিরাট সভা মণ্ডপ আছে। তাতে একত্রে দশ হাজার লোকের বসার ব্যবস্থা রয়েছে। এর আকার একটি উচ্চ টিলার ন্যায়, চতুর্দিকে মাটির আস্তরণে আবৃত। এতে ৬টি প্রবেশদ্বার এবং ২৪টি গবাক্ষ আছে। ৬টি দরজা হলো ষষ্ঠ মহাসঙ্গীতির প্রতীক এবং ২৪টি গবাক্ষের দ্বারা বৌদ্ধ ধর্মের মূলনীতি ‘পট্ঠান’ গ্রন্থে বর্ণিত ২৪ প্রকার প্রত্যয় বুঝায়। প্রধানমন্ত্রী উনু কর্তৃক এ মহাপাষণ গুহার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবার পূর্বে পাঁচশ জন ভিক্ষু এ স্থানটিতে তিন দিন ধরে একাক্রমে পরিভ্রাণ পাঠ করেন। ১৯৫৩ সালে ১৫ জানুয়ারি এর নির্মাণ কার্য আরম্ভ হয়।

পঞ্চম সঙ্গীতির অল্প সময়ের পর ষষ্ঠ সঙ্গীতির আয়োজনের প্রথম কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন লোকের দ্বারা খোদাই করার দরুন ত্রিপিটকের বহুস্থানে খোদাইকারীর প্রমাদবশত বহু ভুল দৃষ্ট হয়। বুদ্ধবাণীর যথাযথ লিপিবদ্ধকরণ দরকার।

দ্বিতীয়ত : থেরবাদী বৌদ্ধদেশের সহায়তায় দেশ-বিদেশে থেরবাদ বুদ্ধধর্ম প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে ষষ্ঠ মহাসঙ্গীতি উদ্ব্যাপনের উপযোগিতা অত্যধিক। উপরোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করে বিশেষত বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বর্মী জনসাধারণের অপরিসীম শ্রদ্ধার বদৌলতে এই মহাসঙ্গীতি আহ্বান করার বিষয় স্থির করা হয়।

১৯৫১ সনে নূতন দিল্লীতে ব্রহ্মদেশের প্রধানমন্ত্রী থাকিন নু সর্বপ্রথম সঙ্গীতি উদ্ব্যাপনের বিষয় ঘোষণা করেন। ১৯৫৪ সালে ১৭ মে অপরাহ্নে ষষ্ঠ মহাসঙ্গীতির উদ্বোধন করা হয়। ১৯৫৬ সালে ২৪ মে শুভ বৈশাখী পূর্ণিমায় ষষ্ঠ সঙ্গীতির শেষ অধিবেশন বসে। ভগবান তথাগত বুদ্ধের ২৫০০তম মহাপরিনির্বাণ বার্ষিকীর দিনই মহাসমারোহের সাথে ষষ্ঠ মহাসঙ্গায়নের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। শুধু ব্রহ্মদেশ নয়, পৃথিবীর সমস্ত বৌদ্ধ দেশে মহাধুমধামের সাথে এ দিবসটি উদ্ব্যাপিত হয়। ঐ মহাতিথি উপলক্ষে ঐদিন ব্রহ্মদেশের ২৫০০ জন যুবক ভিক্ষুধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। বার্মা সরকার স্মারক ডাকটিকেট বের করেন।

ষষ্ঠ বৌদ্ধ সঙ্গায়ন বৌদ্ধ ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা এবং এর প্রভাব সুদূর প্রসারী। রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয়, জাতীয় এমনকি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এটি বিস্তৃত। এর ফলে বার্মা সরকার অতি অল্প সময়ের মধ্যে ডিক্সনসংঘ ও সাধারণ মানুষের সাথে পরিচিত হলো। সঙ্গীতির উদ্বোধনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী উ নু এবং তাঁর সহকর্মীবৃন্দ বর্মী বৌদ্ধদের ব্যক্তিগত জীবনেও প্রভূত অবদান রাখতে সক্ষম হন। বৌদ্ধদেশের ভক্তদের প্রাণে অভূতপূর্ব আশার সঞ্চার হয়। দীর্ঘদিনের ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনের পর এটা সমগ্র এশিয়ায় শান্তি ও প্রগতির বাণী বহন করে এনেছে। সমগ্র থেরবাদ বৌদ্ধ সংঘ এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার থেরবাদী বৌদ্ধগণ এ সঙ্গীতির সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন। থেরবাদী বৌদ্ধরা এক বাক্যে স্বীকার করেন যে ভগবান তথাগতের পরিনির্বাণের পর হতে সর্বমোট যে পাঁচটি সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়, তা নিঃসন্দেহে সত্য এবং প্রথম সঙ্গীতি হতে পঞ্চম সঙ্গীতি পর্যন্ত ত্রিপিটক আবৃত্তি এবং ত্রিপিটক পরম্পরায় আগত ত্রিপিটক সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। তাঁরা নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চায় অধিকতরভাবে মনোনিবেশ করেন।

ষষ্ঠ সঙ্গায়ন সিডি হতে সমগ্র ত্রিপিটকের পরিচিতি নিম্নে তুলে ধরা হলো :

ভগবান গৌতম বুদ্ধ বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষমূলে সম্বোধি লাভ করার পর হতে বৈশালীর মল্লদের কুশীনগরে পরিনির্বাণপ্রাপ্তির আগ পর্যন্ত সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ (৪৫) বছর সর্বজীবের কল্যাণার্থে ধর্ম প্রচার করেন, সে সব ধর্মোপদেশই হলো ত্রিপিটক। ত্রিপিটককে তিন ভাগে করা হয় :

(১) সূত্র পিটক (২) বিনয় পিটক (৩) অভিধর্ম পিটক

(১) সূত্র পিটক : সূত্র পিটককে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। (ক) দীর্ঘ নিকায় (খ) মধ্যম নিকায় (গ) সংযুক্ত নিকায় (ঘ) অঙ্গুত্তর নিকায় এবং (ঙ) খুদ্দক নিকায়। দীর্ঘ নিকায় : দীর্ঘ নিকায় তিন বর্গে বিভক্ত। ১. শীলস্কন্ধ বর্গ ২. মহাবর্গ ৩. প্রকীর্ত্তবর্গ। মধ্যম নিকায় : মধ্যম নিকায় তিন ভাগে বিভক্ত। ১. মূলপণ্ডাস (মূল পর্যায়) ২. মজ্জিমপণ্ডাস ৩. উপরিপণ্ডাস। সংযুক্ত নিকায় : সংযুক্ত নিকায় পাঁচ ভাগে বিভক্ত। ১. সগাথাবর্গ ২. নিদানবর্গ ৩. খঙ্কবর্গ ৪. ষড়ায়তনবর্গ এবং ৫. মহাবর্গ। অঙ্গুত্তর নিকায় : অঙ্গুত্তর নিকায় এগার (১১) নিপাতে বিভক্ত।

১. একনিপাত ২. দুই নিপাত ৩. তিন নিপাত ৪. চার নিপাত ৫. পঞ্চ নিপাত ৬. ছয় নিপাত ৭. সপ্তম নিপাত ৮. অষ্টম নিপাত ৯. নবম নিপাত ১০. দশম নিপাত ১১. একাদশ (এগার) নিপাত।
 খুদ্ধক নিকায় : খুদ্ধকনিকায় একুশ (২১) ভাগে বিভক্ত। ১. খুদ্ধকপাঠ ২. ধর্মপদ ৩. উদান ৪. ইতিবৃত্তক ৫. সুত্ত নিপাত ৬. বিমান নিপাত ৭. প্রেত বথু ৮. থেরগাথা ৯. থেরীগাথা ১০. অপদান (১ম খণ্ড) ১১. অপদান (২য় খণ্ড) ১২. বুদ্ধবংশ ১৩. চরিয়া পিটক ১৪. জাতক (১ম খণ্ড) ১৫. জাতক (২য় খণ্ড) ১৬. মহানিদ্দেশ ১৭. চুল্লনিদ্দেশ ১৮. প্রতীসম্বিদামার্গ ১৯. নেত্তিপ্ৰকরণ ২০. মিলিন্দ প্রশ্ন ২১. পেটকোপদেশ।

(২) বিনয় পিটক : বিনয় পিটককে পাঁচ ভাগ করা হয়েছে। যথা : ১. পারাজিকা ২. পাচিত্তিয় ৩. মহাবর্গ ৪. চুল্লবর্গ এবং ৫. পরিবার পাঠো। আবার পাচিত্তিয়ের মধ্যে ভিক্ষুণী বিভঙ্গ, পাচিত্তিয় কাণ্ড ও রয়েছে।

(৩) অভিধর্ম পিটক : অভিধর্ম পিটককে তের (১৩) ভাগ করা হয়েছে। যথা : ১. ধর্মসঙ্গণী ২. বিভঙ্গ ৩. ধাতুকথা ৪. পুদাল পঞ্ণত্তি (পুদাল প্রজ্ঞাপ্তি) ৫. কথাবথু ৬. যমক (১ম খণ্ড) ৭. যমক (২য় খণ্ড) ৮. যমক (৩য় খণ্ড) ৯. পট্ঠান (১ম খণ্ড) ১০. পট্ঠান (২য় খণ্ড) ১১. পট্ঠান (৩য় খণ্ড) ১২. পট্ঠান (৪র্থ খণ্ড) ১৩. পট্ঠান (৫ম খণ্ড)

সমগ্র ত্রিপিটকের অট্টকথাকেও ত্রিপিটকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা : (১) বিনয় অর্থকথা, (২) সুত্তপিটক অর্থকথা এবং (৩) অভিধর্ম অর্থকথা।

বিনয় পিটক অর্থকথার পরিচিতি : (১) চুল্লবর্গ অর্থকথা (২) মহাবর্গ অর্থকথা (৩) পাচিত্তিয় অর্থকথা (৪) পারাজিকা অর্থকথা (৫) পরিবার অর্থকথা।

সুত্তপিটক অর্থকথার পরিচিতি : (১) অঙ্গুত্তর নিকায় অর্থকথা (২) দীর্ঘ নিকায় অর্থকথা (৩) খুদ্ধক নিকায় অর্থকথা (৪) মজ্জিম নিকায় অর্থকথা এবং (৫) সংযুক্ত নিকায় অর্থকথা।

অঙ্গুত্তর নিকায় অর্থকথা : অঙ্গুত্তর নিকায় অর্থকথাকেও এগার নিপাতে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা : ১. একক (এক) নিপাত অর্থকথা

২. দুক (দুই) নিপাত অর্থকথা ২. তিক (তিন) নিপাত অর্থকথা ৪. চতুৰ্দ্ধ (চার) নিপাত অর্থকথা ৫. পঞ্চক (পাঁচ) নিপাত অর্থকথা ৬. ছক (ছয়) নিপাত অর্থকথা ৭. সত্তক (সপ্তম) নিপাত অর্থকথা ৮. অষ্টক (অষ্টম) নিপাত অর্থকথা ৯. নবক (নয়) নিপাত অর্থকথা ১০. দসক (দশ) নিপাত অর্থকথা ১১. একাদসক (এগার) নিপাত অর্থকথা ।

দীর্ঘনিকায় অর্থকথা : দীর্ঘনিকায় অর্থকথা তিন ভাগে ভাগ করা হলো। যথা : ১. মহাবর্গ অর্থকথা ২. প্রকীর্ণবর্গ অর্থকথা ৩. শীলস্কন্ধ বর্গ অর্থকথা ।

খুদক নিকায়ের অর্থকথা : খুদক নিকায় অর্থকথাকে চব্বিশ ভাগে ভাগ করা হলো। যথা : ১. খুদকপাঠ অর্থকথা ২. ধর্মপদ অর্থকথা ৩. উদান অর্থকথা ৪. ইতিবৃত্তক অর্থকথা ৫. সুত্ত নিপাত অর্থকথা ৬. বিমান বথু অর্থকথা ৭. প্রেত বথু অর্থকথা ৮. থেরগাথা অর্থকথা ৯. থেরীগাথা অর্থকথা ১০. অপদান (১ম খণ্ড) অর্থকথা ১১. অপদান (২য় খণ্ড) অর্থকথা ১২. বুদ্ধবংশ অর্থকথা ১৩. চরিয়া পিটক অর্থকথা ১৪. জাতক (১ম খণ্ড) অর্থকথা ১৫. জাতক (২য় খণ্ড) অর্থকথা ১৬. জাতক (৩য় খণ্ড) অর্থকথা ১৭. জাতক (৪র্থ খণ্ড) অর্থকথা ১৮. জাতক (৫ম খণ্ড) অর্থকথা ১৯. জাতক (৬ষ্ঠ খণ্ড) অর্থকথা ২০. জাতক (৭ম খণ্ড) অর্থকথা ২১. মহানিদেস অর্থকথা ২২. চুল্লনিদেস অর্থকথা ২৩. প্রতীসম্বিদামার্গ অর্থকথা ২৪. নেত্তিপ্ৰকরণ অর্থকথা ।

মজ্জিম নিকায়ের অর্থকথা : মজ্জিম নিকায় অর্থকথাকে তিন ভাগে ভাগ করা হলো। যথা : ১. মজ্জিম পণ্নাস অর্থকথা ২. মূল পণ্নাস অর্থকথা ৩. উপরিপণ্নাস অর্থকথা ।

সংযুক্ত নিকায় অর্থকথা : সংযুক্ত নিকায় অর্থকথাকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হলো। যথা : ১. খন্ধকবর্গ অর্থকথা ২. মহাবর্গ অর্থকথা ৩. নিদানবর্গ অর্থকথা ৪. সগাথাবর্গ অর্থকথা ৫. ষড়ায়তনবর্গ অর্থকথা ।

অভিধর্ম পিটকে অর্থকথার পরিচিতি : অভিধর্ম পিটক অর্থকথাকে তিন ভাগে ভাগ করা হলো। যথা : (১) ধর্মসঙ্গিনী অর্থকথা (২) পঞ্চপ্রকরণ অর্থকথা (৩) সম্মোহবিনোদিনী অর্থকথা ।

সমগ্র ত্রিপিটকের টিকাকেও তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে।
যথা : (১) বিনয় টীকা (২) সুত্ত টীকা (৩) অভিধর্ম টীকা

বিনয় টীকা : বিনয় টীকার গ্রন্থসমূহ তের (১৩) ভাগে ভাগ করা হলো যথা : ১. সারথদীপনী টীকা (১ম খণ্ড) ২. সারথদীপনী টীকা (২য় খণ্ড) ৩. সারথদীপনী টীকা (৩য় খণ্ড) ৪. দ্বৈমাতিকা পালি ৫. বিনয়সঙ্গহ অর্থকথা ৬. বজিরবুদ্ধি টীকা ৭. বিমতিবিনোদনী টীকা ৮. বিনয়ালঙ্কার টীকা ৯. কঙ্খাবিতরণী পুরাণ টীকা ১০. বিনয় বিনিচ্ছয়-উত্তর বিনিচ্ছয় ১১. বিনয় বিনিচ্ছয় টীকা ১২. পাচিতিয়াদিযোজনাপালি ১৩. খুদ্দসিক্খা-মূলসিক্খা

অভিধর্ম টীকা : অভিধর্মের টিকাকে নয় ভাগে ভাগ করা হলো।
যথা : ১. ধর্মসঙ্গনী মূলটীকা ২. বিভঙ্গ-মূলটীকা ৩. পঞ্চপ্রকরণ মূলটীকা ৪. ধর্মসঙ্গনী অনুটীকা ৫. পঞ্চপ্রকরণ অনুটীকা ৬. অভিধর্মাবতার-নামরূপ পরিচ্ছেদ ৭. অভিধর্মার্থ সংগ্রহ ৮. অভিধর্মাবতার পুরাণটীকা ৯. অভিধর্ম মাতিকা পালি।

অন্যান্য গ্রন্থাবলী : অন্যান্য গ্রন্থাবলীকে নয় ভাগে ভাগ করা হলো।
যথা : (১) বিশুদ্ধি মার্গ (২) সঙ্গায়ন প্রশ্ন বিসর্জন (৩) লেডী সেয়াদো গ্রন্থ সংগ্রহ (৪) বুদ্ধ বন্দনা গ্রন্থ সংগ্রহ (৫) বংশ গ্রন্থ সংগ্রহ (৬) ব্যাকরণ গ্রন্থ সংগ্রহ (৭) নীতি গ্রন্থ সংগ্রহ (৮) প্রকীর্ত্ত গ্রন্থ সংগ্রহ (৯) সীহল গ্রন্থ সংগ্রহ

(১) বিশুদ্ধি মার্গ : ১. বিশুদ্ধি মার্গ (১ম এবং ২য় খণ্ড),
২. বিশুদ্ধি মার্গ মহাটীকা, (১ম এবং ২য় খণ্ড) ৩. বিশুদ্ধি মার্গ নিদান কথা।

(২) সঙ্গায়ন প্রশ্ন : ১. দীর্ঘ নিকায়, ২. মধ্যম নিকায়, ৩. সংযুক্ত নিকায়, ৪. অঙ্গুত্তর নিকায়, ৫. বিনয় পিটক, ৬. অভিধর্ম পিটক, ৭. অর্থকথা।

(৩) লেডী সেয়াদ গ্রন্থ সংগ্রহ : ১. নিরুত্তি দীপনী ২. পরামার্থ দীপনী সংগ্রহ মহাটীকা পাঠ ৩. অনুদীপনী পাঠ ৪. পট্টানুদ্দেশ দীপনী পাঠ।

(৪) বুদ্ধবন্দনা গ্রন্থ সংগ্রহ : ১. নমস্কার টীকা, ২. মহাপ্রণাম পাঠ, ৩. লক্খাতো বুদ্ধথোমনা গাথা, ৪. সুত্ত বন্দনা, ৫. জিনালংকার, ৬. কমলাঞ্জলি, ৭. পঙ্ক মধু, ৮. বুদ্ধগুণগাথাবলী।

(৫) বংশ গ্রন্থ সংগ্রহ : ১. চুল্ল গ্রন্থবংশ, শাসনবংশ, মহাবংশ ।

(৬) ব্যাকরণ গ্রন্থ সংগ্রহ : ১. মোঙ্গাল্লান ব্যাকরণ ২. কচ্চায়ন ব্যাকরণ ৩. সন্দনীতি প্রকরণ (পদমালা) ৪. সন্দনীতি প্রকরণ (ধাতুমালা) ৫. পদরূপ সিদ্ধি ৬. মোঙ্গাল্লান পঞ্চিকা ৭. প্রয়োগসিদ্ধি পাঠ ৮. বুত্তোদয় পাঠ ৯. অভিধান প্রদীপিকা (পাঠ) ১০. অভিধান প্রদীপিকা (টীকা) ১০. সুবোধলঙ্কার পাঠ ১১. সুবোধলঙ্কার টীকা ১২. বালাবতার গণ্ঠিপদথ বিনিচ্ছয় সার ।

(৭) নীতি গ্রন্থ সংগ্রহ : ১. কবিদগ্ধন নীতি ২. নীতি মঞ্জুরী ৩. ধর্মনীতি ৪. মহারহনীতি ৫. লোকনীতি ৬. সুত্তন্তনীতি ৭. সুরস্‌সতিনীতি ৮. চানক্যনীতি ৯. নরদক্‌খ দীপনী ১০. চতুআরক্ষা দীপনী ।

(৮) প্রকীর্ত্ত গ্রন্থ সংগ্রহ : ১. রসবাহিনী ২. সীমাবিশুদনী পাঠ ৩. বেষ্মান্তর গীতি ।

(৯) সিংহল গ্রন্থ সংগ্রহ : ১. মোঙ্গাল্লান বৃত্তি বিবরণ পঞ্চিকা. ২. থূপবংশ ৩. দাঠা বংশ. ৪. ধাতুপাঠ বিলাসিনী ৫. ধাতুবংশ ৬. হথবনগল্প বিহার বংশ ৭. জিনচরিত ৮. জিনবংশ দীপ ৯. তেলকটাহ গাথা ১০. মিলিন্দপ্রশ্ন টীকা ১১. পদসাধন ১২. শব্দবিন্দু প্রকরণ ১৩. কচ্চায়ন ধাতু মঞ্জুসা ১৪. সামন্তকূট বর্ণনা ।

চুল্ল গ্রন্থ বংশ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রারম্ভেই গাথাকারে ত্রিপিটকের চুরাশিহাজার ধর্মস্কন্ধের পরিচিতি তুলে ধরা হলো। এই ‘ক্ষুদ্র গ্রন্থ বংশ’টির বৈশিষ্ট্য যে, ত্রিপিটকের গ্রন্থসমূহকে প্রশ্নাকারের মাধ্যমে তার উত্তরগুলো উপস্থাপন করা হলো। যেমন—কোনগুলো বিনয় পিটক গ্রন্থ? এর উত্তর দেয়া হলো যথাক্রমে পারাজিকা, পাচিতিয়, মহাবর্গ চুল্লবর্গ এবং পরিবার। সূত্র, বিনয়, অভিধর্ম এভাবে সর্বক্ষেত্রে একই বিষয় পরিলক্ষিত হয়। এই বইটি অনুশীলন করলে যে কেউ ত্রিপিটকের বিশালগ্রন্থসমূহের পরিচিতি সম্পর্কে জানতে পারবেন। বুদ্ধের সমকালীন হতে পরিনির্বাণ পরবর্তীকালীন শিষ্য, অনুশিষ্য পরম্পরা মুখে মুখে ধর্ম প্রচার করেছেন। সেই অর্হৎগণ চিন্তা করলেন যে, পরবর্তী বংশ পরম্পরা যাঁরা বুদ্ধশাসনে প্রব্রজিত হবেন, তাঁদের স্মৃতিশক্তি দুর্বল হবে। সেজন্য

চতুর্থ সঙ্গীতিতে চুরাশিহাজার ধর্মস্বাক্ষকে তালপত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল।

আধুনিক জড় ও বস্তুবাদী বৈজ্ঞানিক ছোড়ায় এখন কম্পিউটার, ইন্টারনেটসহ বিবিধ কিছু আবিষ্কারের কারণে সব কিছু এখন সহজলভ্য হয়ে পড়েছে। সেই কারণে ষষ্ঠ সঙ্গায়নের যাবতীয় পুস্তক কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা যাচ্ছে। বুদ্ধের উপদেশ বাণী শুধু মাত্র এক ভাষায় নয় বিভিন্ন ভাষায় তা এখন সংরক্ষিত হয়ে আসছে। আমিও সঙ্গায়ন হতে সমস্ত ত্রিপিটকের গ্রন্থসমূহের নাম এখানে উপস্থাপন করেছি। এবং বুদ্ধ পরিনিবার্ণের পর কয়টি সঙ্গায়ন হয়েছে তাও তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। কারণ ‘ক্ষুদ্র গ্রন্থ বংশটিতে’ ত্রিপিটক গ্রন্থের পরিচিতি, কোন আচার্য কোন গ্রন্থটি রচনা করেছেন তার বেশি প্রতিফলন ঘটে।

যাক এবার মূল বিষয়ে আসি। এখানে বলা হলো কীরূপে বুদ্ধের ধর্ম অঙ্গবশে নয় প্রকারে হয়? এগুলো হলো : সূত্র, গৈয়্য, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবৃত্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম এবং বেদল্য এগুলোর ব্যাখ্যা দেয়া আছে।

গ্রন্থকারক আচার্য পরিচ্ছেদে, আচার্য তিন প্রকার। যথা : ১. পুরাণ (অভিজ্ঞ) আচার্য, ২. অর্থকথা আচার্য, ৩. গ্রন্থকারক আচার্য। কাকে পুরাণ আচার্য বলে? কাকে অর্থকথা আচার্য বলে? কাকে গ্রন্থকারক আচার্য বলে? এগুলোর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখানে কার আগ্রহে এবং কার অনুরোধে কোন আচার্যগণ ত্রিপিটকের কোন গ্রন্থটি রচনা করেছেন তা উল্লেখ করা হয়েছে।

আচার্যদের জন্মলাভের স্থান পরিচ্ছেদে বিশেষত জম্বুদ্বীপ (ভারতবর্ষ) এবং লঙ্কাদ্বীপ—এই দুই দ্বীপে আচার্যগণ জন্মগ্রহণ করেন। মহাকচ্চায়ন আচার্য জম্বুদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি উজ্জয়িনী নগরে চন্দ্রপ্রজ্যেত নামক রাজার পুরোহিত হয়ে কামের আদীনব (দোষ) দেখে গৃহবাস ত্যাগ করত শাস্তার শাসনে প্রব্রজিত হয়েছিলেন। মহাবুদ্ধঘোষ আচার্যও ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি মগধরাজ্যে ঘোষক গ্রামে রাজ পুরোহিতের কেসি নামক ব্রাহ্মণের পুত্র হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন। মহানাম, চুল্ল মহানাম, উপসেন, মোগ্লাল্লান এরূপ বায়ান্ন (৫২) জন আচার্য সকলেই লঙ্কাদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেছেন।

স্বীকৃতি আচার্য পরিচ্ছেদে স্বীকৃতি এবং অস্বীকৃতির গ্রন্থসমূহের রচিত হওয়ার বর্ণনা তুলে ধরেছেন বিস্তারিতভাবে। যেমন (১) বুদ্ধঘোষ আচার্য গ্রন্থ দীপনী, (২) বুদ্ধদত্ত আচার্য গ্রন্থ দীপনী (৩) ধর্মপাল আচার্য গ্রন্থ দীপনী।

বুদ্ধঘোষ আচার্যগ্রন্থ দীপনীতে উল্লেখ রয়েছে যে, কোন স্থবিরের স্বীকৃতিতে কোন্ গ্রন্থটি রচনা করা হলো তার বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়। বুদ্ধদত্ত এবং ধর্মপাল গ্রন্থ দীপনীতে একই বিষয় পরিলক্ষিত হয়। অন্যান্য আচার্যের ক্ষেত্রেও একিই বিষয় উল্লিখিত হয়েছে।

প্রকীরণক পরিচ্ছেদে সমস্ত পুস্তকের নাম আরোপিত হয়েছে। যেমন—এখানে প্রশ্নাকারে বলা হলো কোথায় আরোপিত হয়েছে? রাজগৃহ নগরে বেভার পর্বতের পাদমূলে ধর্মমণ্ডপে আরোপিত হয়েছে। কখন সংস্থাপন করেছেন? ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর প্রথম সঙ্গায়নের সময় উত্থাপিত হলে তা সংস্থাপন করা হয়।

পুস্তক দীপিকাতে উল্লেখ আছে যে, সেই সময় ক্ষীণাস্রব অর্হংগণ অদক্ষ পৃথগজন ভিক্ষুসংঘকে দেখলেন। তাঁরা সকলে পৃথকজন ছিলেন। এরূপ পঞ্চবিধ নিকায়কে স্মৃতিভাণ্ডারে ধারণ করতে সক্ষম ছিলেন না বিধায় সেই ক্ষীণাস্রবগণ সমস্ত নিকায়কে পুস্তকে আরোপিত করলেন, রাজা বট্টগামণীর রাজত্বকালে অর্থাৎ পঞ্চম সঙ্গায়নের সময়ে।

গ্রন্থসমূহ লিখার আনিসংশতে পণ্ডিত, জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ পুস্তক রচনা করেন বা করান তাঁদের অপরিসীম পুণ্য সঞ্চয় হয়। তাঁর পুণ্যের আনিশংস অবর্ণনীয় হয়। চুরাশিহাজার বিহার, চৈত্য এবং বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ সদৃশ তাঁর পুণ্য অর্জিত হয়। আর যাঁরা যাঁরা পুস্তক তৈরিতে বিবিধ প্রকার আনুষঙ্গিক বিষয়-বস্তু দান করেন তাঁদের পুণ্যফলও একিই সদৃশ হবে।

তাঁরা ভব সংসারে পরিভ্রমণে শীলগুণ অধিগতসম্পন্ন সর্বদা নির্ভীক, বিনীত বিশারদ এবং মহাতেজশালী হন। জন্ম-জন্মান্তরে ধর্মাভিলাষী আয়ু, বর্ণ, বল, রূপ এবং শব্দে দেব-মনুষ্যের মধ্যে নীরোগ মহাপ্রভাবশালী হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। প্রজ্ঞাবান, সুসমাহিত চিত্ত আধিপত্য পরিবারসম্পন্ন সর্বাধিক সুখ লাভ করেন। তাঁর মন (চিত্ত) কথা-বার্তায় বিনয়ী এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অত্যধিক সুকোমলনীয় দীর্ঘ পরিধিসম্পন্ন হন। যে কোনো সত্ত্বলোকে সর্বত্র পূজনীয় হন। বারংবার দেব-মনুষ্যলোকে ভোগ-সম্পত্তি

লাভ করেন। অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হয়ে নির্বাণ লাভ করবেন। অর্হত্ব লাভ করলেও তিনি ষড়ভিজ্জা, চারিপ্রতিসম্ভিদাপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ অষ্ট-বিমোক্ষফল লাভ করবেন।

শত ব্যস্ততার মাঝে বইটিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লিখে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন আমার শিক্ষা গুরু, বহু গ্রন্থ প্রণেতা, বহু প্রতিষ্ঠানের জনক শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞাবংশ ভণ্ডে। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতাও বন্দনা জ্ঞাপন করছি। এতে বইটিতে সংশোধনের হাত বাড়িয়ে দিয়ে সহযোগিতা করেছেন বহুগ্রন্থের প্রণেতা শ্রদ্ধেয় করুণাবংশ ভণ্ডে ও সুভূতি ভিক্ষু এদেরকে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আর বইটি প্রকাশের জন্য বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন শ্রদ্ধেয় আনন্দমিত্র ভণ্ডে এবং শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞারত্ন ভণ্ডে। তাঁদের সশ্রদ্ধ চিন্তে বন্দনা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আরো এই বইটিতে পালি-বাংলাসহ লিপিবদ্ধ করেছি। বিজ্ঞ পাঠকগণ আপনাদের হাতে তুলে দিলাম। যা বঙ্গানুবাদ করে কতটুকু স্বার্থকতা হলো তা আপনারা বিচার করবেন। যদি কোনো কারণে বইটিতে ভুলত্রুটি হয়ে থাকে নিজগুণে ক্ষমা করবেন। পরিশেষে জগতের সকল প্রাণী হোক। দুঃখ মুক্তি নির্বাণ প্রাপ্ত হোক।

ইতি
সম্বোধি ভিক্ষু
রাজবন বিহার,
রাঙামাটি।

সূচিপত্র

(১) পিটকত্রয় পরিচ্ছেদ	১
(২) গ্রন্থ কারক আচার্য-পরিচ্ছেদ	৮
(৩) আচার্যদের জন্মলাভের স্থান পরিচ্ছেদ	১৮
ক. বুদ্ধঘোষাচারিয়-গ্রন্থদীপনা	২১
(৪) স্বীকৃত (প্রার্থিত) আচার্য পরিচ্ছেদ	২১
ক) বুদ্ধঘোষ আচার্য-গ্রন্থদীপনী	২১
খ. বুদ্ধদত্তাচারিয়-গ্রন্থদীপনা	২৩
গ. ধর্মপালাচারিয়েন-গ্রন্থদীপনা	২৩
(খ) বুদ্ধদত্ত আচার্য-গ্রন্থদীপনী	২৩
(গ) ধর্মপাল আচার্য-গ্রন্থ দীপনী	২৩
(৫) প্রকীর্তক (চারিদিক ছড়ানো) পরিচ্ছেদ	৩৪
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	
চূড় (ক্ষুদ্র) গ্রন্থ বংশের প্রকীর্তক দীপক	৪২

“নমো তস্ ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্”
সেই ভগবান অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধকে প্রণতি

চুল্ল গহ্ববংস- চুল (ক্ষুদ্র) গ্রন্থ বংশ

(১) পিটকত্রয় পরিচ্ছেদ

নমস্‌সেত্থান সম্বুদ্ধং, অঙ্গবংসবরং ।

নত্বান ধম্মং বুদ্ধজং, সজ্জব্ধাপিনিরঙ্গং ॥

“অনুত্তর অগ্র শ্রেষ্ঠবংশ সম্যকসম্বুদ্ধকে বন্দনা জ্ঞাপন করছি ।

বুদ্ধ হতে জন্ম ধর্ম এবং সংঘকে নতশিরে বন্দনা করছি ।

গহ্ববংসম্পি নিস্‌সায়, গহ্ববংসং পকথিস্‌সং ।

তিপেটক সমাহারং, সাধুনং জজ্জাদাসকং ॥

“এই দাস ধীরে ধীরে উত্তম ত্রিপিটকের সমাহারকে

গ্রহবংশের আশ্রয়ে এই গ্রন্থবংশটি প্রকাশ করছি ।”

বিমতিনোদনমারম্ভং, তং মে সুগাথ সাধবো ।

সব্বম্পি বুদ্ধবচনং, বিমুত্তি চ সহেতুকং ॥

“আপনারা সকল সাধুগণ শ্রবণ করুন, আমি বিমতি (সন্দেহ)অপনোদনের
জন্য বিমুক্তির হেতু-যুক্ত সমস্ত বুদ্ধের বচন এখন প্রকাশ করতে যাচ্ছি ।”

হোতি একবিধংযেব, তিবিধং পিটকেন চ ।

তঞ্চ সব্বম্পি কেবলং, পঞ্চবিধং নিকায়তো ॥

“ত্রিবিধ পিটক হতে একবিধ পিটক হয় ।

তাও কেবলমাত্র সমগ্র পঞ্চবিধ নিকায় হতে;”

অঙ্গতো চ নববিধং, ধম্মক্‌খঙ্কগণনতো ।

চতুরাসীতি সহস্‌স, ধম্মক্‌খঙ্কপভেদনন্তি ॥

“ইহা ধর্মস্কন্ধ গণনায় নয়বিধ অঙ্গ এবং

চুরাশিহাজার ধর্মস্কন্ধে প্রভেদ করা হয়েছে ।”

কথং পিটকতো পিটকত্রিহ তিবিধং হোতি?

বিনয়পিটকং, অভিধম্মপিটকং সুত্তপ্পিটকন্তি। তথ কতমং বিনয় পিটকং? পারাজিককণ্ডং, পাচিস্তিয়কণ্ডং, মহাবঙ্গকণ্ডং, চুল্লবঙ্গকণ্ডং, পরিবারকণ্ডন্তি। ইমানি কণ্ডানি বিনয়পিটকং নাম।

কতমং অভিধম্মপিটকং? ধম্মসঙ্গী-পকরণং, বিভঙ্গ-পকরণং, ধাতুকথা-পকরণং, পুঙ্গলপঞএত্তি-পকরণং, কথাবথু-পকরণং, যমক-পকরণং, পট্ঠান-পকরণন্তি। ইমানি সত্ত পকরণানি অভিধম্মপিটকং নাম। কতমং সুত্তপ্পিটকং? সীলক্কবঙ্গাদিকং, অবসেসং বুদ্ধবচনং সুত্তপ্পিটকং নাম।

কথং নিকায়তো? নিকায়ো পঞ্চ বিধা হোন্তি। দীঘনিকায়ো, মজ্জিমনিকায়ো, সংযুতনিকায়ো, অঙ্গুত্তরনিকায়ো, খুদ্ধকনিকায়োতি।

কী প্রকারে পিটকসমূহ ত্রিবিধ হয়?

বিনয়পিটক, সূত্রপিটক এবং অভিধর্মপিটক—এগুলোই ত্রিপিটক নামে অভিহিত হয়। এখানে কোনগুলো বিনয় পিটক গ্রন্থ?

পারাজিকা, পাচিস্তিয়, মহাবর্গ, চুল্লবর্গ এবং পরিবার। এগুলোকে বিনয় পিটক গ্রন্থ নামে অভিহিত করা হয়েছে।

এখানে অভিধর্ম পিটকের গ্রন্থসমূহ কয়টি?

ধর্মসঙ্গিনী প্রকরণ, বিভঙ্গ প্রকরণ, ধাতুকথা প্রকরণ, পুঙ্গল প্রজ্ঞাপ্তি প্রকরণ, কথাবথু প্রকরণ, যমক প্রকরণ এবং পট্ঠান প্রকরণ। এই সাতটি প্রকরণ (অধ্যায়) অভিধর্ম পিটক নামে অভিহিত করা হয়েছে।

সূত্রপিটক কয়টি?

শীলক্কবর্গাদি এবং অবশিষ্ট বুদ্ধবচনসমূহ সূত্রপিটক নামে অভিহিত করা হয়েছে।

সূত্রপিটকে নিকায় কাকে বলে?

সূত্রপিটকে নিকায়সমূহকে পাঁচভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা : দীর্ঘ নিকায়, মধ্যম নিকায়, সংযুক্ত নিকায়, অঙ্গুত্তর নিকায় এবং খুদ্ধক নিকায়।

তথ কতমো দীঘ-নিকাযো? সীলকখন্ধবল্লো, মহাবল্লো, পাথিকবল্লোতি, ইমে তযো বল্লা দীঘনিকাযো নাম। ইমেসু তীসু বল্লেসু, চতুতিংস বল্লানি চ হোন্তি। [চতুতিংসেব সুত্তস্তা, সীলকখন্ধবল্লাদিকা, যস্প ভবন্তি সো য়েব দীঘনিকায় নাম হোতি।]

কতমো মজ্জিমনিকাযো? মূলপল্লাসো, মজ্জিমপল্লাসো, উপরিপল্লাসোতি, ইমে তযো পল্লাসা মজ্জিমনিকাযো নাম। ইমেসু তীসু পল্লাসেসু ধেপঞএগাসাধিক-সুত্ত-সতানি হোন্তি [দিযডতসতসুত্তস্তা, দ্বি সুত্তং যস্প সন্তিসো, মজ্জিমনিকাযো নামো মূলপল্লাসমাদি হোতি।]

কতমো সংযুক্তনিকাযো? সগাথাবল্লো, নিদানবল্লো, খন্ধকবল্লো, সলায়তনবল্লো, মহাবল্লোতি, ইমে পঞ্চ বল্লা সংযুক্তনিকাযো নাম। ইমেসু পঞ্চসু বল্লেসু দ্বাসটিঠসুত্তসত্তসতাদিকসত্ত-সুত্তসহস্পানি হোন্তি। [দ্বাসটিঠ-সত্ত-সতানি, সত্তসহস্পকানি চ।] সুত্তানি যস্প হোন্তি সো, সগাথাধিকবল্লকো, সংযুক্তনিকাযো নামো বেদিতক্কো চ বিঞএহুনাতি।

এখানে দীর্ঘনিকায়কে কয়টি বর্গে ভাগ করা হয়েছে?

শীলকখন্ধবর্গ, মহাবর্গ এবং পাটিক বর্গ। এই তিনটি বর্গ দীর্ঘনিকায় নামে অভিহিত করা হয়েছে। আবার এই তিন বর্গের মধ্যে চৌত্রিশটিবর্গ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

সূত্রপিটকে মধ্যমনিকায় কয়টি?

মূলপল্লাস^১, মধ্যমপল্লাস, উপরিপল্লাস—এই তিনটি মধ্যমনিকায়ের পল্লাস নামে অভিহিত। এই তিন পল্লাসের মধ্যে একশ বায়ান্নটি (১৫২) সূত্র নিহিত রয়েছে।

এখানে সংযুক্ত নিকায়ের নিকায়সমূহ কয়টি?

সগাথাবর্গ, নিদানবর্গ, খন্ধকবর্গ, ষড়ায়তনবর্গ এবং মহাবর্গ—এই পাঁচটি বর্গই সংযুক্ত নিকায় নামে অভিহিত করা হয়। এই পাঁচটি বর্গের মধ্যে বাষটি হাজার (৬২০০০) সূত্র রয়েছে। সেই সূত্রসমূহ সংযুক্ত নিকায় এবং সগাথাবর্গ নামেও জ্ঞাত হয়।

^১ 'মূলপল্লাস' অর্থাৎ মূলপর্যায়কে বুঝানো হয়েছে।

কতমো অঙ্গুত্তরনিকাযো? একনিপাতো, দুকনিপাতো, তিকনিপাতো, চতুকনিপাতো, পঞ্চকনিপাতো, ছকনিপাতো, সত্তকনিপাতো, অষ্টকনিপাতো, নবকনিপাতো, দশকনিপাতো, একাদশকনিপাতোতি, ইমে একাদশ নিপাতা অঙ্গুত্তরনিকাযো নাম। ইমেসু একাদশ নিপাতেসু সত্ত-পঞএগাস-পঞ্চ-সতাধিকনব-সুত্ত-সহস্সানি হোন্তি। [নবসুত্তসহস্সানি, পঞ্চসত্তমত্তানি চ, সত্তপঞএগাসাধিকানি, সুত্তানি যস্স হোন্তি সো, অঙ্গুত্তরনিকাযোতি, একনিপাতকাদিকোতি।]

কতমো খুদ্ধকনিকাযো? খুদ্ধকপাঠো, ধম্মপদং, উদানং, ইতিবুত্তকং, সুত্তনিপাতো, বিমানবথু, পেত্তবথু, থেরকথা, থেরীকথা, জাতকং, মহানিদ্দেশো, পটিসম্বিদামজ্জো, অপদানং, বুদ্ধবংশো, চরিয়াপিটকং, বিনয়পিটকং, অভিধম্মপিটকন্তি। ইমেসু সত্তরসসু গচ্ছেসু অনেকানি সুত্ত-সহস্সানি হোন্তি। [অনেকানি সুত্ত-সহস্সানি, নিদ্দিট্ঠানি মহেসিনা, নিকাযে পঞ্চমে ইমে, খুদ্ধকে ইতি বিসুত্তেতি।]

সূত্রপিটকে অঙ্গুত্তর নিকায়ে নিকায়সমূহ কয় প্রকারে ভাগ হয়েছে?

এক নিপাত, দুক নিপাত, তিক নিপাত, চতুক নিপাত, পঞ্চক নিপাত, ষষ্ঠক নিপাত, সত্তক নিপাত, অষ্টক নিপাত, নবক নিপাত, দশক নিপাত এবং একাদশক নিপাত। এই একাদশক (এগার) নিপাতেই অঙ্গুত্তর নিকায়ে সর্বমোট পাঁচশ সাতান্ন (৫৫৭)টি সূত্র অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

সূত্রপিটকে খুদ্ধক নিকায়ে নিকায়সমূহ কয়টি?

খুদ্ধকপাঠো, ধর্মপদ, উদান, ইতিবুত্তক, সূত্রনিপাত, বিমানবথু, প্রেত্তবথু, থেরগাথা, থেরীগাথা, জাতক, মহানিদ্দেশ, প্রতীসম্বিদামার্গ, অপদান, বুদ্ধবংশ, চরিয়াপিটক, বিনয় পিটক এবং অভিধর্ম পিটক। এই সতেরটি^১ গ্রন্থের মধ্যে বহু হাজার সূত্র বিদ্যমান রয়েছে।

^১। এখানে অবশ্য সতেরটি গ্রন্থ বিদ্যমান থাকলেও ষষ্ঠ সঙ্কায়নে মিলিন্দপ্রশ্ন এবং নেত্তিপ্রকরণ এই দুটি গ্রন্থ খুদ্ধকনিকায়ে মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

কথং অঙ্গতো অঙ্গহি নব বিধং হোতি? সুস্তং, গেয়াং, বেয়াকরণং, গাথা, উদানং, ইতিবুত্তকং, জাতকং, অদ্ভুতধম্মং, বেদল্লন্তি, নবল্লভেদং হোতি। তথ উত্ততো বিভঙ্গনিদ্দেশখন্ধকপরিবারা, সুত্তনিপাতে, মঙ্গলসুত্ত, রতনসুত্ত, তুবট্টকসুত্তানি। অঞএম্পি সুত্তনামকং তথাগতবচনং, সুত্তন্তি বেদিতব্বং। সব্বং সগাথকং গেয়ান্তি বেদিতব্বং। বিসেসনসংযুক্তকে সকলোপি সগাথকবল্লো, সকলং অভিধম্মপিটকং নিগাথকঞ্চ সুত্তযঞ্চ অঞএম্পি অট্টঠহি অঙ্গহি অসঙ্গহিতং বুদ্ধবচনং তং বেয়াকরণন্তি বেদিতব্বং। ধম্মপদং, থেরকথা, থেরীকথা, সুত্তনিপাতে, নো সুত্তনামিকা সুদ্ধিকগাথা, গাথাতি বেদিতব্বা। সোমনস্স এগণময়িকগাথা পটিক-সংযুক্তা ধ্ব অসীতিসুত্তন্তা উদানন্তি বেদিতব্বা।

কীরূপে বুদ্ধের ধর্ম অঙ্গবশে নববিধ (নয়প্রকার) হয়?

সূত্র, গেয়া, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুত ধর্ম এবং বেদল্য এগুলো নবঙ্গ বুদ্ধের শাসন নামে অভিহিত হয়।

(১) সূত্র : এখানে উভয় বিভঙ্গ, নিদ্দেশ, খন্ধক, পরিবার, সূত্রনিপাত, মঙ্গল সূত্র, রতন সূত্র এবং তুবট্টক সূত্র এবং অন্যান্য সূত্রনামাধেয় বুদ্ধবচনগুলো সূত্র নামে অভিহিত করা হয়েছে।

(২) গেয়া : সকল গাথায়ুক্ত সূত্রকে গেয়া বলা হয়েছে। বিশেষত সংযুক্ত নিকায়ের সকল সগাথাবর্গ।

(৩) ব্যাকরণ : সমগ্র অভিধর্মপিটক গাথাবিহীন সমস্ত সূত্র এবং অন্যান্য যা কিছু আট অঙ্গের যেসব বুদ্ধবাক্য আছে তৎসমুদয়কে ব্যাকরণ বলা হয়েছে।

(৪) গাথা : ধর্মপদ, থেরগাথা, থেরীগাথা ও সূত্রনিপাতের অমিশ্রিত গাথা জাতীয় সূত্রসমূহ গাথা নামে বলা হয়েছে।

(৫) উদান : চিত্তের আনন্দদায়ক জ্ঞানময় প্রতिसংযুক্ত বিরশিটি (৮২) সূত্রের সমষ্টিতে উদান বলা হয়েছে।

(৬) ইতিবুত্তক : ‘বুত্তংহেতং ভগবতাতি’—“ভগবান এরূপ বলেছেন” এরূপ উক্তির মাধ্যমে প্রবর্তিত একশ দশ (১১০)টি সূত্রই ‘ইতিবুত্তক’ নামে অভিহিত হয়েছে।

১। মূল ইতিবুত্তক গ্রন্থটিতে একশবারটি সূত্র বিদ্যমান রয়েছে।

কন্তুৎহতং ভগবতাতিআদিনয়প্লবন্তা দসুত্তরসতসুত্ততা, ইতিবন্তকন্তি
বেদিতব্বা। অপপ্লকজাতকাদীনি পঞঞাসাদিকানি। পঞজাতকসতানি,
জাতকন্তি বেদিতব্বা। চত্তারো মে ভিক্ষবে অচ্ছরিয়া অভূতধম্মা,
আনন্দেতিআদিনয়প্লবন্তা সকেপি অচ্ছরিয়া অভূতধম্মপটিসংযুত্তা সুত্ততা
অভূতধম্মন্তি বেদিতব্বা। চুল্লবেদল্ল, মহাবেদল্ল, সম্মাদিটিঠ, সন্ধপঞহ,
সজ্জারভাজনীয়, মহাপুল্লমসুত্তাদয়ো সকেপি বেদঞ্চ তুটিঠঞ্চ লদ্ধা [পুচ্ছ]
লদ্ধা পুচ্ছিতসুত্ততা, বেদল্লন্তি বেদিতব্বা। কতমানি চতুরাসীতি
ধম্মকথঙ্কসহস্সানি দুজানানি, চতুরাসীতি ধম্মকথঙ্কসহস্সানি সচে বিথারেন
কথিস্সং অতিপপঞ্চো ভবিস্সতি। তন্মা নয় বসেন কথিস্সামি। একং বথু,
একো ধম্মকথঙ্কো, একং নিদানং একো ধম্মকথঙ্কো, একং পঞহা পুচ্ছন্তং
একো ধম্মকথঙ্কো, একং পঞহা বিসজ্জনং একো ধম্মকথঙ্কো, চতুরাসীতি
ধম্মকথঙ্কসহস্সানি কেন ভাসিতানি, কথ ভাসিতানি, কদা ভাসিতানি,

(৭) জাতক : বুদ্ধের পূর্বজন্মবিষয়ক উক্তিগুলোর নাম জাতক। প্রজ্ঞা
সাধনায় অপপ্লকজাতকাদি মোট ৫৫০টি অপূর্ব কাহিনীর সমষ্টিকে জাতক
বলা হয়েছে।

(৮) অদ্ভুত ধর্ম : ‘হে ভিক্ষুগণ, আনন্দের চারটি অদ্ভুত ও আশ্চর্য ধর্ম
আছে’ ভগবান বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যবৃন্দের আশ্চর্য ও অদ্ভুত ঘটনায়ুক্ত
সূত্রসমূহের সমষ্টিকে অদ্ভুত ধর্ম বলে।

(৯) বেদল্য : ‘চুল্লবেদল্ল সুত্ত’ (চুল্লবেদল্য সূত্র) ‘মহাবেদল্ল সুত্ত’
(মহাবেদল্য সূত্র) সম্যকদৃষ্টি সূত্র, ‘সন্ধপঞহ সুত্ত’ (শত্রু-প্রশ্ন সূত্র)
‘সজ্জারভাজনীয় সুত্ত’ (সংস্কার ভাজনীয় সূত্র) ‘মহাপুল্লাস সুত্ত’ (মহাপরিপূর্ণ
সূত্র) প্রশ্নোত্তরাকারে কথিত জ্ঞান ও তুষ্টিকর সূত্র সমুদয়কে ‘বেদল্য’ বলা
হয়েছে।

কত প্রকারে চুরাশিহাজার ধর্মস্কন্ধ হয়?

যদি চুরাশিহাজার ধর্মস্কন্ধকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়—তাহলে
অতিশয় বিলম্ব হবে। তদ্ব্যতীত প্রণালীবশত প্রকাশ করব। এক বস্ত্র, এক
ধর্মস্কন্ধ, এক নিদান, এক ধর্মস্কন্ধ, এক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা এক ধর্মস্কন্ধ, এক
প্রশ্নের উত্তরে এক ধর্মস্কন্ধ।

চুরাশিহাজার ধর্মস্কন্ধ কেন ভাষিত হয়েছে? কোথায় ভাষিত হয়েছে?
কখন ভাষিত হয়েছে?

কমারনু ভাসিতানি, কিমথং ভাসিতানি, কেন ধারিতানি, কেনাভতানি, কিমথং পরিয়াপুণিতব্বানি। তত্রায়ং বিসজ্জনা, কেন ভাসিতানীতি? বুদ্ধানু বুদ্ধেহি ভাসিতানি। কথং ভাসিতানীতি? দেবেসু চ মানুস্বেসু চ, ভাসিতানি। কদা ভাসিতানীতি? ভগবতো ধরমানকালে চেব পচ্ছিমকালে চ ভাসিতানি। কতমারনু ভাসিতানীতি? পঞ্চবল্লিয়াদিকে বেনেয্য বন্ধবে আরনু ভাসিতানীতি। কিমথং ভাসিতানীতি? তিবজ্জঞ্চ অৰজ্জঞ্চ এত্তা বজ্জং পহায অৰজ্জে পটিপত্তিত্বা নিব্বানপরিয়ন্তে। দিট্ঠ-ধম্মিকসম্পরাযিকথে সম্পাপুণিতুং।

কেন ধারিতানীতি? অনুবুদ্ধেহি চেব সিম্পানুসিম্পেহি চ ধারিতানি। কেনা ভতানীতি? আচরিয় পরংপরেহি আভতানি।

কোথায় প্রারম্ভে ভাষণ করেছেন? কী উদ্দেশ্যে ভাষণ করেছেন? কেন ধারণ করেছেন? কেন জ্ঞাপিত হয়েছে? কী উদ্দেশ্যে জ্ঞানার্জন করা হয়েছে? সেই স্থানে প্রত্যুত্তরে কীরূপ ভাষণ করেছেন? এই চুরাশিহাজার ধর্মরুদ্ধ বুদ্ধ, বুদ্ধগণের দ্বারা ভাষণ করা হয়েছে। কোথায় ভাষিত হয়েছে? দেবতা এবং মনুষ্যর মধ্যে ভাষিত হয়েছে। কখন ভাষণ করেছেন? ভগবান বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভকালীন হতে পরিনির্বাণের অন্তিম সময় পর্যন্ত ভাষণ করেছেন। কখন বুদ্ধ প্রারম্ভে ভাষণ করেছেন? সর্ব প্রথম পঞ্চবর্গীয়^১ শিষ্যদের বারাণসীর মৃগদাবে ধর্মজ্ঞাত বা ধর্ম-আদেশের আবদ্ধে তাঁদের পথ সুগম করে দিয়েছেন। কী উদ্দেশ্যে ভাষণ করেছেন? লোভ, দ্বেষ, মোহ ও পাপকে জ্ঞাত হয়ে, সেই অহিতকর পাপ বর্জন করে সঠিক পথ নির্দেশ করে নির্বাণের চরম সীমায় পৌঁছার জন্য সম্যকজ্ঞানপ্রাপ্ত হয়ে নির্বাণের চরম ফলপ্রাপ্তি ও সত্যলব্ধেই ভবিষ্যৎ সম্পত্তি অর্জন করেন। সেই উদ্দেশ্যে ভাষণ করেছেন।

কীরূপে ধারণ করেন? অনুবুদ্ধগণ এবং শিষ্য-অনুশিষ্যের দ্বারাই ধারণ করেন। কীরূপে শিক্ষা করেন? আচার্য-পরম্পরায় (অনুক্রমে) শিক্ষা গ্রহণ করেন।

^১। কৌণ্ড্য, বপ্প, মহানাম, ভদ্রিয় এবং অশ্বজিত—এ পাঁচ জনই পঞ্চবর্গীয় শিষ্য নামে অভিহিত হয়।

কিমথাং পরিয়াপুণিতবানীতি? বজ্জং অৰজ্জং এত্বা বজ্জং পহায় অৰজ্জে পটিপত্তিত্বা নিব্বানপরিযন্তে দিট্ঠধম্মিকসম্পরাযিকথে, সংপাপুণিতুং, যদেবং তায় নিব্বানপরিযন্তে দিট্ঠধম্মিকসম্পরাযিকথে সাধিকানি হোন্তি। তেব তথ কেহি অগ্গমন্তেন পরিয়াপুণিতবানি ধারেতবানি ধারেতবানি বাচেতবানি সঙ্ঘায়ং কাতব্বানীতি ইতি চুল্লগছবংশে পিটকত্রয় দীপকো নাম পঠমো পরিচ্ছেদো।।

২. গহ্ণকারকাচরিয়-পরিচ্ছেদো

আচরিয়ো পন অথি। পোরাণাচরিয়া অথি, অট্টকথাচরিয়া অথি, গহ্ণকারকাচরিয়া অথি, তিবিধনামিকাচরিয়া। কতমে পোরাণাচরিয়া? পঠমসঙ্গায়নাযং পঞ্চসতা খীণাসবা পঞ্চল্লং নিকায়ানাং নামঞ্চ অথঞ্চ অধিগ্গায়ঞ্চ যদঞ্চ ব্যঞ্জন সোধনঞ্চ অৰসেসং কিচ্চং করিংসু। দ্বুতিয়সঙ্গায়নাযং সত্তসতা খীণাসবা তেসংযেব সদ্ধথাদিকং কিচ্চং পুন করিংসু।

কী উদ্দেশ্যে সম্যকভাবে জ্ঞানার্জন করা কর্তব্য? নিন্দনীয় (গর্হিত) পাপকর্ম জ্ঞাত হয়ে, সেই অহিতকর পাপকর্ম বর্জন করে সম্যক জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে নির্বাণের চরম ফল প্রাপ্তি ও সত্যলব্ধেই পরলোকের সম্পত্তি লাভ করেন। যা এরূপে সেই নির্বাণ, চরম ফলপ্রাপ্তির মধ্যে প্রত্যক্ষদর্শী পারলৌকিক উচ্চতর জ্ঞানসম্পন্ন হন। এখানে তাদেরই অপ্রমত্তের মাধ্যমে জ্ঞানার্জন, ধারণ, আবৃত্তি ও ধ্যান করা উচিত।

চুল্ল গ্রন্থ বংশে পিটকত্রয় দীপকের

নাম প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত

(২) গ্রন্থ কারক আচার্য-পরিচ্ছেদ

এখানে প্রধানত তিন প্রকার আচার্য দেখা যায় বা (আছেন)। যথা : (১) পুরাণ (অভিজ্ঞ) আচার্য, (২) অর্থকথা আচার্য, (৩) গ্রন্থকারক আচার্য। কাকে পুরাণ আচার্য বলেন? প্রথম সঙ্গায়নে পঁচশত (৫০০) ক্ষীণাস্রব (আসবক্ষয়কারী)গণ পঁচটি নিকায়ের নাম, অর্থ, অভিপ্রায় (ইচ্ছা) যা সংশোধনে অবশেষে কৃত্য সম্পাদন করেছিলেন। দ্বিতীয় সঙ্গায়নে সেই সাতশ (৭০০) ক্ষীণাস্রব অর্হৎগণ অনুরূপভাবে এর বিবাদ সর্বপ্রথমে করণীয় কৃত্য সম্পাদন করেছিলেন।

ততিয়সঙ্গায়নাং সহস্ৰমন্তা খীণাসবা তেসংযেব সদ্দথাদিকং কিচ্ছং পুন
করিংসু। ইচ্চেবং হ্বেসতাধিকা হ্বেসহস্প খীণাসবা মহাকচ্চায়নং ঠপেত্তা
অবসেসা পোরাণাচরিয়া নাম। যে পোরাণাচরিয়া তেযেব অটঠকথাচরিয়া
নাম। কতমে গচ্ছকারকাচরিয়া? মহাঅটঠকথিকাপেভদঅনেকাচরিয়া
গচ্ছকারকাচরিয়া নাম। কতমে তিবিধ নামাচরিয়া মহাকচ্চায়নো তিবিধনামং।
কতমে গচ্ছা মহাকচ্চায়নে কতা? কচ্চায়নগচ্ছো, মহানিরুত্তিগচ্ছো,
চুল্লনিরুত্তিগচ্ছো, যমকগচ্ছো, নেত্তিগচ্ছো, পেটকোপদেশগচ্ছোতি, ইমে ছ গচ্ছা
মহাকচ্চায়নে কতা। কতমে অনেকাচরিয়েন কতা গচ্ছা? মহাপচ্চরিকাচরিয়ো
মহাপচ্চরিয়ং নাম গচ্ছং অকাসি। মহাকুরুন্দিকাচরিয়ো কুরুন্দি নাম গচ্ছং
অকাসি। অঞত্তরো আচরিয়ো মহাপচ্চরিয় গচ্ছস্প অটঠকথং অকাসি।
অঞত্তরো আচরিয়ো কুরুন্দি গচ্ছস্প অটঠকথং অকাসি, মহাবুদ্ধঘোসা
নামচরিয়ো বিসুদ্ধিমল্লো দীঘনিকায়স্প সুমঙ্গলবিলাসনি নাম অটঠকথা,

তৃতীয় সঙ্গায়নেও একহাজার ক্ষীণাস্রব অর্হৎগণও প্রারম্ভে পুনরায় এর
বিবাদ মীমাংসা করণীয়কৃত্য সম্পাদন করেছিলেন। এরূপ মহাকচ্চায়নকে
রেখে দুহাজার দুষত অবশিষ্ট পুরাণ আচার্য নামে অভিহিত হন। যাঁরা
পুরাণ আচার্য তাঁরা তদনুরূপই অর্থকথাচার্য নামেও অভিহিত হন। কীরূপে
গ্রন্থকারক আচার্য হন? মহাঅর্থকথিক প্রভেদে অনেক আচার্য গ্রন্থ কারক
আচার্য নামে অভিহিত হন। কী প্রকারে মহাকচ্চায়নসহ ত্রিবিধ নাম আচার্য
হন? কী প্রকারে গ্রন্থসমূহ মহাকচ্চায়ন দ্বারা প্রস্তুতকৃত হয়েছে? (১)
কচ্চায়ন গ্রন্থ, (২) মহানিরুত্তি গ্রন্থ (৩) চুল্ল নিরুত্তি গ্রন্থ, (৪) যমক গ্রন্থ,
(৫) নেত্তি গ্রন্থ এবং (৬) পেটকোপদেশ গ্রন্থ—এই ছয়টি গ্রন্থ মহাকচ্চায়ন
দ্বারা কৃত (রচিত) হয়েছে। কী প্রকারে বহু (অনেক) আচার্য দ্বারা কৃত
গ্রন্থদ্বয় রচিত হয়েছে? মহাপচ্চরিক আচার্য ‘মহাপচ্চরিক’ নামক গ্রন্থটি
তৈরি করেছিলেন। মহাকুরুন্দিক আচার্য ‘কুরুন্দি’ নামক গ্রন্থটি তৈরি
করেছিলেন। জনৈক আচার্য মহাপচ্চরিক গ্রন্থের অর্থকথা তৈরি
করেছিলেন। মহাবুদ্ধঘোষ নামক আচার্য বিশুদ্ধিমার্গ, দীঘনিকায়ের সুমঙ্গল
বিলাসিনী নামক অর্থকথা,

মজ্জিমনিকায়স্স পপঞ্চসূদনী নাম অট্টকথা, সংযুক্তনিকায়স্স সারথপ্পকাসিনী নাম অট্টকথা, অঙ্গুত্তরনিকায়স্স মনোরথপূরণী নাম অট্টকথা, পঞ্চবিনয় গহ্বানং সমন্তপাসাদিকা নাম অট্টকথা, সত্তম্নং অভিধম্মগহ্বানং পরমথকথা নাম অট্টকথা, পাতিমোক্ষ সংখাতায় মাতিকায় কজ্জাবিতরণীতি বिसुद्धि নাম অট্টকথা, ধম্মপদস্স অট্টকথা, জাতকস্স অট্টকথা, খুদ্দকপাঠস্স অট্টকথা, সুত্তনিপাতস্স অট্টকথা, অপদানস্স অট্টকথাতি, ইমে তেরস গচ্ছে অকাসি। বুদ্ধদত্তো নামাচরিয়ো বিনয় বিনিচ্ছয়ো, উত্তরবিনিচ্ছয়ো, অভিধম্মাবতারো, বুদ্ধবংশস্স মধুরথবিলাসিনী নাম অট্টকথাতি, ইমে চত্তারো গচ্ছে অকাসি। আনন্দো নামাচরিয়া সত্তাভিধম্মগহ্বট্টকথায় মূটীকং নাম টীকং অকাসি। ধম্মপালাচরিয়ো নেত্তিপ্পকরণট্টকথা, ইতিবুত্তকট্টকথা, উদানট্টকথা, চরিয়াপিটকট্টকথা, থেরকথট্টকথা, থেরীকথট্টকথা, বিমানবথুস্স বিমলবিলাসিনি নাম অট্টকথা, পেতবথুস্স বিমলবিলাসিনি নাম অট্টকথা, বिसुद्धिमज्झस্স পরমথমজ্জুসা নাম টীকা, দীঘনিকায়স্স অট্টকথাদীনং চতুম্নং অট্টকথানং লীনথপ্পকাসনি নাম টীকা

মধ্যম নিকায়ের পপঞ্চসূদনী নামক অর্থকথা, সংযুক্ত নিকায়ের সারথ পকাসিনী নামক অর্থকথা, অঙ্গুত্তর নিকায়ের মনোরথপূরণী নামক অর্থকথা, পঞ্চ (পাঁচ) বিনয় গ্রন্থের সমন্তপাসাদিকা নামক অর্থকথা, সাতটি অভিধর্ম গ্রন্থের পরামথকথা নামক অর্থকথা, পাতিমোক্ষ মাতিকা কজ্জা বিতরণী (সন্দেহ দূরীকরণ), বিশুদ্ধি নামক অর্থকথা, ধর্মপদ অর্থকথা, জাতক অর্থকথা, খুদ্দক পাঠের অর্থকথা, সুত্তনিপাতের অর্থকথা, অপদান অর্থকথা এই তেরটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

বুদ্ধদত্ত নামক আচার্য বিনয় বিনিচ্ছয়, উত্তর বিনিচ্ছয়, অভিধর্মাবতার এবং বুদ্ধবংশের মধুরথ বিলাসিনী অর্থকথা—এই চারি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। আনন্দ নামক আচার্য সত্তা অভিধর্ম গ্রন্থের অর্থকথার মূল টীকা নামক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। আচার্য ধর্মপাল নেত্তিপ্পকরণ অর্থকথা, ইতিবুত্তক অর্থকথা, উদান অর্থকথা, চরিয়া পিটক অর্থকথা, থেরগাথা অর্থকথা, থেরীগাথা অর্থকথা, বিমানবথুর বিমল বিলাসিনী নামক অর্থকথা, প্রেতবথুর বিমল বিলাসিনী নামক অর্থকথা, বিশুদ্ধিমাগের পরমার্থ মজ্জুসা নামক টীকা, দীঘনিকায়ের চারি অর্থকথা, লীনার্থপ্রকাশনী নামক টীকা,

নেতিপকরণটীকথায় টীকা, বুদ্ধবংশটীকথায় পরমতদীপনী নাম টীকা, অভিধম্মটীকথায় টীকা লীনত্ববল্লনা নাম অনুটীকাতি ইমে চুদ্দস মন্তে গছে অকাসি।

ধে পুস্বাচরিয়ানা চরিয়ানিরুত্তি মঞ্জুসং নাম চুল্লনিরুত্তি টীকঞ্চ মহানিরুত্তি সংক্ষেপঞ্চ অকংসু। মহাবজিরবুদ্ধিনামাচরিয়ো বিনয়গণ্ঠিনাম পকরণং অকাসি। দীপঙ্করসজ্জাতো বিমলবুদ্ধি নামাচরিয়ো মুখমন্তদীপনী নামকং ন্যাসপ্ধকরণং অকাসি। চুল্লবজিরবুদ্ধি নামাচরিয়ো অথব্যাক্য্যানং নাম পকরণং অকাসি।

দীপঙ্করো নামাচরিয়ো রূপসিদ্ধি পকরণং, রূপসিদ্ধি টীকং, সম্পপঞ্চ সুত্তক্ষেতি তিবিধং পকরণং অকাসি। আনন্দাচরিয়স্স জেট্ঠসিস্সো ধম্মপালো নামাচরিয়ো সচ্চসংক্ষেপং নাম পকরণং অকাসি। কস্সপো নামাচরিয়ো মোহবিচ্ছেদনী, বিমতিচ্ছেদনী, দসবুদ্ধবংশো, অনাগতবংশোতি, চতুবিধং পকরণং অকাসি।

মহানামো নামাচরিয়ো, সদ্ধম্মপকাসনী নাম পটিসম্ভিদামল্লস্স অট্টকথং অকাসি।

নেতিপ্রকরণ অর্থকথার টীকা, বুদ্ধবংশ অর্থকথার পরমার্থ দীপনী নামক টীকা, অভিধর্ম অর্থকথার টীকা, লীনার্থ বর্ণনা নামক অনুটীকা—এই চৌদ্দটি (১৪) গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

দুই পূর্ব আচার্য নামে চরিয়া নিরুত্তি এবং মঞ্জুসা নামক চুল্লনিরুত্তি সংক্ষেপে রচনা করেছিলেন। মহাবজিরবুদ্ধি নামক আচার্য ‘বিনয়গণ্ঠি’ নামক প্রকরণ (অধ্যায়, প্রসঙ্গ) রচনা করেছিলেন। দীপংকর বিমলবুদ্ধি নামক আচার্য তথাকথিত ‘মুখমন্তদীপনী’ নামক ন্যাসপ্রকরণ রচনা করেছিলেন। চুল্লবজিরবুদ্ধি নামক আচার্য ‘অর্থব্যাক্য্য’ নাম প্রকরণ (অধ্যায়, প্রসঙ্গ) রচনা করেছিলেন।

দীপংকর নামক আচার্য রূপসিদ্ধি প্রকরণ, রূপসিদ্ধি টীকা, সম্প্রপঞ্চ সূত্রের ত্রিবিধ প্রকরণ রচনা করেছিলেন। আনন্দ আচার্যের জ্যেষ্ঠ শিষ্য ধর্মপাল নামক আচার্য ‘সত্যসংক্ষেপ’ নাম প্রকরণ রচনা করেছিলেন। কশ্যপ নামক আচার্য মোহবিচ্ছেদনী, বিমতিচ্ছেদনী, দশবুদ্ধবংশ, অনাগতবংশ—এই চারিবিধ প্রকরণ (অধ্যায়, প্রসঙ্গ) রচনা করেছিলেন।

মহানাম নামক আচার্য সদ্ধর্ম প্রকাশনী নামে ‘প্রতিসম্ভিদামার্গ অর্থকথা’ রচনা করেছিলেন।

দীপবংশো, থূপবংশো, বোধিবংশো, চুল্লবংশো, মহাবংশো, পটিসম্ভিদামগ্গট্টকথা গণ্ঠি চেতি ইমে ছ গছা মহানাচরি বिसुं विसुं कता। नबो महानामो नामाचरियो नबं महावंस नाम पकरणं अकासि। उपसेनो नामाचरियो सद्धम्मपज्झातिकं नाम महानिदेशस्स अट्ठकथं अकासि। मोग्गलानो नामाचरियो मोग्गलानव्याकरणं नाम पकरणं अकासि। सज्जरक्खितो नामाचरियो, सुबोधलङ्कारं नाम पकरणं अकासि। बुत्तोदयकारो नामाचरियो बुत्तोदयं नाम पकरणं अकासि। धम्मसिरो नामाचरियो खुदकसिक्खं नाम पकरणं अकासि। पुराणखुदकसिक्खाय टीका, मूलसिक्खा चेति, इमे द्वे गच्छा देहाचरियेहि विसुं विसुं कता। अनुरुद्धो नामाचरियो परमार्थविनिच्छयं, नामरूपपरिच्छेदं, अभिधम्मसङ्गहं चेति त्रिविधं पकरणं अकासि। थेमो नामाचरियो थेमं नाम पकरणं अकासि। सारिपुत्तो नामाचरियो विनयट्ठकथाय सारथदीपनी नाम टीकं; विनयसङ्गहपकरणं, विनयसङ्गहस्सटीकं; अङ्गुत्तरट्ठकथाय सारथमङ्गुसं नाम नबं टीकं; पक्खिका टीकंवेति, इमे पञ्च गच्छे अकासि।

দীপবংশ, থূপবংশ, বোধিবংশ, চুল্লবংশ, মহাবংশ এবং প্রতিসম্ভিদামার্গ অর্থকথা গণ্ঠি (জটিল)—এই ছয়টি গ্রন্থ আলাদাভাবে রচনা করেছিলেন।

নব (নয়) মহানাম, আচার্য 'নব মহাবংশ' নামক প্রকরণ রচনা করেছিলেন। উপসেন আচার্য সদ্ধর্ম পজ্জাতিক নামক 'মহানিদেশ অর্থকথা' রচনা করেছিলেন। মোগ্গালান নামক আচার্য 'মোগ্গালান ব্যাকরণ' প্রকরণ রচনা করেছিলেন। সজ্জরক্ষিত নামক আচার্য 'সুবোধলংকার' নামক প্রকরণ রচনা করেছিলেন। বুত্তোদয়কার নামক আচার্য 'বুত্তোদয়' প্রকরণ রচনা করেছিলেন। ধর্মসিরি নামক আচার্য 'খুদ্ধক শিক্ষা' প্রকরণ রচনা করেছিলেন। পুরাণ খুদ্ধক শিক্ষার টীকা, মূলশিক্ষা এই দুই গ্রন্থদ্বয় দুই আচার্যের দ্বারা পৃথকভাবে রচনা করেছিলেন।

অনুরুদ্ধ নামক আচার্য পরমার্থ বিনিচ্ছয়, নাম-রূপ পরিচ্ছেদ, অভিধর্মার্থ সংগ্রহ—এই ত্রিবিধ প্রকরণ (অধ্যায়, প্রসঙ্গ) রচনা করেছিলেন। থেমো নামক আচার্য ক্ষেম (নিরাপদ) প্রকরণ রচনা করেছিলেন। সারিপুত্র নামক আচার্য বিনয় অর্থকথার সারথদীপনী নামক টীকা, বিনয়সঙ্গহ প্রকরণ, বিনয় সঙ্গহের টীকা, অঙ্গুত্তর নিকায় অর্থকথার সারথ মঙ্গুসং নব টীকা এবং পঙ্খিক টীকা—এই পাঁচটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

বুদ্ধনাগো নামাচরিয়ো বিনয়থমঞ্জুসং নাম কজ্জাবিতরণীয়া টীকাং অকাসি। নবো মোল্ললানো নামাচরিয়ো অভিধানপ্পদীপিকাং নাম পকরণং অকাসি। বাচিস্সরো নামাচরিয়ো মহাসামি নাম সুবোধালঙ্কারস্স টীকা, বৃত্তোদয় বিবরণং, সুমঙ্গলপ্পসাদনি নাম খুদ্ধসিক্খায় টীকা; সম্বন্ধচিত্তা, সম্বন্ধচিত্তায় টীকা; বালাবতারো, মোল্ললানব্যাকরণস্স পক্ষিকায় টীকা; যোগবিনিচ্ছয়ো, বিনয়বিনিচ্ছয়স্স টীকা, উত্তরবিনিচ্ছয়স্স টীকা, নামরূপ-পরিচ্ছেদস্স বিভাগো, সম্বন্ধস্স পদরূপবিভাবনং; থেমস্স পকরণস্স টীকা, সীমালঙ্কারো, মূলসিক্খায় টীকা, রূপবিভাগো, পচ্চয়সঙ্গহো, সচ্চসংক্ষেপস্স টীকা চেতি, ইমে অট্টারস গচ্ছে অকাসি।

সুমঙ্গলো নামাচরিয়ো অভিধম্মাবতারস্সটীকাং, অভিধম্মথসঙ্গহস্সটীকাং দুবিধং পকরণং অকাসি। বুদ্ধপিয়ো নামাচরিয়ো সারথসঙ্গহং নাম পকরণং অকাসি। ধম্মকিত্তি নামাচরিয়ো দত্তধাতু পকরণং অকাসি। মেধঙ্করো নামাচরিয়ো জিনচরিতং নাম পকরণং অকাসি। বুদ্ধরক্ষিতো নামাচরিয়ো জিনলঙ্কারং, জিনলঙ্কারস্স টীকাংগতি দুবিধং পকরণং অকাসি। উপতিস্সো নামাচরিয়ো অনাগতবংশস্স অট্টকথং অকাসি।

বুদ্ধনাগ নামক আচার্য বিনয় অর্থ মঞ্জুসা নামক কজ্জাবিরতণী (সন্দেহ দূরীকরণ) টীকা রচনা করেছিলেন। নব মোল্ললান নামক আচার্য অভিধান প্রদীপিকা নামে প্রকরণ রচনা করেছিলেন। বাচিস্সর নামক আচার্য মহাসামী নামে সুবোধলঙ্কারের টীকা, বৃত্তোদয় বিবরণ, সুমঙ্গলপ্পসাদনী নামে খুদ্ধক শিক্ষার টীকা, সম্বন্ধচিত্তা ও সম্বন্ধচিত্তার টীকা, বালাবতার, মোল্ললান ব্যাকরণের পক্ষিকার টীকা, যোগ বিনিচ্ছয়ের টীকা, উত্তর বিনিচ্ছয়ের টীকা, নাম-রূপ পরিচ্ছেদ বিভাগ, প্রত্যয় সংগ্রহ এবং সত্য সংক্ষেপের টীকা—এই আটার (১৮)টি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

সুমঙ্গল নামক আচার্য অভিধর্মাবতারের টীকা, অভিধর্মার্থ সংগ্রহের টীকা—এই দ্বিবিধ প্রকরণ রচনা করেছিলেন। বুদ্ধপ্রিয় নামক আচার্য ‘সারার্থ সংগ্রহ’ প্রকরণ রচনা করেছিলেন। ধর্মকীর্তি নামক আচার্য ‘দত্ত (দাঁত) ধাতু’ প্রকরণ রচনা করেছিলেন। মেধাঙ্কর নামক আচার্য ‘জিনচরিত’ নামে প্রকরণ রচনা করেছিলেন। বুদ্ধরক্ষিত নামক আচার্য জিনলংকার এবং জিনলংকারের টীকা দ্বিবিধ প্রকরণ রচনা করেছিলেন। উপতিষ্য নামক আচার্য ‘অনাগত বংশের অর্থকথা’ রচনা করেছিলেন।

কঙ্খাবিতরগীয়া লীনথল্লকাসিনি, নিসন্দেহো, ধম্মানুসারগী, ঐয়েয়্যাসত্ততি, ঐয়েয়্যাসত্ততিয়া টীকা, সুমত্তাদাবতারো, লোকপঞ্জ্ঞপ্তি পকরণং, তথাগতুপ্তি পকরণং, নলাটধাতু বণনা, সীহলবথু, ধম্মদীপকো, পটিপত্তিসঙ্গহো, বিসুদ্ধিমল্লগ্গি, অভিধম্মগ্গি, নেত্তিপকরণগ্গি, বিসুদ্ধিমল্লচুল্লনবটীকা, সোতব্বমালিনী, পসাদজননী, ওকাসলোকো, সুবোধালঙ্কারস্প নব টীকা চেতি, ইমে বীসতি গচ্ছা বীসতাচরিয়েহি বিসুং বিসুং কতা।

সদ্ধম্মসিরি নামাচরিয়ে সদ্ধথভেদচিন্তা নাম পকরণং অকাসি। দেবো নামাচরিয়ে সুমন কূটবল্লনং নাম পকরণং অকাসি। চুল্লবুদ্ধঘোসো নামাচরিয়ে সোতথকিনিদানং নাম পকরণং অকাসি। রট্টপালো নামাচরিয়ে মধুরসঙ্গাহীকিত্তি নাম পকরণং অকাসি। সুভূতচন্দো নামাচরিয়ে লিঙ্গথবিবরণ-পকরণং অকাসি। অল্লবংসো নামাচরিয়ে সদ্ধনীতি পকরণং নাম অকাসি। বজিরবুদ্ধি নামাচরিয়ে মহাটীকং নাম ন্যাসপকরণটীকং অকাসি। গুণসাগরো নামাচরিয়ে মুখমত্তসারং, মুখমত্তসারস্প টীকঞ্চ দ্বিবিধং পকরণং অকাসি।

বিশজন আচার্যের দ্বারা কঙ্খাবিতরগীর লীনথল্লকাসিনি, নিসন্দেহো, ধম্মানুসারগী, ঐয়েয়্যাসত্ততি (জ্জৈয়্য অনবচ্ছেদ), ঐয়েয়্য সত্ততির টীকা, সুমত্তাদাবতার, লোক প্রজ্ঞাপ্তি প্রকরণ, তথাগত উৎপত্তি প্রকরণ, নলাটধাতু বণনা, সীংহল বথু, ধর্মদীপিকা, প্রতিপত্তি সংগ্রহ, বিশুদ্ধিমার্গ গ্গি, অভিধর্ম গ্গি, নেত্তিপ্রকরণ গ্গি, বিশুদ্ধিমার্গ চুল্ল নব টীকা, সোতব্বমালিনী, প্রসাদ জননী, ওকাসলোক, সুবোধলংকারের নব টীকা এই বিশটি (২০) গ্রন্থ আলাদাভাবে তাঁরা রচনা করেছিলেন।

সদ্ধর্মসিরী নামক আচার্য 'সদার্থভেদ চিন্তা' নামে প্রকরণ রচনা করেছিলেন। দেব নামক আচার্য 'সুমনকূট বর্ণনা' নামে প্রকরণ রচনা করেছিলেন। চুল্লবুদ্ধঘোষ নামক আচার্য 'স্রোতর্থ কিনিদান' প্রকরণ নামে রচনা করেছিলেন। রট্টপাল নামক আচার্য 'মধুরসঙ্গাহীকীর্তি' নামক প্রকরণ রচনা করেছিলেন। সুভূত চন্দ্র নামক আচার্য 'লিঙ্গার্থ বিবরণ' প্রকরণ রচনা করেছিলেন। অগ্রবংশ নামক আচার্য 'শদ্ধনীতি' প্রকরণ রচনা করেছিলেন। বজিরবুদ্ধি নামক আচার্য 'মহাটীকা' নামে ন্যাস প্রকরণ টীকা রচনা করেছিলেন। গুণসাগর নামক আচার্য মুখমত্তসার এবং মুখমত্ত সারের টীকা এই দ্বিবিধ প্রকরণ রচনা করেছিলেন।

অভযো নামাচরিয়ো সদ্ধথভেদচিন্তায় মহাটীকং অকাসি। এগণসাগরো নামাচরিয়ো লিঙ্গথবিবরণপ্লাসনং নাম পকরণং অকাসি। অঞএত্তরো আচরিয়ো গূলথটীকং, বালপ্লাবোধনঞ্চ দুবিধং পকরণং অকাসি। অঞএত্তরো আচরিয়ো সদ্ধথ-ভেদচিন্তায় মজ্জিমটীকং অকাসি। উত্তমো নামাচরিয়ো বালাবতারটীকং, লিঙ্গথবিবরণটীকঞ্চ দুবিধং পকরণং অকাসি। অঞএত্তরো আচরিয়ো সদ্ধথভেদচিন্তায় নব-টীকং অকাসি। একো অমচ্ছো অভিধানপ্লদীপিকায়টীকং, গণ্ঠিপকরণস্স দণ্ঠীপ্লকরণস্স মাগধভূতং টীকং, কোলদ্ধজনস্স স্কটভাসায় কতটীকঞ্চ ত্রিবিধং পকরণং অকাসি। ধম্মসেনাপতি নামাচরিয়ো কারিকং, এতিমাসপিদীপনী, মনোহারঞ্চ ত্রিবিধং পকরণং অকাসি। অঞএত্তরো আচরিয়ো কারিকায় টীকং অকাসি। অঞএত্তরো আচরিয়ো এতিমাসপিদীপিকায় টীকং অকাসি।

অঞএত্তরো আচরিয়ো সদ্ধবিন্দু নাম পকরণং অকাসি। সদ্ধম্মগুরু নামাচরিয়ো সদ্ধবুত্তিপ্লাসকং নাম পকরণং অকাসি। সারিপুত্তো নামাচরিয়ো সদ্ধবুত্তিপ্লাসকস্স টীকং অকাসি।

অভয় নামক আচার্য শব্দার্থভেদ চিন্তার ‘মহাটীকা’ রচনা করেছিলেন। জ্ঞানসাগর নামক আচার্য ‘লিঙ্গার্থ বিবরণ’ প্রকাশন নামে রচনা করেছিলেন। জনৈক আচার্য গূলার্থ টীকা এবং বালপ্রবোধন দ্বিবিধ প্রকরণ রচনা করেছিলেন। জনৈক আচার্য সদার্থ ভেদ চিন্তার ‘মধ্যম টীকা’ রচনা করেছিলেন। উত্তম নামক আচার্য বালাবতার টীকা এবং লিঙ্গার্থ বিবরণ টীকা এই দ্বিবিধ প্রকরণ রচনা করেছিলেন। জনৈক আচার্য সদার্থভেদ চিন্তার নব-টীকা রচনা করেছিলেন। এক অমাত্য (মন্ত্রী) অভিধান প্রদীপিকার টীকা, গণ্ঠপ্রকরণ দণ্ঠী প্রকরণের মাগধীভূত টীকা এবং কুলদ্ধজন নিজ ভাষার কৃত টীকা ত্রিবিধ প্রকরণ রচনা করেছিলেন। ধর্মসেনাপতি নামক আচার্য কারিকং (শ্লোক), এতিমাসপিদীপনী এবং মনোহার ত্রিবিধ প্রকরণ রচনা করেছিলেন। জনৈক আচার্য ‘কারিকার (শ্লোক) টীকা’ রচনা করেছিলেন। জনৈক আচার্য ‘এতিমাসপি দীপিকার টীকা’ রচনা করেছিলেন।

জনৈক আচার্য ‘শব্দবিন্দু’ নামক প্রকরণ রচনা করেছিলেন। সদ্ধর্মগুরু নামক আচার্য ‘শব্দবুত্তি’ প্রকাশক নামে প্রকরণ রচনা করেছিলেন। সারিপুত্র নামক আচার্য ‘শব্দবুত্তি প্রকাশের টীকা’ রচনা করেছিলেন।

অঞএওতরো আচরিয়ো কচ্চায়নসারং নাম পকরণং কচ্চায়নসারস্প টীকঞ্চ
 দুবিধং পকরণং অকাসি। নবো মেধঙ্করো নামাচরিয়ো লোকদীপকসারং নাম
 পকরণং অকাসি। অল্পপণ্ডিতো নামাচরিয়ো লোকপুণ্ডিত নাম পকরণং অকাসি।
 চীবরো নামাচরিয়ো জজ্ঞাদাসকস্প টীকং অকাসি। মাতিকথদীপনী,
 অভিধম্মথসঙ্গহবর্ণনা, সীমালঙ্কারস্পটীকা, বিনয়সমুষ্ঠানদীপনী টীকা, গণ্ঠি
 সারো, পট্টানগণনা নযো, সূত্রনিদ্দেশো, প্রাতিমোক্ষো, চেতি, ইমে অট্ট
 গচ্ছে সদ্ধম্মজ্যোতিপালাচরিয়ো অকাসি। বিমলবুদ্ধি নামাচরিয়ো অভিধম্ম-
 পল্পরসট্টানং নাম পকরণং অকাসি। নবো বিমলবুদ্ধি নামাচরিয়ো
 সদ্ধসারথজালিনী, সদ্ধসারথজালিনিয়া টীকা, বৃত্তোদয় টীকা, পরমথমজ্জুসা
 নাম অভিধম্মসঙ্গহটীকায় অনুটীকা দসগণ্ঠিবর্ণনা,
 মাগধভূতাবিদম্মমুখমণ্ডনটীকা চেতি ইমে ছ গচ্ছে অকাসি। অঞএওতরো
 আচরিয়ো পঞ্চপকরণটীকায় নবানুটীকং অকাসি। অরিয়বংশো নামাচরিয়ো
 অভিধম্মসঙ্গহ-টীকায় [পরমথ] মণিসারমজ্জুসং নাম নবানুটীকং অকাসি।
 অভিধম্মথসঙ্গহস্প টীকা, পেটকোপদেসস্প টীকা, চতুভাগবারস্প অট্টকথা,
 মহাসারপকাসনী, মহাদীপনী,

জৈনৈক আচার্য কচ্চায়নসার নাম প্রকরণ এবং কচ্চায়ন সারের টীকা দ্বিবিধ
 প্রকরণ রচনা করেছিলেন। নব মেধাঙ্কর নামক আচার্য 'লোকদীপক সার'
 নাম প্রকরণ রচনা করেছিলেন। অল্পপণ্ডিত নামক আচার্য 'লোক উৎপত্তি'
 নাম প্রকরণ রচনা করেছিলেন। চীবর নামক আচার্য 'জজ্ঞাদাসকের টীকা'
 রচনা করেছিলেন। সদ্ধম্মজ্যোতিপাল নামক আচার্য মাতিকার্থদীপনী,
 অভিধর্মার্থ সংগ্রহ বর্ণনা, সীমালংকার টীকা, বিনয় সমুখানদীপনী টীকা,
 গণ্ঠিসার, পট্টানগণনা নব, সূত্রনিদ্দেশ, প্রাতিমোক্ষ—এই আটটি গ্রন্থ রচনা
 করেছিলেন। বিমলবুদ্ধি নামক আচার্য অভিধর্ম-পল্পরসট্টান নাম প্রকরণ
 রচনা করেছিলেন। নব বিমলবুদ্ধি নামক আচার্য শব্দ সারথজালিনী, শব্দ
 সারথজালিনীর টীকা, বৃত্তোদয় টীকা, পরামার্থ মজ্জুসা, অভিধর্ম সংগ্রহ
 টীকার অনুটীকা, দশগণ্ঠি বর্ণনা এবং মাগধভূতাবিদম্মমুখমণ্ডন টীকা—এই
 ছয়টি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। জৈনৈক আচার্য পঞ্চপ্রকরণ টীকার নবানুটীকা
 রচনা করেছিলেন। আর্যবংশ নামক আচার্য অভিধর্ম সংগ্রহের টীকা মণিসার
 মজ্জুসা নামে নব অনুটীকা রচনা করেছিলেন। অভিধর্মার্থ সংগ্রহের টীকা,
 পেটকোপদেস টীকা, চারিভাগবারের অর্থকথা, মহাসার প্রকাশনী,
 মহাদীপনী,

সারথদীপনী গতি পকরণং, হথসারো, ভুম্মসঙ্গহো, ভুম্মনিদ্দেশো, দসবথুকাযবিরতিটীকা, জোতনা নিরুত্তি, বিভক্তিকথা, কচ্চায়নবিবরণা, সন্ধম্মমালিনী, পঞ্চগতি বগ্ননা, বালচিন্তপবোধনং, ধম্মচক্কসুত্তস্প নবট্টকথা, দত্তধাতু পকরণস্প টীকা চেতি, ইমে বীসতি গহ্বা নানাচরিয়েহি কতা, অঞ্জএৱানি পন পকরণানি অথি।

কতমানি সন্ধম্মো পায়নো, বালপ্পবোধনপকরণস্প টীকা চ, জিনালঙ্কারপকরণস্প নবটীকা চ, লিঙ্গথবিবরণং, লিঙ্গবিনিচ্ছয়ো; পাতিমোকথবিবরণং, পরমথকথাবিবরণং, সমস্তপাসাদিকা বিবরণং, চতুভাগবারট্টকথা বিবরণং, অভিধম্মথসঙ্গহবিবরণং, সচ্চসঙ্কেপবিবরণং, সন্ধথভেদচিন্তাবিবরণং, সন্ধবত্তিবিবরণং, কচ্চায়নসারবিবরণং, অভিধম্মথসঙ্গহস্প টীকা বিবরণং, মহাবেস্সসত্তরাজাতকস্প বিবরণং, সন্ধাভিমতং, মহাবেস্সসত্তরাজাতকস্প নবট্টকথা, পঠম সংবোধি, লোকনেত্তি চ, বুদ্ধঘোষাচারিয়নিদানং মিলিন্দপঞ্জহা বগ্ননা, চতুরা রকথা, চতুরকথায় অট্টকথা, সন্ধবত্তিপকরণস্প নবটীকা, ইচ্ছেবং পঞ্চবীসতি পমাণানি পকরণানি লঙ্কো দীপাদীসুট্টানেসু পণ্ডিতেহি কতানি অহেসুং,

সারথদীপনী গতি প্রকরণ, হথসার, ভুম্মসঙ্গহ, ভুম্মনিদ্দেশ, দশবথুকায বিরতি টীকা, জোতনা নিরুত্তি, বিভক্তি কথা, কচ্চায়ন বিবরণ, সন্ধম্ম (সন্ধর্ম) মালিনী, পঞ্চগতি বর্ণনা, বালচিন্ত প্রবোধন, ধর্মচক্র সূত্রের নব অর্থকথা, দত্তধাতু এবং প্রকরণ টীকা—এই বিশটি (২০) গ্রন্থ বিভিন্ন আচার্যের দ্বারা রচিত হয়েছে। তদ্রূপভাবে অন্য প্রকরণসমূহ রয়েছে।

সাধারণত সন্ধর্ম গ্রন্থ কয় প্রকার? বালপ্রবোধন প্রকরণ টীকা, জিনালঙ্কার প্রকরণ নব টীকা, লিঙ্গার্থ বিবরণ, লিঙ্গ বিনিচ্ছয়, পাতিমোক্ষ বিবরণ, পরমার্থকথা বিবরণ, সমস্তপাসাদিকা বিবরণ, চতুভাগবার অর্থকথা বিবরণ, অভিধর্মার্থ সংগ্রহ টীকা বিবরণ, সত্য সংক্ষেপ বিবরণ, শব্দার্থভেদ চিন্তা বিবরণ, শব্দবুত্তি বিবরণ, কচ্চায়নসার বিবরণ, অভিধর্মার্থ সংগ্রহের বিবরণ, মহাবেস্সসত্তর জাতকের বিবরণ, সন্ধাভিমত, মহাবেস্সসত্তর জাতকের নব অর্থকথা, প্রথম সংবোধি, লোকনীতি, বুদ্ধঘোষ আচার্য নিদান, মিলিন্দ প্রশ্ন বর্ণনা, চারি আরক্ষা, চারি আরক্ষার অর্থকথা, শব্দবুত্তি প্রকরণের নবটীকা এরূপ পঁচিশটি (২৫) সুপরিচিত প্রকরণ লঙ্কাদ্বীপের মধ্যে প্রাজ্ঞ পণ্ডিতদের দ্বারা রচিত হয়েছিল।

সমুদ্ধেগাথা চ, নরদেব নাম গাথা চ, দাতবে চীরন্তি গাথা চ, বীসতি ওবাদগাথা চ, দানসত্তরি, শীলসত্তরি, সপ্পাদানবর্ণনা, অনন্তবুদ্ধবন্দনগাথা চ, অট্টবীসতি বুদ্ধবন্দনগাথা চ, অতীতানাগতপচ্ছগ্নবন্দনগাথা চ, অসীতিমহাসারকবন্দনগাথা চ, নবহারগুণবর্ণনা চাতি, ইমে বুদ্ধপণাম-গাথাদিকা গাথা যো পণ্ডিতেহি লঙ্কাদীপাদিসুট্টানেসু কতা অহেসুং ইতি চুল্লগহ্বংসে গহ্বকারকাচরিয় দীপকো নাম দ্বুতিযো পরিচ্ছেদো।

৩. আচরিয়ানং সঞ্জাতট্টানপরিচ্ছেদো

আচরিয়েসু চ অখি জম্বুদীপিকাচরিয়া অখি, লঙ্কাদীপিকাচরিয়া। কতমে জম্বুদীপিকাচরিয়া? কতমে লঙ্কাদীপিকাচরিয়া? মহাকচায়নো জম্বুদীপিকাচরিয়ো সো হি অৰত্তিরটেই উজ্জেনী নগরে চন্দপজ্জোতস্স নাম রঞেএগা পুরোহিতো হুতা কামানং আদীনবং দিস্সা, ঘরাবাসং পহায সখুসাসনে পব্বজ্জিত্বা হেট্টা বন্তপ্পকারে গহ্বে অকাসি। মহাঅট্টকথাচরিয়ো জম্বুদীপিকো, মহাপচ্চরিকাচরিয়ো, মহাকুরুন্দিকাচরিয়ো, অঞেএত্তরো আচরিয়া ত্বেতি ইমে চ ভূবাচরিয়া। লঙ্কাদীপিকাচরিয়া নাম তে কির বুদ্ধঘোসাচরিয়স্স পুরে ভূতাচরিযে কালে অহেসুং।

সমুদ্ধগাথা, নর-দেব নামক গাথা, দাতবে (পরিশুদ্ধ) চীরন্তি গাথা, বিশ প্রকার উপদেশ গাথা, দানসত্তরি, শীল সত্তরি (সার) সপাদান বর্ণনা, অনন্ত বুদ্ধবন্দনা গাথা, নবহার গুণবর্ণনা এই বুদ্ধ প্রণাম গাথাসমূহ লঙ্কাদীপের পণ্ডিতগণ কর্তৃক রচিত হয়েছিল।

(৩) আচার্যদের জন্মলাভের স্থান পরিচ্ছেদ

এখানে জম্বুদ্বীপ (ভারতবর্ষ) এবং লঙ্কাদ্বীপের আচার্যগণের পরিচিতি রয়েছে। কারা জম্বুদ্বীপের আচার্য হন? কারা লঙ্কাদ্বীপের আচার্য হন? আচার্য মহাকচায়ন জম্বুদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। উনি উজ্জয়নী নগরে চন্দ্রপ্রদ্যোত নামক রাজার পুরোহিত হয়ে, কামের আদীনব দোষ দেখে গৃহবাস ত্যাগ করে শাস্তার শাসনে প্রব্রজিত হয়ে উপরোক্ত কথিত মতে উক্ত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

মহাঅর্থকথা আচার্য জম্বুদ্বীপে জন্ম। মহাপচ্চরিক আচার্য, মহাকুরুন্দিক আচার্য এবং জনৈক আচার্য এরা ভূবা আচার্য নামে অভিহিত হন। লঙ্কাদ্বীপ নামক আচার্যগণ তাঁরা তৎকালে বুদ্ধঘোষ আচার্যের পরিপূর্ণরূপে ভূত (সদৃশ) আচার্যগণের সময়ে ছিলেন।

মহাবুদ্ধঘোসাচরিয়ো জম্মুদীপিকো। সো কির মগধরটেঠ ঘোসকগামে
রঞেএগা পুরোহিতস্স কেসি নাম ব্রাহ্মণস্স পুত্তো, সখুসাসনে পব্বজ্জিত্তা
লঙ্কাদীপং গতো হেট্টা কত্তপকারে গচ্ছে অকাসি।

বুদ্ধদত্তাচরিয়ো, আনন্দাচরিয়ো, ধম্মপালাচরিয়ো, দে বুদ্ধাচরিয়ো,
মহাবজির-বুদ্ধাচরিয়ো, চুল্লবজির-বুদ্ধাচরিয়ো, বিমলবুদ্ধসজ্জাতো
দীপঙ্করাচরিয়ো, চুল্লদীপঙ্করাচরিয়ো, চুল্লধম্মপালাচরিয়ো, কস্সপাচরিয়োতি
ইমে একাদসচরিয়া জম্মুদীপিকা হেট্টা কত্তপকারে গচ্ছে অকংসু।
মহানামাচরিয়ো, অঞেত্তরাচরিয়া, চুল্লমহানামাচরিয়ো, উপসেনাচরিয়ো,
মোঙ্গলানাচরিয়ো, সজ্জরক্ষিতাচরিয়া, কত্তোদয়কারাচরিয়া,
ধম্মসিরাচরিয়া, অঞেত্তরা দ্বাচরিয়া, অনুরুদ্ধাচরিয়া, খেমাচরিয়া,
সারিপুত্তাচরিয়া, বুদ্ধনাগাচরিয়া, চুল্লমোঙ্গলানাচরিয়া, বাচিস্সবাচরিয়া,
সুমঙ্গলাচরিয়া, বুদ্ধপিয়াচরিয়া, ধম্মকিত্তি আচরিয়া মেধঙ্করাচরিয়া,
বুদ্ধরক্ষিতাচরিয়া, উপতিস্সা চরিয়া, অঞেত্তরা বীসতাচরিয়া,

মহাবুদ্ধঘোষ আচার্য জম্মুদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তখন মগধ
রাজ্যে ঘোষক গ্রামে রাজ পুরোহিতের কেসি নামক ব্রাহ্মণের পুত্র হিসেবে
জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তথাগত গৌতম বুদ্ধের শাসনে প্রব্রজিত হয়ে
লঙ্কাদ্বীপে গমন করেন। তিনি কথিতাকারে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

বুদ্ধদত্ত আচার্য, আনন্দ আচার্য, ধর্মপাল আচার্য, দুই বুদ্ধা (বুবা)
আচার্য, মহাবজির-বুদ্ধ আচার্য, চুল্লবজির বুদ্ধ আচার্য, বিমল বুদ্ধ, সম্মত
(স্বীকৃত) দীপংকর আচার্য, চুল্ল দীপংকর আচার্য, চুল্ল ধর্মপাল আচার্য এবং
কশ্যপ আচার্য—এই এগার (১১) জন আচার্যগণ জম্মুদ্বীপে নিয়ে
কথিতাকারে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

মহানাম আচার্য, জনৈক আচার্যগণ (অনির্দিষ্ট), চুল্ল মহানাম আচার্য,
উপসেন আচার্য, মোঙ্গালান আচার্য, সজ্জরক্ষিত আচার্য, বুদ্ধোদয়কার
আচার্য, ধর্মসির আচার্য, জনৈক দুই আচার্য, অনুরুদ্ধ আচার্য, খেমা আচার্য,
সারিপুত্ত আচার্য, বুদ্ধনাগ আচার্য, চুল্লমোঙ্গলান আচার্য, বাচিস্সর আচার্য,
সুমঙ্গল আচার্য, বুদ্ধপ্রিয় আচার্য, ধর্মকীর্তি আচার্য, মেধাঙ্কর আচার্য,
বুদ্ধরক্ষিত আচার্য, উপতিষ্য আচার্য, জনৈক বিশ জন আচার্য,

সঙ্কম্মসিরাচরিয়ো, দেবাচরিয়ো, চুল্লবুদ্ধঘোসাচরিয়ো, সারিপুত্তাচরিয়ো, রুঠপালাচরিয়োতি ইমে ধ্বে পঞঞাসাচরিয়া লঙ্কাদীপিকাচরিয়া নাম। সুভূতচন্দাচরিয়ো, অল্পবৎসাচরিয়ো, নবো বজিরবুদ্ধাচরিয়ো, গুণসাগরাচরিয়ো, অভয়াচরিয়ো, এগণসাগরাচরিয়ো, অঞঞতরা দ্বাচরিয়া, উত্তমাচরিয়ো, অঞঞতরো আচরিয়ো, অঞঞতরো মহামচ্চো, ধম্মসেনাপতাচরিয়ো, অঞঞতরা তথো আচরিয়া, সঙ্কম্মগুরু আচরিয়ো, সারিপুত্তাচরিয়ো, অঞঞতরো একা আচরিয়ো, মেধাক্করাচরিয়ো, অল্পপণ্ডিতাচরিয়ো, চীবরাচরিয়ো, সঙ্কম্মজোতিপালাচরিয়ো, বিমলবুদ্ধাচরিয়োতি ইমে তেবীসতি আচরিয়া জম্বুদীপিকা হেট্টা বত্তপ্পকারে গচ্ছে পুচ্চাম সজ্জাতে অরিমদন নগরে অকংসু।

নবোবিমলবুদ্ধাচরিয়ো জম্বুদীপিকো হেট্টা বত্তপ্পকারে গচ্ছে পংখনগরে অকাসি। অঞঞতরাচরিয়ো অরিয়বৎসাচরিয়োতি ইমে দ্বাচরিয়া জম্বুদীপিকা

সঙ্কর্মসীরআচার্য, দেব আচার্য, চুল্লবুদ্ধঘোষ আচার্য, সারিপুত্র আচার্য এবং রাষ্ট্রপাল আচার্য—এই বায়ান্ন (৫২) জন^১ আচার্যই লঙ্কাদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেছেন।

সুভূত চন্দ্র আচার্য, অগ্রবংশ আচার্য, নব বজির বুদ্ধি আচার্য, গুণসাগর আচার্য, অভয় আচার্য, জ্ঞান সাগর আচার্য, জনৈক দুই আচার্য, উত্তম আচার্য, জনৈক আচার্য, জনৈক মহামাত্য, ধর্মসেনাপতি আচার্য, জনৈক তিন আচার্য, সঙ্কর্মগুরু আচার্য, সারিপুত্র আচার্য, জনৈক আচার্য, মেধাক্কর আচার্য, অগ্রপণ্ডিত আচার্য, চীবর আচার্য, সঙ্কম্ম জ্যোতিপাল আচার্য, বিমল বুদ্ধ আচার্য—এই তেইশ (২৩) জন আচার্য জম্বুদ্বীপে নিম্নে কথিতাকারে গ্রন্থ পুচ্চাম (পুচ্চাম) স্বীকৃতকারে অরিমদন নগরে রচনা করেছিলেন।

নববিমল বুদ্ধি আচার্য জম্বুদ্বীপের। ইনি নিম্নোক্ত কথিতাকারে গ্রন্থ পংখনগরে রচনা করেছিলেন। জনৈক আচার্য এবং আর্যবংশ আচার্য এই দুই আচার্যের জন্মও জম্বুদ্বীপে।

^১। এক্ষেত্রে একজন আচার্যের নাম একাধিকবার ব্যবহার করা হয়েছে।

^২। বায়ান্ন (৫২) জন আচার্যের নামেও অমিল পরিলক্ষিত হয়।

অঞতরাচরিয়ো অরিয়বংসাচরিয়োতি ইমে দ্বাচরিয়া জম্বুদীপিকা হেট্টা বন্তপ্পকারে গন্তে অতি [নবি] পুরে অকংসু, অঞতরা বীসতাচরিয়া জম্বুদীপিকা হেট্টা বন্তপ্পকারে গন্তে কিঞ্চি পুরাদিঘরে অকংসু।

[ইতি চুল্লগন্তবংসে আচরিয়ানং সঞ্জাতট্টান দীপকো নাম ততিযো পরিচ্ছেদো।]

৪. আযাযকাচরিয়-পরিচ্ছেদো

গহ্বা পন সিযা আযাচনেন আচরিয়েহি কতা, সিযা অনাযাচনেন আচরিয়েহি কতা। কতমে গহ্বা আযাচনেন, কতমে অনাযাচনেন কতা? মহাকচ্চায়ন গহ্বো, মহাঅট্টকথা গহ্বো, মহাপচ্চরিয় গহ্বো, মহাকুরুন্দি গহ্বো, মহাপচ্চরিয়গহ্বস্স অট্টকথা গহ্বো, মহাকুরুন্দি গহ্বস্স অট্টকথা গহ্বোতি। ইমেহি ছ গহ্বোহি অন্তনো মতিযা সাসনুগ্গহনথায় সদ্ধম্মাণিতিযা কতা।

ক. বুদ্ধঘোসাচরিয়-গহ্বদীপনা

বুদ্ধঘোসাচরিয় গহ্বসু পন বিসুদ্ধিমগ্গো, সজ্জপালেন নাম সজ্জথেৱেন আযাচিতেন বুদ্ধঘোসাচরিয়েন কতো।

নিম্নোক্ত কথিতাকারে অত্যধিক পূর্বে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। অন্যান্য বিশ জন আচার্য জম্বুদ্বীপের নিম্নোক্ত কথিতাকারে গ্রন্থকে কিঞ্চিৎ পূর্বে (আদিত্যে) রচনা করেছিলেন।

এরূপ চুল্লগ্রন্থবংশে আচার্যদের জন্মলাভ স্থান
দীপনী নামক তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত

(৪) স্বীকৃত (প্রার্থিত) আচার্য পরিচ্ছেদ

এখন এই গ্রন্থসমূহ স্বীকৃত (প্রার্থিত) আচার্যদের দ্বারা এবং অস্বীকৃত আচার্যের দ্বারা রচিত রয়েছে। কোন্ গ্রন্থসমূহ স্বীকৃত এবং অস্বীকৃত আচার্যের দ্বারা কৃত (রচিত) হয়েছে? মহাকচ্চায়নগ্রন্থ, মহাঅর্থকথাগ্রন্থ, মহাপচ্চরিয়গ্রন্থ, মহাকুরুন্দিগ্রন্থ, মহাপরিয়গ্রন্থের অর্থকথা, মহাকুরুন্দি গ্রন্থের অর্থকথা—এই ছয়টি গ্রন্থ নিজেদের স্মৃতিশক্তির মাধ্যমে শাসনের অনুগ্রহে সদ্ধর্মস্থিতির জন্য রচনা করেছিলেন।

(ক) বুদ্ধঘোষ আচার্য-গ্রন্থদীপনী

অধিকন্তু আচার্য বুদ্ধঘোষ গ্রন্থসমূহের মধ্যে বিশুদ্ধিমার্গ, সজ্জপাল নামক সজ্জ স্থবিরের দ্বারা স্বীকৃত (প্রার্থিত) হয়ে, উহা বুদ্ধঘোষ আচার্য

সংযুক্তনিকায়স্স অট্টকথা গহ্ণো জোতিপালেন নাম থেরেন আযাচিতেন বুদ্ধঘোসাচরিয়েন কতো। অঙ্গুত্তরনিকায়স্স অট্টকথা গহ্ণো ভদন্তা নাম থেরেন সহআজীৰকেন উপাসকেন চ আযাচিতেন বুদ্ধঘোসাচরিয়েন কতো। সমন্তপাসাদিকা নাম অট্টকথা গহ্ণো বুদ্ধসিরি নামেন থেরেন আযাচিতেন বুদ্ধঘোসাচরিয়েন কতো। সত্তম্মং অভিধম্ম-গহ্ণানং অট্টকথা গহ্ণো চুল্লবুদ্ধঘোসেন ভিক্কুনা আযাচিতেন বুদ্ধঘোসাচরিয়েন কতো। ধম্মপদস্সঅট্টকথা গহ্ণো কুমারকস্সপনামেন থেরেন আযাচিতেন বুদ্ধঘোসাচরিয়েন কতো। জাতকস্সঅট্টকথা গহ্ণো অথদস্সী, বুদ্ধমিত্ত, বুদ্ধপ্রিয়দেব সজ্জাতেহি তীহি থেরেহি আযাচিতেন বুদ্ধঘোসাচরিয়েন কতো। খুদকপাঠস্স অট্টকথা গহ্ণো, সুত্তনিপাতস্স অট্টকথা গহ্ণো অন্তনো মতিয়া বুদ্ধঘোসাচরিয়েন কতো। অপদানস্স অট্টকথা গহ্ণো পঞ্চনিকায় বিঞ্ণুহি পঞ্চহি থেরেহি আযাচিতেন বুদ্ধঘোসাচরিয়েন কতো।

বুদ্ধঘোসাচরিয়-গহ্ণদীপনা নিষ্টিতা।

দ্বারা রচিত হয়েছে। ‘দীর্ঘনিকায়ের অর্থকথা’ গ্রন্থটি দাঠা নামে সজ্জথের স্বীকৃত বুদ্ধঘোষ আচার্য দ্বারা কৃত (রচিত) হয়েছে।

‘সংযুক্ত নিকায়ের অর্থকথা’ গ্রন্থটি জ্যোতিপাল নামক স্থবির দ্বারা স্বীকৃত আচার্য বুদ্ধঘোষ কর্তৃক রচিত হয়েছে। ‘অঙ্গুত্তর নিকায়ের অর্থকথা’ গ্রন্থটি ভদন্তা নামক স্থবির এবং আজীবক উপাসকসহ স্বীকৃত। বুদ্ধঘোষ আচার্য কর্তৃক কৃত (রচিত) হয়েছে।

‘সমন্তপাসাদিকা অর্থকথা’ নামক গ্রন্থটি বুদ্ধসিরি স্থবির নামে স্বীকৃত। আচার্য বুদ্ধঘোষ দ্বারা রচিত হয়েছে। ‘সপ্ত অভিধর্ম গ্রন্থের অর্থকথা’ চুল্ল বুদ্ধঘোষ ভিক্ষুর দ্বারা স্বীকৃত। আচার্য বুদ্ধঘোষ কর্তৃক রচিত হয়েছে। ‘ধর্মপদ অর্থকথা’ গ্রন্থটি কুমারকশ্যপ নামক স্থবির দ্বারা প্রার্থিত। আচার্য বুদ্ধঘোষ কর্তৃক রচিত হয়েছে। ‘জাতক অর্থকথা’ গ্রন্থসমূহ অর্থদশী, বুদ্ধমিত্ত, বুদ্ধপ্রিয়দেব এই তিন স্থবিরের প্রাথনায় আচার্য বুদ্ধঘোষ কর্তৃক রচিত হয়েছে। খুদকপাঠ অর্থকথা এবং সুত্তনিপাত অর্থকথার গ্রন্থ নিজ স্মৃতিভাণ্ডার হতে আচার্য বুদ্ধঘোষ কর্তৃক রচিত হয়েছে। ‘অপদান অর্থকথা’ গ্রন্থটি পঞ্চনিকায় বিজ্ঞ পাঁচ জন স্থবিরের প্রার্থনায় আচার্য বুদ্ধঘোষ কর্তৃক রচিত হয়েছে।

খ. বুদ্ধদত্তাচরিয়-গহ্বদীপনা

বুদ্ধদত্তাচরিয় গহ্বসু পন বিনয়-বিনিচ্ছয়গহ্বো অন্তনো সিম্পেন বুদ্ধসীহেন নাম থেরেন আয়াচিভেন বুদ্ধদত্তাচরিয়া কতো। উত্তর-বিনিচ্ছয়গহ্বো সজ্জপালেন নামেন থেরেন আয়াচিভেন বুদ্ধদত্তাচরিযেন কতো। অভিধম্মাবতারো নাম গহ্বো অন্তনো সিম্পেন সুমতি থেরেন আয়াচিভেন বুদ্ধদত্তাচরিযেন কতো। বুদ্ধবংসম্প অট্টকথা গহ্বো তেনেব বুদ্ধসীহেনাম থেরেন আয়াচিভেন বুদ্ধদত্তাচরিযেন কতো।

বুদ্ধদত্তাচরিয়-গহ্বদীপনা নিষ্টিতা।

অভিধম্মকথায় মূলটীকা নাম টীকা গহ্বো বুদ্ধমিত্তা নাম থেরেন আয়াচিভেন আনন্দাচরিযেন কতো।

গ. ধম্মপালাচরিযেন-গহ্বদীপনা

নেত্তিপকরণম্প অট্টকথা গহ্বো ধম্মরক্ষিত নাম থেরেন আয়াচিভেন ধম্মপালাচরিযেন কতো। ইতিবুত্তকঅট্টকথা গহ্বো, উদানঅট্টকথা গহ্বো, চরিয়াপিটকঅট্টকথা গহ্বো, থেরকথাঅট্টকথা গহ্বো, থেরিকথাঅট্টকথা গহ্বো, বিমানবথুঅট্টকথা গহ্বো, পেতবথুঅট্টকথা গহ্বো, ইমে সত্ত গহ্বো অন্তনো মতিয়া ধম্মপালাচরিযেন কতো।

(খ) বুদ্ধদত্ত আচার্য-গ্রন্থদীপনী

অধিকন্তু বুদ্ধদত্ত আচার্য গ্রন্থের মধ্যে ‘বিনয়-বিনিচ্ছয়’ গ্রন্থটি নিজের শিষ্য বুদ্ধসীহ নামক স্থবিরের অনুরোধে আচার্য বুদ্ধদত্ত রচিত হয়েছে। ‘উত্তর-বিনিচ্ছয়’ গ্রন্থটি সজ্জপাল স্থবিরের অনুরোধে বুদ্ধদত্ত কর্তৃক রচিত হয়েছে। ‘অভিধম্মাবতার’ নামক গ্রন্থটি নিজের শিষ্য সুমতি স্থবিরের অনুরোধে আচার্য বুদ্ধদত্ত কর্তৃক রচিত হয়েছে। ‘অভিধর্ম কথার মূল টীকা’ নামক গ্রন্থটি বুদ্ধমিত্তের অনুরোধে আনন্দ আচার্য কর্তৃক রচিত হয়েছে।

বুদ্ধদত্ত আচার্য-গ্রন্থ দীপনী

(গ) ধর্মপাল আচার্য-গ্রন্থ দীপনী

‘নেত্তিপকরণ গ্রন্থের অর্থকথা’ ধর্মরক্ষিত নামক স্থবিরের অনুরোধে আচার্য ধর্মপাল কর্তৃক রচিত হয়েছে। ইতিবুত্তক গ্রন্থের অর্থকথা, উদান অর্থকথা—চরিয়া পিটক অর্থকথা, থেরগাথা অর্থকথা, থেরীগাথা অর্থকথা, বিমানবথু অর্থকথা, প্রেতবথু অর্থকথা, এই সত্ত (সাতটি) গ্রন্থ নিজ স্মৃতিভাণ্ডার থেকে আচার্য ধর্মপাল কর্তৃক রচিত হয়েছে।

বিসুদ্ধিমল্লটীকা গহ্নো দাঠা নামেন নাম থেরেন আযাচিতেন ধম্মপালাচরিয়েন কতো, দীঘনিকায়-অট্টকথাদীনং চতুম্নং অট্টকথানং টীকা গহ্নো, অভিধম্মট্টকথায় অনুটীকা গহ্নো, নেত্তিপকরণট্টকথায় টীকা গহ্নো, বুদ্ধবংশট্টকথায় টীকা গহ্নো, জাতকট্টকথায় টীকা গহ্নো চেতি ইমে পঞ্চ গহ্না অন্তনো মতিয়া ধম্মপালাচরিয়েন কতো।

ধম্মপালাচরিয়-গহ্নদীপনা নিষ্টিতা।

নিরুত্তিমঞ্জুসা নাম চুল্লনিরুত্তিটীকা গহ্নো, মহানিরুত্তিসংক্ষেপো নাম গহ্নো চ অন্তনো মতিয়া পুঙ্খাচরিয়েহি বিংসু কতো।

পঞ্চ বিনয়পকরণানং বিনয়গণ্ঠি নাম গহ্নো অন্তনো মতিয়া মহাবজিরবুদ্ধাচরিয়েন কতো। ন্যাসসংজ্ঞাতো মুখমত্তদীপনী নাম গহ্নো অন্তনো মতিয়া বিমলবুদ্ধি আচরিয়েন কতো। অথব্যাক্ষ্যানো নাম গহ্নো অন্তনো মতিয়া চুল্লবজিরবুদ্ধাচরিয়েন কতো। রূপসিদ্ধি তস্স চ গহ্নস্স টীকা গহ্নো সর্ব পঞ্চসুত্তং অন্তনো মতিয়া দীপঙ্করাচরিয়েন কতো। সচ্চসংক্ষেপো নাম গহ্নো অন্তনো মতিয়া চুল্লধম্মপালাচরিয়েন কতো।

‘বিশুদ্ধিমার্গ টীকা’ গ্রন্থটি দাঠা নামক স্থবিরের অনুরোধে আচার্য ধর্মপাল কর্তৃক রচিত হয়েছে। দীঘনিকায় অর্থকথাতির চারি অর্থকথার টীকা, নেত্তিপকরণ অর্থকথার টীকা, বুদ্ধবংশ অর্থকথার টীকা, জাতক অর্থকথার টীকা—এই পাঁচটি গ্রন্থ নিজ স্মৃতিভাণ্ডার হতে আচার্য ধর্মপাল কর্তৃক রচিত হয়েছে।

ধর্মপাল আচার্য-গ্রন্থদীপনী সমাপ্ত

নিরুত্তি মঞ্জুসা নামক চুল্লনিরুত্তির টীকা এবং মহানিরুত্তি সংক্ষেপ নামক গ্রন্থ নিজ স্মৃতিভাণ্ডার হতে অতীত বিশ আচার্যের দ্বারা রচিত হয়েছে।

‘পঞ্চ বিনয় প্রকরণের বিনয়গ্রন্থি’ নামক গ্রন্থটি মহাবজির বুদ্ধি আচার্য কর্তৃক নিজ স্মৃতিভাণ্ডার হতে রচিত করেছেন। ‘ন্যাস সংজ্ঞাত (স্বীকৃত) মুখমত্ত দীপনী’ নামক গ্রন্থটি বিমলবুদ্ধি আচার্য নিজ স্মৃতিভাণ্ডার হতে রচিত করেছেন। অর্থব্যাক্ষ্যান নামক গ্রন্থটি চুল্লবজির বুদ্ধি আচার্য কর্তৃক নিজ স্মৃতিভাণ্ডার হতে রচিত করেছেন। রূপসিদ্ধি এবং সেই গ্রন্থের টীকা সর্ব পঞ্চসূত্র আচার্য দীপঙ্কর কর্তৃক নিজ স্মৃতিভাণ্ডার হতে রচিত করেছেন। ‘সত্যসংক্ষেপ’ নামক গ্রন্থটি চুল্ল আচার্য ধর্মপাল কর্তৃক নিজ স্মৃতিভাণ্ডার হতে রচিত করেছেন।

মোহচ্ছেদনী গহ্বো, বিমতিচ্ছেদনী গহ্বো, দস বুদ্ধবংশো, অনাগতবংশো চ। অন্তনো মতিয়া কস্পপাচরিয়েন কতো। পটিসম্ভিদামগ্নস্প অট্টকথা গহ্বো মহানামেন উপাসকেন আযাচিতেন মহানামাচরিয়েন কতো। দীপবংশো, থূপবংশো, বোধিবংশো, চুল্লবংশো, পোরাণবংশো, মহাবংশো চাতি ইমে ছ গহ্বা অন্তনো মতিয়া মহানামাচরিয়েহি বিসুং কতা। নৰো মহাবংশগহ্বো অন্তনো মতিয়া চুল্লমহানামাচরিয়েন কতো। সদ্ধম্মপজ্জোতিকা নাম মহানিদেসস্প অট্টকথা গহ্বো দেবেন থেরেন আযাচিতেন উপসেনাচরিয়েন কতো। মোগ্গলানব্যাকরণগহ্বো অন্তনো মতিয়া মোগ্গলানাচরিয়েন কতো। সুবোধালঙ্কার নাম গহ্বো অন্তনো মতিয়া সজ্জরক্সিতাচরিয়েন কতো। বৃত্তোদয় গহ্বো অন্তনো মতিয়া বৃত্তোদয়কারাচরিয়েন কতো। খুদ্ধসিক্সা নাম গহ্বো অন্তনো মতিয়া ধম্মসিরাচরিয়েন কতো। পোরাণখুদ্ধসিক্সা টীকা চ মূলসিক্সা চাতি, ইমে দে গহ্বো অন্তনো মতিয়া অঞঞত্তরেহি দ্বিহাচরিয়েহি বিংসু কতা।

মোহচ্ছেদনী, বিমতিচ্ছেদনী, দশ বুদ্ধবংশ এবং অনাগত বংশ আচার্য কশ্যপ নিজ স্মৃতিভাণ্ডার হতে রচিত করেছেন। ‘প্রতিসম্ভিদামার্গের অর্থকথা’ মহানাম উপাসকের অনুরোধে আচার্য মহানাম কর্তৃক রচিত হয়েছে। দীপবংশ, থূপবংশ, বোধিবংশ, চুল্লবংশ, পোরাণবংশ এবং মহাবংশ—এই ছয়টি গ্রন্থ মহানাম আচার্যের দ্বারা নিজ স্মৃতিভাণ্ডার হতে পৃথকভাবে রচিত হয়েছে। নব মহাবংশ গ্রন্থ চুল্ল মহানাম কর্তৃক নিজ স্মৃতিভাণ্ডার হতে রচিত করেছেন। সদ্ধর্মপজ্জোতিকা নামক মহানিদেস অর্থকথা গ্রন্থটি দেবেন স্থবিরের অনুরোধে উপসেন আচার্য কর্তৃক রচিত হয়েছে। ‘মোগ্গলান ব্যাকরণ’ গ্রন্থটি আচার্য মোগ্গলান কর্তৃক নিজ স্মৃতিভাণ্ডার হতে রচিত করেছেন। ‘সুবোধলঙ্কার’ নামক গ্রন্থটি সংঘরক্ষিত আচার্য কর্তৃক নিজ স্মৃতিভাণ্ডার হতে রচিত করেছেন। ‘বৃত্তোদয়’ গ্রন্থটি বৃত্তোদয়কার আচার্য নিজ স্মৃতিভাণ্ডার হতে রচিত করেছেন। ‘খুদ্ধকশিক্ষা’ নামক গ্রন্থটি ধর্মসীর আচার্য কর্তৃক নিজ স্মৃতিভাণ্ডার হতে রচিত করেছেন। পুরাণ খুদ্ধক শিক্ষার টীকা এবং মূলশিক্ষা এই দুইটি গ্রন্থ জৈনিক দুই আচার্য কর্তৃক পৃথকভাবে নিজ স্মৃতিভাণ্ডার হতে রচিত করেছেন।

পরমার্থবিনিচ্ছয়ং নাম গহ্নো সজ্জরক্ষিতেন থেরেন আযাচিতেন অনুরুদ্ধাচরিয়েন কতো। নামরূপ-পরিচ্ছেদো নাম গহ্নো অন্তনো মতিয়া অনুরুদ্ধাচরিয়েন কতো। অভিধম্মাথসঙ্গহং নাম গহ্নো নম্ম নামেন উপাসকেন আযাচিতেন অনুরুদ্ধাচরিয়েন কতো। থেমো নাম গহ্নো অন্তনো মতিয়া থেমাচরিয়েন কতো। সারথদীপনী নাম বিনয়ট্টকথায় টীকা গহ্নো, বিনয়সঙ্গহং, বিনয়সঙ্গহম্প টীকা গহ্নো, অঙ্গুত্তরট্টকথায় নবো টীকা গহ্নোতি ইমে চত্তারো গহ্না পরক্কমবাহু নামেন লঙ্কাদীপিস্সরেন রঞএগা আযাচিতেন সারিপুত্তাচরিয়েন কতো। সকটসদ্দসথম্প পঞ্চিকায় টীকা গহ্নো অন্তনো মতিয়া সারিপুত্তাচরিয়েন কতো। কজ্জাবিতরণিয়া বিনয়থমঙ্গুসা নাম টীকা গহ্নো সুমেধা নামথেরেন আযাচিতেন বুদ্ধনাগাচরিয়েন কতো। অভিধানপ্পদীপিকো নাম গহ্নো অন্তনো মতিয়া চুলমোঙ্গলানাচরিয়েন কতো। সুবোধলঙ্কারম্প মহাসামি নাম টীকা, বুদ্ধোদয় বিবরণঞ্চাতি ইমে থে গহ্না অন্তনো মতিয়া বাচিস্সরেন কতো। খুদ্দসিক্খায় সুমঙ্গলপ্পসাদনি নাম নবো টীকা গহ্নো সুমঙ্গলেন আযাচিতেন নবাচিস্সরেন কতো।

‘পরমার্থ বিনিচ্ছয়’ নামক গ্রন্থটি সংঘরক্ষিত স্থবিরের অনুরোধে অনুরুদ্ধ আচার্য কর্তৃক রচিত হয়েছে। ‘নামরূপ-পরিচ্ছেদ’ নামক গ্রন্থটি আচার্য অনুরুদ্ধ কর্তৃক নিজ স্মৃতিভাণ্ডার হতে রচিত হয়েছে। ‘অভিধর্মার্থ সংগ্রহ’ নামক গ্রন্থটি নম্ম নামে উপাসকের অনুরোধে আচার্য অনুরুদ্ধ কর্তৃক রচিত করেছেন। ‘ক্ষেম’ নামক গ্রন্থটি ক্ষেম আচার্য কর্তৃক নিজ স্মৃতিভাণ্ডার হতে রচিত হয়েছে। ‘সারথদীপনী’ নামক বিনয় অর্থকথার টীকা, বিনয় সংগ্রহ, বিনয় সংগ্রহের টীকা, অঙ্গুত্তর নিকায় অর্থকথার নব টীকা—এই চারটি গ্রন্থ লঙ্কাদ্বীপের পরাক্রমবাহু নামক রাজার অনুরোধে আচার্য সারিপুত্র কর্তৃক রচিত হয়েছে। ‘সকটসদ্দথের পঞ্চিকায় টীকা’ গ্রন্থটি আচার্য সারিপুত্র কর্তৃক নিজ স্মৃতিভাণ্ডার হতে রচিত করেছেন। কজ্জাবিতরণী (সন্দেহ দূরীকরণ) ‘বিনয়ার্থ মঙ্গুসা’ নামক টীকা গ্রন্থটি সুমেধা নামক স্থবিরের অনুরোধে আচার্য বুদ্ধনাগ কর্তৃক রচিত হয়েছে। ‘অভিধান প্রদীপক’ নামক গ্রন্থটি নিজ স্মৃতিভাণ্ডার হতে চুলমোঙ্গলান আচার্য কর্তৃক রচিত হয়েছে। ‘সুবোধলঙ্কারের মহাসামী নামক টীকা’ এবং ‘বুদ্ধোদয় বিবরণ’ এই দুটি গ্রন্থ বাচিস্সর কর্তৃক নিজ স্মৃতিভাণ্ডার হতে রচিত করেছেন। খুদ্দশিক্ষার সুমঙ্গলপ্পসাদনী নামক ‘নব টীকা’ গ্রন্থটি সুমঙ্গলের অনুরোধে নব-বাচীশ্বর কর্তৃক রচিত হয়েছে।

সম্বন্ধচিন্তাটীকা বালাবতারো, মোঙ্গলানব্যাকরণস্স টীকা চাতি ইমে তযো গছা, সুমঙ্গল, বুদ্ধমিত্র, মহাকস্সপ সজ্জাতেহি তীহি থেরেহি চ, ধম্মকিন্তি নাম উপাসকেন, বানিজ্জা ভাতু উপাসকেন চ আযাচিতেন বাচিস্সরেন কতো। নামরূপপরিচ্ছেদস্স বিভাগো, সদ্ধথস্স পদরূপ-বিভাবনং, থেমপকরণস্স টীকা, সীমালঙ্কারো, মূলসিক্খায় টীকা, রূপবিভাগো, পচ্চয়সঙ্গহো চাতি ইমে সত্ত গছা অন্তনো মতিয়া বাচিস্সরেন কতা। সচ্চসংক্ষেপস্স টীকা গছো সারিপুত্ত-নামেন থেরেন আযাচিতেন বাচিস্সরেন কতো। অভিধম্মাবতারস্স টীকা, অভিধম্মথসঙ্গহস্স টীকা চাতি ইমে ছে গছা অন্তনো মতিয়া সুমঙ্গলাচরিয়েন কতা। সারথসঙ্গহং নাম গছো অন্তনো মতিয়া বুদ্ধপ্লিয়েন কতো দন্তধাতুবর্ণনা নাম পকরণং লঙ্কাদীপিস্সরস্স রঞ্ঞেণা সেনাপতিনা আযাচিতেন ধম্মকিন্তিনামাচরিয়েন কতং। জিনচরিতং নাম পকরণং অন্তনো মতিয়া মেধঙ্করাচরিয়েন কতং। জিনালঙ্কারো, জিনালঙ্কারস্স টীকা অন্তনো মতিয়া বুদ্ধরক্ষিতাচরিয়েন কতো।

‘সম্বন্ধচিন্তা টীকা’ ‘বালাবতার’ এবং ‘মোঙ্গলানব্যাকরণ টীকা’—এই তিনটি গ্রন্থ সুমঙ্গল, বুদ্ধমিত্র এবং মহাকশ্যপ—এই তিনজন স্থবিরের সম্মতিতে ধর্মকীর্তি নামক উপাসক এবং বানিজ ভ্রাতার উপাসকের অনুরোধে বাচীশ্বর কর্তৃক রচিত হয়েছে। ‘নাম-রূপ পরিচ্ছেদ বিভাগ’ ‘শব্দার্থ পদরূপ-বিভাবন’ ‘ক্ষেমপকরণ টীকা’ ‘সীমালঙ্কার’ ‘মূলশিক্ষার টীকা’ ‘রূপবিভাগ’ এবং ‘প্রত্যয়সংগ্রহ’—এই সাতটি গ্রন্থ নিজ স্মৃতিভাণ্ডার হতে বাচীশ্বর কর্তৃক রচিত করেছেন। ‘সত্যসংক্ষেপ টীকা’ গ্রন্থটি সারিপুত্র নামক স্থবিরের অনুরোধে বাচীশ্বর কর্তৃক রচিত হয়েছে।

অভিধর্মাবতারের টীকা এবং অভিধর্মার্থ সংগ্রহের টীকা এই গ্রন্থসমূহ আচার্য সুমঙ্গল কর্তৃক নিজ স্মৃতিভাণ্ডার হতে রচিত করেছেন। ‘সারার্থ-সংগ্রহ’ নামক গ্রন্থটি আচার্য বুদ্ধপ্রিয় কর্তৃক নিজ স্মৃতিভাণ্ডার হতে রচিত করেছেন। ‘দন্তধাতু বর্ণনা’ নাম প্রকরণ লঙ্কাদীপ রাজার সেনাপতির অনুরোধে আচার্য ধর্মকীর্তি কর্তৃক রচিত হয়েছে। ‘জিনচরিত’ নাম প্রকরণ আচার্য মেধাঙ্কর কর্তৃক নিজ স্মৃতিভাণ্ডার হতে রচিত করেছেন। জিনলঙ্কার, জিনলঙ্কারের টীকা আচার্য বুদ্ধ রক্ষিত কর্তৃক নিজ স্মৃতিভাণ্ডার হতে রচিত করেছেন।

অমৃতধরস্স নাম অনাগতবংশস্স অন্তনো মতিয়া অটঠকথা উপতিস্সাচরিয়েন কতা। কজ্জাবিতরগীয়া লীনথপকাসিনী, নিসন্দেহো, ধম্মানুসারগী, ঞ্জোয়া-সন্ততি, ঞ্জোয়া-সন্ততিয়া টীকা, সুমভাবতারো, লোকপঞ্জ্ঞপ্তি পকরণং, তথাগতুপ্তি পকরণং, নলাটধাতুবল্লনা, সীহলবথু, ধম্মদীপকো পটিপত্তি সঙ্গহো, বিসুদ্ধিমল্লস্স গণ্ঠি, অভিধম্মগণ্ঠি, নেত্তিপকরণগণ্ঠি, বিসুদ্ধিমল্লচুল-নবটীকা, সোতব্বমালিনী, পসাদজননী, ওকস্সলোকো, সুবোধলঙ্কারস্স নব টীকা চেতি, ইমে বীসতি গহ্বা অন্তনো মতিয়া বীসতাচরিয়েহি বিংসু বিংসু কতা।

সদ্বথ ভেদচিন্তা নাম পকরণং অন্তনো মতিয়া সদ্ধম্মসিরিনামাচরিয়েন কতং। সুমন-কূটবল্লনং নাম পকরণং, রাহুলা নাম থেরেন আযাচিতেন বাচিস্সরেনদেবথেরেন কতং। সোতথ কিং মহানিদানং নাম পকরণং অন্তনো মতিয়া চুল্লবুদ্ধঘোষাচরিয়েন কতং। মধুরসঙ্গাহনি নাম পকরণং অন্তনো মতিয়া রট্টপালাচরিয়েন কতং। লিঙ্গথবিবরণং নাম পকরণং অন্তনো মতিয়া সুভূতচন্দাচরিয়েন কতং।

অমৃতধর নামে ‘অনাগতবংশের অর্থকথা’ আচার্য উপতিষ্য কর্তৃক নিজ স্মৃতিভাণ্ডার হতে রচিত করেছেন। কজ্জাবিতরগী লীনর্থ প্রকাশিনী, নিঃসন্দেহ, ধর্মানুসারগী, ঞ্জোয়া (জ্জোয়া) সন্ততি, ঞ্জোয়া-সন্ততির টীকা, সুমভাবতার, লোক প্রজ্ঞপ্তি প্রকরণ, তথাগত উপ্তি প্রকরণ, নলাট ধাতু বর্ণনা, সীহলবথু, ধর্মদীপক প্রতিপত্তি সংগ্রহ, বিশুদ্ধিমার্গের গণ্ঠি, অভিধর্ম গণ্ঠি, নেত্তিপ্রকরণ গণ্ঠি, বিশুদ্ধিমার্গ চুল-নবটীকা, সোতব্ব (শ্রবণ) মালিনী, প্রসাদ জননী, ওকস্সলোক, (চিন্তা বিক্ষিপ্ত জগৎ) সুবোধলঙ্কার নব টীকা—এই বিশটি গ্রন্থ বিশ জন আচার্য কর্তৃক আলাদাভাবে নিজ স্মৃতিভাণ্ডার হতে রচিত করেছেন।

‘সদ্বথ’ (শব্দার্থ ভেদ চিন্তা) নাম প্রকরণ আচার্য সদ্ধর্ম সিরিনাম নিজ স্মৃতিভাণ্ডার হতে রচিত করেছেন। ‘সুমন-কূটবর্ণ’ নাম প্রকরণ রাহুলা নামক স্থবিরের অনুরোধে বাচীশ্বর দেব স্থবির কর্তৃক রচিত হয়েছে। ‘সোতথ (শ্রোতর্থ) কী মহানিদান’ নাম প্রকরণ আচার্য চুল্লবুদ্ধঘোষ কর্তৃক নিজ স্মৃতিভাণ্ডার হতে রচিত করেছেন। ‘মধুর সঙ্গাহনী’ নাম প্রকরণ আচার্য রাষ্ট্রপাল কর্তৃক নিজ স্মৃতিভাণ্ডার হতে রচিত করেছেন। ‘লিঙ্গার্থ বিবরণ’ নাম প্রকরণ আচার্য সুভূত চন্দ্র কর্তৃক নিজ স্মৃতিভাণ্ডার হতে রচিত করেছেন।

সদনীতিপকরণং অন্তনো মতিয়া অল্পবংসাচরিয়েন কতং।
 ন্যাসপকরণস্স মহাটীকা নাম টীকা অন্তনো মতিয়া বজিরবুদ্ধাচরিয়েন কতা।
 মুখমন্তসারো অন্তনো মতিয়া গুণসাগরাচরিয়েন কতো। মুখমন্তসারস্স টীকা
 সুতসম্পন্ন নামেন ধম্মরাজিনো গুরুনা সজ্জথেরেন আযাচিতেন
 গুণসাগরাচরিয়েন কতা। সদ্বথভেদচিন্তায় মহাটীকা অন্তনো মতিয়া
 অভয়াচরিয়েন কতা। লিঙ্গথবিবরণপ্লাসকং নাম পকরণং অন্তনো মতিয়া
 এগ্গসাগরাচরিয়েন কতং। গুলহথস্স টীকা বালপ্পবোধনঞ্চ দুবিধং পকরণং
 অন্তনো মতিয়া অঞত্তরাচরিয়েন কতং। সদ্বথভেদচিন্তায় মজ্জিমটীকা
 অন্তনো মতিয়া অঞত্তরাচরিয়েন কতা। বালবতারস্স টীকা, লিঙ্গথবিবরণা
 টীকা চ অন্তনো মতিয়া উত্তমাচরিয়েন কতা। সদ্বথভেদচিন্তায় নব টীকা
 অন্তনো মতিয়া অঞত্তরাচরিয়েন কতা। অভিধানপ্পদীপিকায টীকা
 দণ্ঠীপকরণস্স মগঘ-ভূতা টীকা চাতি দুবিধা টীকাযো অন্তনো মতি, সীহসূর
 নাম রঞেঞা একেন অমচ্ছেন কতা।

‘শব্দনীতি’ প্রকরণ আচার্য অগ্রবংশ কর্তৃক নিজ স্মৃতিভাণ্ডার হতে
 রচিত হয়েছে। ‘ন্যাস প্রকরণের মহাটীকা’ এবং ‘নাম টীকা’ আচার্য বজির
 বুদ্ধ কর্তৃক নিজ স্মৃতিভাণ্ডার হতে রচিত হয়েছে। ‘মুখমন্তসার’ গ্রন্থটি
 আচার্য গুণসাগর কর্তৃক নিজ স্মৃতিভাণ্ডার হতে রচিত হয়েছে। ‘মুখমন্ত
 সারের টীকা’ শ্রুতসম্পন্ন নামে ধর্মরাজ গুরু সংঘ স্থবিরের অনুরোধে
 আচার্য গুণসাগর কর্তৃক রচিত হয়েছে। ‘শব্দার্থ ভেদচিন্তার মহাটীকা’
 আচার্য অভয় কর্তৃক নিজ স্মৃতিভাণ্ডার হতে রচিত হয়েছে। ‘লিঙ্গার্থ বিবরণ
 প্রকাশক’ নাম প্রকরণ আচার্য জ্ঞানসাগর কর্তৃক নিজ স্মৃতিভাণ্ডার হতে
 রচিত হয়েছে। গুলহথের (গুচ্ছ হাত) টীকা এবং বালপ্পবোধন এই দুইবিধ
 প্রকরণ জনৈক আচার্য কর্তৃক নিজ স্মৃতিভাণ্ডার হতে রচিত হয়েছে।
 ‘শব্দার্থ ভেদ চিন্তার মধ্যম টীকা’ জনৈক আচার্য কর্তৃক নিজ স্মৃতিভাণ্ডার
 হতে রচিত হয়েছে। বালবতারের টীকা এবং লিঙ্গার্থ বিবরণ টীকা এই
 দ্বিবিধ গ্রন্থসমূহ উত্তম আচার্য কর্তৃক রচিত হয়েছে। শব্দার্থ ভেদ চিন্তার নব
 টীকা জনৈক আচার্য নিজ স্মৃতি ভাণ্ডার হতে রচিত করেছেন। অভিধান
 প্রদীপিকার টীকা এবং দণ্ঠী প্রকরণের মগঘ-ভূতা টীকা এই দ্বিবিধ গ্রন্থের
 টীকা সিংহসূর নামক রাজার এক অমাত্য (মন্ত্রী) নিজ স্মৃতিভাণ্ডার হতে
 রচিত করেছেন।

কোলঙ্কজনস্পটীকা পাসাদিকেন নাম থেরেন আযাচিতেন তেনেৰ মহামচেন কতা। কারিকং নাম পকরণং এগণগস্তীরনামেন ভিক্ষুনা আযাচিতেন ধম্মসেনাপতাচরিয়েন কতং। এতিমাসমিদীপনী [বা এতিমাসমিদীপিকা] নাম পকরণং মনোহারঞ্চ অন্তনো মতিয়া তেনেৰ ধম্মসেনাপতাচরিয়েন কতং। কারিকায় টীকা অন্তনো মতিয়া অঞত্তরাচরিয়েন কতা। এতিমাসমিদীপিকায় টীকা অন্তনো মতিয়া অঞত্তরাচরিয়েন কতা।

সদ্ধবিন্দুপকরণং অন্তনো মতিয়া ধম্মরাজস্প গুরুনা অঞত্তরাচরিয়েন কতং। সদ্ধবুত্তিপ্পকাসকং নাম পকরণং অঞত্তরেন ভিক্ষুনা আযাচিতেন সদ্ধম্মগুরু নামাচরিয়েন কতং। সদ্ধবুত্তিপ্পকাসকস্প টীকা অন্তনো মতিয়া সারিপুত্তাচরিয়েন কতা।

কচ্চায়ন সারো চ কচ্চায়নসারস্প টীকা চাতি দুবিধং পকরণং অন্তনো মতিয়া অঞত্তরাচরিয়েন কতং। লোকদীপকসারং নাম পকরণং অন্তনো মতিয়া নবেনমেধঙ্করাচরিয়েন কতং। লোকুপ্পত্তিপকরণং অন্তনো মতিয়া অল্পপত্তিতাচরিয়েন কতং।

‘কোলঙ্কজনের টীকা’ প্রাসাদিক নামক স্থবিরের আগ্রহে সেই মহামাত্য কর্তৃক রচিত হয়েছে। ‘কারিক নাম প্রকরণ’ জ্ঞান গস্তীর নামক ভিক্ষুর অনুরোধে আচার্য ধর্ম সেনাপতি কর্তৃক রচিত হয়েছে। ‘এতিমাস দীপনী’ নাম প্রকরণ মনোহার আচার্য ধর্মসেনাপতি কর্তৃক নিজ স্মৃতিভাণ্ডার হতে রচিত করেছেন। ‘কারিকার টীকা’ জনৈক আচার্য নিজ স্মৃতিভাণ্ডার হতে রচিত করেছেন। ‘এতিমাস দীপিকার টীকা’ জনৈক আচার্য নিজ স্মৃতিভাণ্ডার হতে রচিত করেছেন।

‘শব্দ বিন্দু’ প্রকরণ ধর্মরাজ গুরুর জনৈক আচার্য নিজ স্মৃতিভাণ্ডার হতে রচিত করেছেন। ‘শব্দবুত্তি প্রকাশক’ নাম প্রকরণ জনৈক ভিক্ষুর অনুরোধে আচার্য সদ্ধম্মগুরু কর্তৃক রচিত হয়েছে। ‘শব্দবুত্তি প্রকাশকের টীকা’ আচার্য সারিপুত্র কর্তৃক নিজ স্মৃতিভাণ্ডার হতে রচিত হয়েছে।

কচ্চায়নসার এবং কচ্চায়নসারের টীকা এই দুইবিধ গ্রন্থ প্রকরণ নিজ স্মৃতিভাণ্ডার হতে জনৈক আচার্য কর্তৃক রচিত হয়েছে। ‘লোক দীপকসার’ নাম প্রকরণ গ্রন্থটি আচার্য নবেন মেধাঙ্কর কর্তৃক নিজ স্মৃতিভাণ্ডার হতে রচিত করেছেন। ‘লোক (জগত) উৎপত্তি’ প্রকরণ নামক গ্রন্থটি আচার্য অগ্রপত্তি কর্তৃক নিজ স্মৃতিভাণ্ডার হতে রচিত করেছেন।

জজ্ঞদাসকম্প টীকা ভূতা মগধটীকা অন্তনো মতিয়া চীবরাচরিয়েন কতা। মাতিকথদীপনী, অভিধম্মথসঙ্গহবল্লনা, সীমালঙ্কারস্পটীকা, গতিসারো, পট্টানগণনানযো চাতি ইমে পঞ্চ পকরণানি অন্তনো মতিয়া সন্ধম্মজোতিপালাচরিয়েন কতানি। সঙ্কেপবল্লনা পরক্কমবাহু-নামেন জম্মুদীপিস্সরেন রঞ্ঞএগা আযাচিতে তেনেব সন্ধম্মজোতিপালাচরিয়েন কতা। কচ্চায়নস্প সুত্তনিদ্দেশো অন্তনো সিম্পেন ধম্মচারিনা থেরেন আযাচিতেন সন্ধম্মজোতিপালাচরিয়েন কতো। বিনয়সমুট্টানদীপনী নাম পকরণং, অন্তনো গুরুনা সঙ্ঘথেরেন আযাচিতেন সন্ধম্ম-জোতিপালাচরিয়েন কতং।

সপ্তপকরণানি পন তেন পুঙ্কামনগরে কতানি। সঙ্কেপবল্লনার লঙ্কাদীপে কতা। অভিধম্ম-পল্লরসট্টানবল্লানং নাম পকরণং অন্তনো মতিয়া নবেন-বিমলবুদ্ধাচরিয়েন কতা। সন্দসারথজালিনী নাম পকরণং অন্তনো মতিয়া নবেন-বিমলবুদ্ধাচরিয়েন কতং। সন্দসারথ-জালিনিয়া টীকা, পংয়নগরে রঞ্ঞএগা গুরুনা সঙ্ঘরাজেন আযাচিতেন তেনেব

জজ্ঞদাসকের টীকা এবং ভূতা মগধ টীকা গ্রন্থ দুটি আচার্য চীবর কর্তৃক নিজ স্মৃতিভাণ্ডার হতে রচিত করেছেন। মাতিকার্থ দীপনী, অভিধর্মার্থ সংগ্রহ বর্ণনা, সীমালঙ্কারের টীকা, গ্রন্থিসার এবং পট্টান গণনা—এই পাঁচটি গ্রন্থ প্রকরণসমূহ আচার্য সন্ধর্ম জ্যোতিপাল কর্তৃক নিজ স্মৃতিভাণ্ডার হতে রচিত করেছেন। ‘সংক্ষেপ বর্ণনা’ নামক গ্রন্থটি জম্মুদীপের রাজা পরাক্রম বাহুর অনুরোধে আচার্য সন্ধর্ম জ্যোতিপাল কর্তৃক রচিত হয়েছে। ‘কচ্চায়নের সূত্র নিদ্দেশ’ গ্রন্থটি নিজ ধর্মচারিন স্থবিরের অনুরোধে আচার্য সন্ধর্ম জ্যোতিপাল কর্তৃক রচিত হয়েছে। ‘বিনয় সমুস্থান দীপনী’ নাম প্রকরণ গ্রন্থটি নিজ গুরু সংঘ স্থবিরের আহবানে আচার্য সন্ধর্মজ্যোতিপাল কর্তৃক রচিত হয়েছে।

ইহা ছাড়াও ‘সপ্ত প্রকরণ’ গ্রন্থটি পুঙ্কাম নগরে রচিত হয়েছে। ‘সংক্ষেপ বর্ণনা’ লঙ্কদীপে রচিত হয়েছে। ‘অভিধর্ম-পল্লরসস্থান বর্ণনা’ নাম প্রকরণ গ্রন্থটি আচার্য নবেন-বিমল বুদ্ধ কর্তৃক নিজ স্মৃতিভাণ্ডার হতে রচিত করেছেন। ‘সদ (শব্দ) সারথজালিনী’ নাম প্রকরণ গ্রন্থটিও আচার্য নবেন-বিমল বুদ্ধ কর্তৃক নিজ স্মৃতিভাণ্ডার হতে রচিত করেছেন। ‘শব্দ সারার্থ-জালিনীর টীকা’ পংয় নগরে রাজার গুরু সংঘরাজের আহবানে সেই গ্রন্থটি

বিমলবুদ্ধাচরিয়েন কতা। বৃহত্তোদয়স্পর্শ টীকা, অভিধম্মসংগ্রহস্পর্শ টীকায় পরমত্মমঞ্জুসা নাম অনুটীকা, দশগতিবর্ণনং নাম পকরণং, মগধভূতবিদগ্নমুখমণ্ডন্যাটীকা চাতি ইমানি চত্তারি পকরণানি অন্তনো মতিয়া তেনেব নবেন বিমলবুদ্ধাচরিয়েন কতানি।

পঞ্চপকরণটীকায় নবানুটীকা অন্তনো মতিয়া অষ্টোত্তরো চরিয়েন কতা। অভিধম্মসংগ্রহস্পর্শ নবটীকা অন্তনো মতিয়া অষ্টোত্তরাচরিয়েন কতা। অভিধম্মসংগ্রহটীকায় [মণি] মঞ্জুসা [মণিসারমঞ্জুসা] নাম নবানুটীকা অন্তনো মতিয়া অরিয়বংসাচরিয়েন কতা।

পেটকোপদেস্পর্শ টীকা অন্তনো মতিয়া উদুম্বরিনামাচরিয়েন পুষ্কামনগরে কতা। চতুভাণবারস্পর্শ অষ্টকথা, মহাসারপকাসিনি, মহাদীপনী, সারথদীপনী, গতিপকরণং, হস্তসারো, ভূম্মসংগ্রহো, ভূম্মনিদ্দেশো, দশবথুকায়বিরতিটীকা, চোদনানিরুক্তি, বিভক্তিকথা, সদ্ধম্মমালিনি, পঞ্চগতিবর্ণনা, বালচিন্ত-প্রবোধনং, ধর্মচক্রসূত্রস্পর্শ নবটীকা, দন্তধাতু-পকরণস্পর্শ টীকা চ সদ্ধম্মোপায়নো বালপ্পবোধনটীকা চ, জিনালঙ্কারস্পর্শ নবটীকা চ

আচার্য নবেন-বিমল বুদ্ধ কর্তৃক নিজ স্মৃতিভাণ্ডার হতে রচিত করেছেন।

বৃহত্তোদয়ের টীকা, অভিধর্ম সংগ্রহের টীকার পরমার্থ মঞ্জুসা নামক অনুটীকা, দশগতি বর্ণনা নাম প্রকরণ, মগধভূত বিদগ্নমুখ মণ্ডনীর টীকা এই—চারটি প্রকরণসমূহ আচার্য নবেন-বিমল বুদ্ধ কর্তৃক নিজ স্মৃতিভাণ্ডার হতে রচিত করেছেন।

পঞ্চপ্রকরণ টীকার ‘নব অনুটীকা’ গ্রন্থটি জনৈক আচার্য নিজ স্মৃতিভাণ্ডার হতে রচিত করেছেন। অভিধর্মার্থ সংগ্রহের ‘নব টীকা’ জনৈক আচার্য নিজ স্মৃতিভাণ্ডার হতে রচিত করেছেন। অভিধর্মার্থ সংগ্রহ টীকার মঞ্জুসা নামক ‘নব অনুটীকা’ আচার্য আর্যবংশ কর্তৃক নিজ স্মৃতিভাণ্ডার হতে রচিত করেছেন।

‘পেটকোপদেশের টীকা’ গ্রন্থটি আচার্য উদুম্বরি নিজ স্মৃতিভাণ্ডার হতে পুষ্কাম নগরে রচনা করেছেন। ভাণবারের অর্থকথা, মহাসার প্রকাশনী, মহাদীপনী, সারথ দীপনী, গতি প্রকরণ, হস্তসার, ভূম্মসংগ্রহ, ভূম্ম নিদ্দেশ, দশবথুকায় বিরতি টীকা, চোদনা নিরুক্তি, বিভক্তি কথা, সদ্ধম্ম মালিনী, পঞ্চগতি বর্ণনা, বালচিন্ত-প্রবোধন, ধর্মচক্র সূত্রের নব অর্থকথা, দন্তধাতু-প্রকরণের টীকা, সদ্ধম্ম পায়নো বালপ্পবোধন টীকা, জিনলঙ্কারের নব টীকা,

লিঙ্গথ-বিবরণং, লিঙ্গথ-বিনিচ্ছয়ো, পাতিমোক্ষবিবরণং,
 পরমথকথাবিবরণং, সমন্তপাসাদিকবিবরণং, চতুভাণবারট্টকথা বিবরণং,
 অভিধম্মসঙ্গহবিবরণং, সচ্চসঙ্কেপবিবরণং, সদ্ধথভেদচিন্তাবিবরণং,
 সদ্ধবুত্তিবিবরণং, কচ্চায়নসারবিবরণং, কচ্চায়নবিবরণং,
 অভিধম্মসঙ্গহস্সটীকাবিবরণং, মহাবেস্সসন্তরজাতকস্স বিবরণং, সঙ্কাভিমতং,
 মহাবেস্সসন্তরজাতকস্স নবট্টকথা, পঠম-সম্বোধি চ লোকনেত্তি,
 বুদ্ধঘোষাচারিয়নিদানং, মিলিন্দ-পঞ্চেহা বর্ণনা, চতুরারকথা,
 চতুরারকথায়অট্টকথা, সদ্ধবুত্তিপ্পকরণস্স নবটীকা চাতি ইমানি, তিচত্তালীস
 পকরণানি অন্তনো মতিয়া সাসনস্স জাতিয়া সদ্ধম্মস্স ঠিতিয়া চ
 লঙ্কাদীপাদীসু বিংসু বিংসু কতানি।

সমুদ্রে গাথা চ...পে.... নবহারগুণবর্ণনা চাতি ইমে বুদ্ধপণ্যামাদিকা
 গাথায়ো। অন্তনো অন্তনো বুদ্ধগুণপকাসনথায় অন্তনো চ পরে চ
 অনন্তপঞ্জএণপবত্তনথায় চ পণ্ডিতেহি লঙ্কাদীপাদীসু বিংসু বিংসু কতা।

[ইতি চুল্ল-গ্রন্থবংশে আযাচকাচারিয়দীপকো নাম চতুর্থো পরিচ্ছেদো।]

লিঙ্গার্থ বিবরণ, লিঙ্গার্থ বিনিচ্ছয়, পাতিমোক্ষ বিবরণ, পরমার্থ কথা
 বিবরণ, সমন্তপাসাদিকা বিবরণ, চতুভাণবার অর্থকথা বিবরণ, অভিধর্মার্থ
 সংগ্রহ বিবরণ, সত্যসংক্ষেপ বিবরণ, সদ্ধথভেদ (শব্দার্থভেদ) চিন্তা
 বিবরণ, শব্দবুত্তি বিবরণ, কচ্চায়ন সার বিবরণ, অভিধর্মার্থ সংগ্রহের টীকা
 বিবরণ, বেষ্মান্তর জাতকের নব অর্থকথা, প্রথম সম্বোধি লোকনেত্তি,
 বুদ্ধঘোষ আচার্য নিদান, মিলিন্দ প্রশ্নের বর্ণনা, চারি আরক্ষা, আরিআরক্ষার
 অর্থকথা, শব্দবুত্তি প্রকরণের নব টীকা, এই তেতাল্লিশটি (৪৩) গ্রন্থসমূহের
 প্রকরণ শাসনের জন্য ও সদ্ধর্ম স্থিতির জন্য লঙ্কাদীপের মধ্যে পৃথকভাবে
 রচনা করেছিলেন।

সমুদ্রগাথা....নবহার গুণ বর্ণনা এই বুদ্ধ প্রণামাদি গাথা নিজ নিজ
 বুদ্ধগুণ প্রকাশনের জন্য নিজে এবং অপরে অনন্ত প্রজ্ঞা প্রবর্তনের জন্য
 লঙ্কাদীপের মধ্যে পণ্ডিতদের দ্বারা আলাদাভাবে রচিত হয়েছিল।

চুল্ল-গ্রন্থবংশে অনুরোধ আচার্য দীপক সমাপ্ত

৫. পকিদ্ধক-পরিচ্ছেদো

নামং আরোপনং পোথকং গহ্বকারস্স চ। লেখংলেখাপনঞ্চেষ, বদামি তদনন্তরন্তি। তথ চতুরাসীতিয়া ধম্মকথঙ্কসহস্সানি পিটক, নিকায়ঙ্গ, বঙ্গ, নিপাতাদিকং নামং, কেনারোপিতং, কথং আরোপিতং, কদা আরোপিতং, কিমথং আরোপিতন্তি? তত্রায়ং পিৰিসজ্জনাকেন আরোপিতন্তি পঞ্চসতখীণাসবেহি আরোপিতং। তেহি সন্ধবুদ্ধবচনং সঙ্গায়ন্তি, ইদং পিটকং, অয়ং নিকায়ো, ইদং অঙ্গং, অয়ং বঙ্গো, অয়ং নিপাতোতি। এবমাদিকং নামং আরোপেন্তি। কথং আরোপিতন্তি? রাজগহে বেভারপক্বতস্স পাদে ধম্মমণ্ডপে আরোপিতং। কদা আরোপিতন্তি? ভগবতো পরিনিব্বুতে পঠমসঙ্গায়নকালে আরোপিতং। কিমথং আরোপিতন্তি? ধম্মকথঙ্কানং বোহারসুখথায় সুখধারণথায় চ আরোপিতং। সঙ্গীতিকালে পঞ্চসতা খীণাসবা তেসঞ্চ ধম্মকথঙ্কানং নাম বঙ্গনিপাততো। ইমস্স ধম্মকথঙ্কস্স অয়ং নামো হোতু, ইমস্স চ পকরণস্স অয়ং নামোতি, অব্বকং সন্ধং নামাদিকং কিচ্ছং অকংসু।

(৫) প্রকীর্তক (চারিদিক ছড়ানো) পরিচ্ছেদ

গ্রন্থকারের নাম আরোপ পুস্তকে লিখিত তদনন্তর (তৎপর) এরূপ বলা হলো। এখানে চুরাশিহাজার ধর্মস্কন্ধ, পিটক, নিকায়, বর্গ, নিপাতাদি নাম কেন আরোপিত (উত্থাপিত) হয়েছে? কোথায় আরোপিত (সংস্থাপন) করা হয়েছে? কখন আরোপিত হয়েছে? কী উদ্দেশ্যে আরোপিত হয়েছে? অন্বেষণকারী কর্তৃক কেন আরোপিত হয়েছে? পাঁচশত ক্ষীণাস্রব অর্হৎদের দ্বারা আরোপিত হয়েছে। তাঁদের দ্বারা সমস্ত (সমগ্র) বুদ্ধবচনকে সঙ্গায়ন করা হয়েছিল। পিটক, নিকায়, অঙ্গ, বর্গ এবং নিপাত এভাবে এগুলোর নাম আরোপিত করা হয়েছে। কোথায় আরোপিত হয়েছে? রাজগৃহ নগরে বেভার পর্বতের পাদমূলে ধর্মমণ্ডপে (মঞ্চ) আরোপিত করেছেন। কখন সংস্থাপন করেছেন? ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণকালে প্রথম সঙ্গায়নকালে উত্থাপিত হলে তা সংস্থাপন করেছেন। কী উদ্দেশ্যে আরোপিত হয়েছে? প্রজ্ঞাপিত ধর্মস্কন্ধের বিনয়-নীতি এবং স্মৃতিভাণ্ডার সুখে ধারণের জন্য আরোপিত করেছেন। পাঁচশত ক্ষীণাস্রব অরহতের সঙ্গীতির সময় ধর্মস্কন্ধের বর্গ নিপাত নামে অভিহিত করেছিলেন। এটি ধর্মস্কন্ধ নাম এবং প্রকরণ নামেও অভিহিত হয়েছিল। কথিতাবস্থায় সমস্ত নামাদির কৃত্য সেই সঙ্গীতিতে সম্পাদন করেছিলেন।

তে খীণাসবা, যদি নামাদিকং কিচ্ছং অকতং ন সুপাকতং তস্মা
 বোহরসুখথাযনামাদিকং কিচ্ছং কতং অনাগতে পনথায় নামাদিকং পরিত্তং
 অসঞ্জাতনামো ন সুট্টু পাকতো সৰ্ব্বসো ভবেতি। ধম্মকথঙ্কানং নাম দীপনা
 নিট্ঠিতা।

চতুরাসীতি ধম্মকথঙ্কসহস্সানি কেন পোথকে আরোপিতানি, কদা
 আরোপিতানি, কিমথং আরোপিতানীতি। তত্রাযং বিসজ্জনা
 কেনারোপিতানিতি? খীণাসবমহানাগেহি আরোপিতানি। কথ
 আরোপিতানীতি? লঙ্কাদীপে আরোপিতানি। কদা আরোপিতানীতি?
 সদ্ধাতিস্সস্সরাজিনো পুত্তস্স বট্টগামনি রাজস্স কালে আরোপিতানি।
 কিমথং আরোপিতানীতি? ধম্মকথঙ্কানং অবিধংসনথায় সদ্ধম্মট্ঠিতিয়া চ
 আরোপিতানি।

সেই ক্ষীণাস্রবগণ যদি নামাদির কৃত্য এবং অকৃত্য সুপ্রকাশিত না
 করতেন। তদ্ব্যতীত বিনয়-নীতি, সুখ-শান্তির জন্য নামাদির কৃত্য করে
 ভবিষ্যতে আরও হিতের জন্য নামাদির পরিপূর্ণ নাম প্রবর্তিত না করে
 সমস্ত কিছু সুষ্ঠুভাবে সুপ্রকাশিত হয় না।

ধর্মস্কন্ধ নাম দীপনী সমাপ্ত

চুরাশিহাজার ধর্মস্কন্ধ কী জন্য পুস্তকে আরোপিত করলেন? কোথায়
 আরোপিত করলেন? কী উদ্দেশ্যে আরোপিত করেছেন? এটি তথায় কেন
 লিখিতাকারে আরোপিত হয়েছে? ক্ষীণাস্রব মহানাগ (অর্হৎদের) দ্বারা
 আরোপিত হয়েছে। কোথায় আরোপিত হয়েছে? লঙ্কাদীপেই আরোপিত
 হয়েছে। কখন আরোপিত হয়েছে? শ্রদ্ধাতিষ্য রাজার পুত্র বট্টগামনী^১
 রাজার রাজত্বকালে আরোপিত হয়েছিল। কী উদ্দেশ্যে আরোপিত হয়েছে?
 ধর্মস্কন্ধাদি ধবংস না হওয়ার জন্য সদ্ধর্মস্থিতির উদ্দেশ্যে তা আরোপিত
 করেছেন।



^১। ইনি অনাগতে আর্যমিত্রবুদ্ধের সময় অগ্রশ্রাবক হবেন। বর্তমান গৌতম বুদ্ধের সময়
 লঙ্কায় জন্মগ্রহণ করেছেন। (রসবাহিনী)

ধরমানো হি ভগবা, অশ্বাকং সুগতোধীরো।
 নিকায়ে পঞ্চদেসেতি, যাৰ নিক্বানগমনা॥
 সৰ্বেপি তে ভিক্ষু আদি, মনসা বচসাহারো।
 সৰ্বে চ বাচুস্পতা হোন্তি, মহাপঞ্জ্ঞাসতিবরা॥
 নিক্বুতে লোকনাথস্মি, ততো বস্সসতং ভবে।
 অরিয়ানরিয়া চাপি চ, সৰ্বে বাচুস্পতা ধুবং॥
 ততো পরং অট্টরসং, দ্বিসতংবস্স গণনং।
 সৰ্বে পুথুজ্জনা চেব, অরিয়া চ সৰ্বেপিতে॥
 মনসাৰচসাযেব, বাচুস্পতাৰ সৰ্বদা।
 দুট্টগামণিরঞ্জেঞা চ, কালে বাচুস্পতা ধুবং॥
 অরিয়ানরিয়াপি চ, নিকায়ে ধারণাসদা।
 ততো পরস্মি রাজা চ, ততো চুতো চ তুসিতে॥

“সেই সময় আমাদের জ্ঞানবান, সুগত বুদ্ধ ভগবান অবস্থানকালীন তাঁর অন্তিম পরিনির্বাণ প্রাপ্তির আগে পঞ্চ নিকায়সমূহ উপদেশ দিয়েছিলেন।”

“সেই সমস্ত ভিক্ষু আদি (প্রারম্ভেই) বাচনিক, মানসিক মহাপ্রজ্ঞাবান স্মৃতিধরগণ সকলে ক্রমানুসারে বুদ্ধবাণী আবৃত্তি করলেন।”

“লোকনাথ ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণে শত বছর পরে ভব-সংসারে আর্য এবং অনার্য সকলে অবিচ্ছিন্নভাবে বুদ্ধবাণী আবৃত্তিকারী হলেন।”

“তার পর দুইশত আঠার (২১৮) বছর পর পৃথগ্জন এবং আর্যরা সকলেই তাঁরা;

“সর্বদা সঠিকরূপে মন হতে বাক্য দ্বারা বুদ্ধের ধর্মোপদেশসমূহ ধারাবাহিকভাবে দুট্টগামণী রাজার রাজত্বকালে আবৃত্তি করেছিলেন।”

“সর্বদা সুরূপে আর্য এবং অনার্যগণ সেই উপদেশসমূহ নিকায়ে ধারণ (সংস্থাপন) করায়, মনুষ্যলোক হতে চ্যুত হয়ে রাজা তুষিত দেবলোকে জন্মধারণ করলেন।”

উল্লজ্জি দেব লোকে সো, দেবেহি পরিবারিতো।
 সদ্ধা তিস্পোতি নামেন, তম্প কনিষ্ঠকো হিতো॥
 ততো লঙ্করটেষ্ঠা হোতি, বুদ্ধসাসনপালকো॥
 তদা কালে ভিক্ষু আসুং, সৰ্বে বাচুল্লতা সদা।
 নিকায়ে পঞ্চবিধেব, যাব রঞ্জেএষ চ ধারণা।
 ততো চূতো সো রাজা চ, তুসীতে উপপজ্জতি।
 দেবলোকেটিষ্ঠিতো সন্তো, তদা বাচুল্লতা ততো॥
 তম্প পুত্তাপি অহেসুং, অনেকা বরজ্জং গতা।
 অনুজ্জমেন চূততে, দেবলোকং গতা ধুবং।
 তদাপিতে সৰ্বে ভিক্ষু, বাচুল্লতাৰ সৰ্বদা।
 নিকায়ে পঞ্চবিধেব, ধারণাৰসতিমতা॥
 ততো পরং পোথকেসু, নিকায়া পঞ্চ পিটিষ্ঠতা।
 তদা অট্টকথা টীকা, সৰ্বে গহ্বা পোথকে গতা।
 সৰ্বে পোথেসু যে গহ্বা, পালি অট্টকথা টীকা।
 সংটিষ্ঠাসং ঠিতা হোন্তি, সৰ্বেপি নো ন সন্তিতে॥

“তিনি দেবলোকে দেব পরিবেষ্টিত হয়ে অবস্থান করছেন। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রদ্ধাতিষ্য হিতকামী হয়ে বুদ্ধশাসন রক্ষাকারী তখন হতে তিনিই রাজ্য প্রাপ্ত হন।”

“সেই সময় ভিক্ষুগণ সর্বদা আনুক্রমিকরূপে বুদ্ধবাণী আবৃত্তি করলে, যতদূর সম্ভব রাজা পঞ্চবিধ নিকায়সমূহ ধারণসম্পন্ন হলেন।

“সেই রাজা মনুষ্যলোক হতে চ্যুত হয়ে তুষিত স্বর্গে উৎপন্ন হলেন। তদবধি দেবলোকে সুখে-শান্তিতে তখন আনুক্রমিকরূপে ধর্মোপদেশ আবৃত্তি করলেন।”

“তাঁর পুত্রও ছিলেন, তিনি একাধিকবার রাজ্য উন্নীত হলেন। তিনি মনুষ্যলোক হতে চ্যুত হয়ে দেবলোকে নিশ্চিতরূপে গমন করলেন।”

“তখনও পর্যন্ত সকল ভিক্ষুসংঘ সর্বদা আনুক্রমিকভাবে আবৃত্তিকামী হয়ে, পঞ্চবিধ নিকায় স্মৃতিতে ধারণকারী হলেন।”

“তার পর হতে ত্রিপিটকের পঞ্চনিকায়সমূহকে পুস্তকের মধ্যে স্থাপিত করেন। তখন হতে অর্থকথা এবং টীকা সমস্ত গ্রন্থ পুস্তকে লিপিবদ্ধ হয়েছিল।”

“যে সমস্ত পালি অর্থকথা গ্রন্থসমূহে সংস্থাপিত হয়েছিল, সবগুলো মোটেও ধারাবাহিক ছিল না।”

সৰ্বে পোথেসু যে গছা, পালি অট্টকথা টীকা।
 সংটিষ্ঠাসং ঠিতা হোন্তি, সৰ্বেপি নো ন সন্তিতে॥
 তদা তে পোথকেযেব, নিকাযা পিঠিতা খিলা।
 তদা অট্টকথাদীনি, ভবন্তীতি বদন্তি চ॥
 পরিহারো পণ্ডিতেহি বন্তুৰোব।
 লঙ্কাদীপস্স রঞ্জেএৱ, সদ্ধা তিস্সস্স রাজিনো॥
 পুস্তকো লঙ্কাদীপস্স, ইস্সরো ধম্মিকো বরো।
 তদা খীণাসৰা সৰ্বে, ওলোকেন্তি অনগতে॥
 খীণাসৰা পস্সন্তি তে, দুপঞ্জেএৱ পুথুজ্জনে।
 সৰ্বেপি তে ভিক্কু আসুং, বহুংতরা পুথুজ্জনা।
 ন সন্ধিস্সন্তি তে পঞ্চ, নিকাযে বাচুল্লতং ইতি।
 পোথকেসু সৰ্বে পঞ্চ, আরোপেন্তি খীণাসৰা॥
 সদ্ধম্মটিষ্ঠি চিরন্তায়, জনানং পুঞ্জেএৱথায় চ।
 ততো পট্ঠায়তে সৰ্বে, নিকাযা হোন্তি পোথকে।
 অট্টকথা টীকা সৰ্বে, তে হোন্তি পোথকেটিষ্ঠা॥
 ততো পট্ঠায়তে সৰ্বে, ভিক্কু আদি মহাগণা।
 পোথকেসু ঠিতেযেব, সৰ্বে পস্সন্তি সৰ্বদা॥
 [পোথকে আরোপন দীপকা নিটিষ্ঠা।]

“তখন তাঁরা আরও নিকায়সমূহ দৃঢ়রূপে পুস্তকের পৃষ্ঠে স্থাপন করলেন। তখন হতে অর্থকথাদিও সুন্দররূপে স্থাপিত হলো।”

“লঙ্কাদ্বীপের রাজা শ্রদ্ধাতিষ্য জ্ঞানবান-পণ্ডিতদের দ্বারা কথিত উপদেশ মনোযোগ সহকারে অভিনিবেশ করলেন।

“সেই সময় ক্ষীণাস্রব অর্হৎগণ অদক্ষ পৃথকজন ভিক্ষুসংঘকে দেখলেন। তাঁরা সকলে বহু পৃথগ্জন ছিলেন; এরূপে তাঁরা পঞ্চনিকায়কে স্মৃতিভাণ্ডারের মধ্যে ধারণ করতে সক্ষম হবেন না। সেইজন্য ক্ষীণাস্রবগণ সমস্ত নিকায়কে পুস্তকের মধ্যে আরোপিত করলেন।”

“সর্বজীবের পুণ্যের জন্য এবং শাসন সদ্ধর্মের চিরস্থিতির জন্য তদবধি সমস্ত নিকায়কে পুস্তকে স্থাপিত করলেন। সমস্ত অর্থকথা এবং টীকাও পুস্তকাকারে স্থিত হলো।”

“তখন হতে ভিক্ষু আদি মহাজনগণ সকলে সর্বদা নিকায়সমূহ পুস্তকের মধ্যে স্থিত দেখতে পারলেন।”

পুস্তকে আরোপন দীপিকা সমাপ্ত

যো কোচি পণ্ডিতো ধীরো, অট্টকথাদিকং গচ্ছং করোতি বা কারাপেতি বা, তস্ম অনন্তকো হোতি পুণ্ড্রসংচযো, অনন্তকো হোতি পুণ্ড্রানিসংসো। চতুরাসীতি চেতিয়সহস্প করণসদিসো, চতুরাসীতি বুদ্ধরূপসহস্প করণসদিসো, চতুরাসীতি বোধিরূক্সসহস্পরোপনসদিসো, চতুরাসীতি বিহারসহস্প করণসদিসো, যো চ বুদ্ধবচনমঞ্জুসং করোতি বা কারাপেতি বা, যো চ বুদ্ধবচনং মণ্ডনং করোতি বা কারাপেতি বা, যো চ বুদ্ধবচনং লেখং করোতি বা কারাপেতি বা, যো চ পোথকং বা, যো চ পোথকমূলং বা, দেতি বা দাপেতি বা, যো চ তেলং বা চুল্লং বা, ধুণ্ড্রং বা পোথকভঞ্জনথায় যং কিঞ্চি নিথং বা পোথকছিদে আব্বনথায়, যং কিঞ্চি সুত্তং বা কট্টফলকদ্বয়ং বা পোথকং পুটনথায় যং কিঞ্চি বথং বা, পোথক-বন্ধনথায়, যং কিঞ্চি যোত্তং বা পোথকলাপ পুটনথায় যং কিঞ্চি থবিকং দেতি বা দাপেতি বা।

যো চ হরিতালেন বা মনোসিলায় বা, সুবল্লেন বা রজতেন বা পোথকমণ্ডনং বা কট্টফলকমণ্ডনং বা করোতি বা কারাপেতি বা, তস্ম অনন্তকো হোতি পুণ্ড্রসংচযো, অনন্তকো হোতি পুণ্ড্রানিসংসো। চতুরাসীতি চেতিয়সহস্প করণসদিসো, চতুরাসীতি বিহারসহস্প করণসদিসো।

যে-কেউ পণ্ডিত, জ্ঞানবান অর্থকথাদি গ্রন্থ রচনা করেন অথবা করান তাঁর অপরিসীম পুণ্য সঞ্চয় হয়। তাঁর পুণ্যের আনিশংস অসীম (অবর্ণনীয়) হয়। চুরাশিহাজার চৈত্য নির্মাণ সদৃশ, চুরাশিহাজার বুদ্ধরূপ কায়া (বুদ্ধমূর্তি) নির্মাণ সদৃশ। চুরাশিহাজার বোধিবৃক্ষ রোপণ সদৃশ। চুরাশিহাজার বিহার নির্মাণ সদৃশ পুণ্য হয়। যে কেউ বুদ্ধবচন মঞ্জুসা রচনা করেন বা করান, বুদ্ধবাক্য পূজা (সম্মান) করেন অথবা করান, বুদ্ধবাক্য লিখে তৈরি করেন অথবা করান, পুস্তক অথবা পুস্তকের মূল্য দেন বা দেয়ান, তৈল অথবা চূর্ণ (সুগন্ধি দ্রব্য), ধান্য শস্য (এর মূল্য সদৃশ) অথবা পুস্তক তৈরির জন্য তৈল দেন বা দেয়ান, কোনো পুস্তক সমাপ্ত করার জন্য অথবা পুস্তক সেলাই (গাঁথার) জন্য সুতা অথবা কাঠের ফলকদ্বয়, পুস্তক মোড়ার জন্য বস্ত্র, পুস্তক বাঁধার জন্য বিভিন্ন সুতা বা পুস্তক তৈরির জন্য বাস্ত্র (আলমিরা) একত্রে দেন অথবা দেওয়ান; আরও পীতবর্ণ, রক্তবর্ণ, সুবর্ণ, রোপ্য, পুস্তকের প্রসাধন অথবা কাঠফলকদ্বয় দান করেন বা করান তাঁর অনন্ত অসীম পুণ্য সঞ্চয় এবং পুণ্যের আনিশংস লাভ হয়। চুরাশিহাজার চৈত্য এবং চুরাশিহাজার বিহার নির্মাণ সদৃশ পুণ্য অর্জিত হয়।

ভবে নিব্বত্তমানো সো, সীলগুণমুপাগতা।
মহা তেজো সদা হোতি, সীহনাদো বিসারদো॥

আয়ুবল্লবল্লুপ্পেতো, ধম্মকামো ভবে সদা।
দেবমনুস্সলোকেষু, মহেসকেখা অনামযো॥

ভবে নিব্বত্তমানো সো, পঞ্জএবো সুসমাহিতো।
অধিপচ পরিবারো, সৰ্বসুখাধি গচ্ছতি॥

সদ্বোধীরিমা বদঞ্জএ, সংবিগ্ন মানসো ভবে।
অঙ্গপচঙ্গ সম্পম্মো, আরোহ পরিণাহবা॥

সৰ্বের সত্তাপি যো লোকে, সৰ্বথ পূজিতাভবে।
দেবমনুস্স সঙ্ঘরো, মিত্তসহায় পালিতো॥

দেবমনুস্স সম্পত্তিং, অনুভোতি পুনপ্পুনং।
অরহত্ত ফলং পত্তো, নিব্বানং পাপুণিস্সতি॥

পাটিসম্ভিদা চতস্সো, অভিঞ্জএবো ছব্বিধে বরো।
বিমোকেখ অট্টকে সেটে, গমিস্সতি অনাগতে॥

“তিনি ভব সংসারে পরিভ্রমণে শীলগুণ অধিগতসম্পন্ন সর্বদা নির্ভীক, বিশারদ, মহাতেজশালী হন।”

“তিনি জন্ম-জন্মান্তরে ধর্মাভিলাষী আয়ু, বর্ণ, বল, রূপ এবং শব্দে দেব-মনুষ্যের মধ্যে নীরোগ মহাপ্রভাবশালী হয়ে জন্মগ্রহণ করেন।”

“সেই সত্ত্ব ভবে জন্মগ্রহণকালীন প্রজ্ঞাবান, সুসমাহিত আধিপত্য পরিবারসম্পন্ন সর্বসুখাধি লাভ করেন।”

“ভব-সংসারে প্রগাঢ় ভক্তিতে তাঁর মন, কথাবার্তায় বিনয়ী এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অত্যধিক সুকোমনীয় দীর্ঘ পরিধিসম্পন্ন হন।”

“তিনি যে- কোনো সত্ত্বলোকে সর্বত্র পূজিত হন। দেব-মনুষ্য বিচরণকালে মিত্রসহায় দ্বারা রক্ষিত হন।”

“বারংবার দেব-মনুষ্যালোকে সম্পত্তি ভোগ করে, অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হয়ে নির্বাণ লাভ করবেন।”

“ভবিষ্যতে সর্বোৎকৃষ্ট ষড়্ভিজ্জা, চারি প্রতিসম্ভিদা শ্রেষ্ঠ অষ্ট বিমোক্ষ ফল লাভ করবেন।”

তন্মাহি পণ্ডিতো পোসো, সংপস্পং হিত মন্তনো।
কারেয্য সাম গছে চ, অঞেঞা চাপি কারাপযে॥

পোথকে চ ঠিতে গছে, পালি অটঠকথাদিকে।
ধম্মমঞ্জুসা গছে চ, লেখং করে কারাপযে॥

পোথকং পোথকমূলঞ্চ, তেসং চুদ্রথুসম্পি চ।
পিলোতিকাদিকং সুত্তং, কটঠফলদযস্মি চ॥

ধম্মবন্ধনথায় চ, যং কিঞ্চি মহগ্গাং বথং।
ধম্মবন্ধনযোত্তঞ্চ, যং কিঞ্চি থবিকম্পি চ॥

দদেয্য ধম্মখেত্তস্মি, বিপ্পস্সম্মেন চেতসা।
অঞেঞা চাপি দজ্জাপেয্য, মিত্তসহায়বন্ধবেতি॥

গহ্বাকরলেখলেখাপনানিসংস দীপনা নিটিঠতা।

“তদ্ধেতু নিজের হিত-সুখের জন্য পণ্ডিতের সংস্পর্শে শিক্ষা প্রদত্তে
ত্রিপিটকীয় পুস্তক রচনা করেন এবং অন্যদের মাধ্যমে রচনাও করান;”

“পালি অর্থকথাদিতে পুস্তকে স্থিত গ্রন্থ এবং ধর্ম মঞ্জুসা গ্রন্থ লিখে রচনা
করেন বা করান;”

“সেই পুস্তক, পুস্তকের মূলগ্রন্থ, ক্ষুদ্র ভূষণ বস্ত্রাদি সুতা এবং
কাষ্টফলকদ্বয়;

“পুস্তক তৈরির জন্য যে-কোনো কিছু মহার্ঘ বস্ত্র, সুতা এবং তহবিল অর্থ;”

“অত্যধিক প্রসন্ন (আনন্দ) মনে ধর্ম ক্ষেত্রে দান করেন বা করান অন্য
সকলেও পরস্পর মিত্রসহায় বন্ধনকারী হন।”

গ্রন্থসমূহ লিখার আনিসংশ দীপন সমাপ্ত



[ইতি চুল্লগ্রন্থবংশে পকিগ্নকদীপকো নাম পঞ্চমো পরিচ্ছেদো।]

সোহং হংসারট্ট জাতো, নস্তপঞেঞাতি বিস্সুতো
সদ্ধা সীল বীরপ্পেতো, ধম্মরসং গবেসনো॥

সোহং ততো গস্থা চিমং, জিন নবং যং পুরং।
সব্ব ধম্মং বিচিন্তো, বীসতি বস্সমাগতো॥

সব্ব ধম্মং বিস্সেজ্জন্তো, কিকারে নেব ভিক্ষুনো।
হ বস্সানং গণং ভিত্তা, কামানং অভিমদনং॥

সত্তি সভা চ নিব্বানং, গবেসিঞ্চ পুনপ্পনং।
বসন্তোহং, বনারম্মং, পিটকত্তয় সঙ্গং।
গ্রন্থবংশং ইমং খুদ্দং, অরিয়সজ্জদাসকত্তি॥

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

চুল্ল (ক্ষুদ্র) গ্রন্থ বংশের প্রকীর্ত্তক দীপক

“সেই আমি হংস রাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করে বিশ্রুতপূর্ণ প্রজ্ঞাবান হয়ে শ্রদ্ধা-শীল
নির্ভীক ধর্মরস অনুসন্ধানকারী হই।”

“আমি তথায় গমন করে যা আমাকে পরিপূর্ণরূপে নতুন রিপূজয়ী সমস্ত ধর্ম
অনুসন্ধান করতে করতে বিশ বছরে উপনীত হই।”

“কী কারণে ভিক্ষুর সমস্ত ধর্ম প্রত্যাখ্যান নয়। ছয় বছর (পর্যন্ত) ভিক্ষুগণ
কামসমূহের ভেদ করে নিজেকে দমিত করেন।”

“আমি পরিষদে পুনঃপুন সুখের জন্য নির্বাণ অনুসন্ধান পিটকত্রয় সংগ্রহে
রম্য বনে অবস্থান করতে করতে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ বংশকে আর্থ সংঘ দাসক
করি।”



ইতি পামোজ্জখায় অরুণপ্রবাসিনা, নন্দপঞ্চপ্রচরিয়েন কতো
চুল্লগ্রন্থবংশো নিটিষ্ঠতো। ধর্মবটংসকনামেন বিসুতো থেরো, যং পকরণং
লিখিতং তং পরিপুণ্ণং তেন পুণ্ণেএন তং পিটকং পরিসিদ্ধং পরিনিটিষ্ঠতং।

এরূপ আনন্দে (সুখে) উল্লাসে অরণ্যবাসী নন্দ প্রজ্ঞা আচার্য কর্তৃক রচিত
এই 'চুল্ল গ্রন্থবংশটি' সমাপিত হলো।

ধর্মবটংস নামে বিপ্রত স্থবির যে-প্রকরণ লিখিত হলো, তা পরিপূর্ণ। সেই
পুণ্যের দ্বারা তিনি পিটক পরিশিক্ষার পরিসমাপ্তি করলেন।

আমার শিষ্যসমূহ পরিশিক্ষাকে পরিসমাপ্ত করলেন। তোমাদের শিষ্য এবং
পরিশিষ্যসমূহের মধ্যে পরিশিক্ষা সমাপ্ত হলো।

চুল্ল গ্রন্থ বংশ সমাপ্ত



সহায়ক গ্রন্থমালা

- ১। মহাবংশ- ডঃ শুভ্রা বড়ুয়া
- ২। শাসন বংশ- শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাথের
- ২। পালি বাংলা অভিধান (১ম ও ২য়) শ্রীমৎ শান্তরক্ষিত মহাথের
- ৩। পালি বাংলা অভিধান- শীলরত্ন ভিক্ষু
- ৪। রস বাহিনী- সম্বোধি ভিক্ষু
- ৫। প্রশ্নোত্তরে ত্রিপিটক- সুদর্শন বড়ুয়া
- ৬। ত্রিপিটক সমগ্র- ড. জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়
- ৭। Cattha Sangayana CD Published by the vipassana Research Institute, Based at Dhamma Giri, Igatpuri, Near Mumbai, India.



গ্রন্থকারের পরিচিতি

শ্রীমৎ সম্মোখি ভিক্ষু ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৬ ইং, ৬ই ফাল্গুন ১৩৮২ বাংলা সনে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত রাউজান উপজেলার পশ্চিম আঁধার মানিক গ্রামে শিক্ষক বাবু সুবোধি রঞ্জন বড়ুয়া এবং গৃহিণী অনুভা মুৎসুদীর কোলজুড়ে দ্বিতীয় সন্তানরূপে জন্মলাভ করেন। তাঁর গৃহী নাম উদয় শংকর বড়ুয়া, তিন ভাই ও একমাত্র বোনের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। গৃহী থাকাকালীন প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় বি.কম পাস করার পর এম.কম প্রথম সেমিস্টার পরীক্ষা দেওয়ার পরে বৈরাগ্য জীবনের প্রতি উৎসাহিত হয়ে শ্রদ্ধেয় বনভক্তের শাসনে ২৩ জানুয়ারি, ২০০৩ ইং সনে শ্রদ্ধেয় বনভক্তের অন্যতম শিষ্য ভদন্ত ইন্দ্রগুপ্ত স্থবির মহোদয়ের নিকট প্রব্রজ্যা ধর্মে দীক্ষিত হন এবং রাজবন বিহার সীমাঘরে শ্রাবক বুদ্ধ শ্রদ্ধেয় সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভক্তে)র উপাধ্যায়ত্বে তিনি ১৩ জুন, ২০০৩ ইং সনে উপসম্পদা লাভ করেন। সম্যক সমুদ্রের অমিয় ধর্ম, সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম বর্তমানে মৃত ভাষা পালিতে লিপিবদ্ধ রয়েছে বিধায় বাংলাভাষায় সম্পূর্ণ অনুবাদকল্পে যে ক-জন বঙ্গীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু অবদান রেখেছেন, তিনি সেসব ত্যাগময় পুণ্যপুরুষদের উত্তরসূরি। পরমপূজ্য অর্হৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভক্তে)-এর আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে তাঁর-ই যে কতিপয় শিষ্য পালি পিটকীয় গ্রন্থ বাংলা অনুবাদে নিযুক্ত রয়েছেন সম্মোখি ভিক্ষু তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি প্রব্রজ্যাবধি রাজবন বিহারে অবস্থান করেছেন। শুধুমাত্র ২০০৫ ইং সনে বর্ষব্রত তিনটিলা বনবিহার, লংগদুতে অবস্থান করেছেন। তিনি এর আগে থেরীগাথা অর্থকথা, থেরী অপদান, রস বাহিনী এবং চুল্ল গ্রন্থ বংশ গ্রন্থসমূহ অনুবাদ করেছেন। সদ্ধর্মের চিরস্থিতির নিমিত্তে অনুবাদকের কাছে মৌলিক চিন্তার প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে আরো পিটকীয় গ্রন্থ অনুবাদের আশা রাখি। তাঁর প্রব্রজিত জীবন নিরোগ, সুস্থ, সুদীর্ঘায়ু কামনা করি।

“জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক”

আশীর্বাদান্তে

কল্যাণমিত্র স্থবির

রাজবন বিহার, রাজামাটি।